থ্রী মাস্কেটিয়ার্স

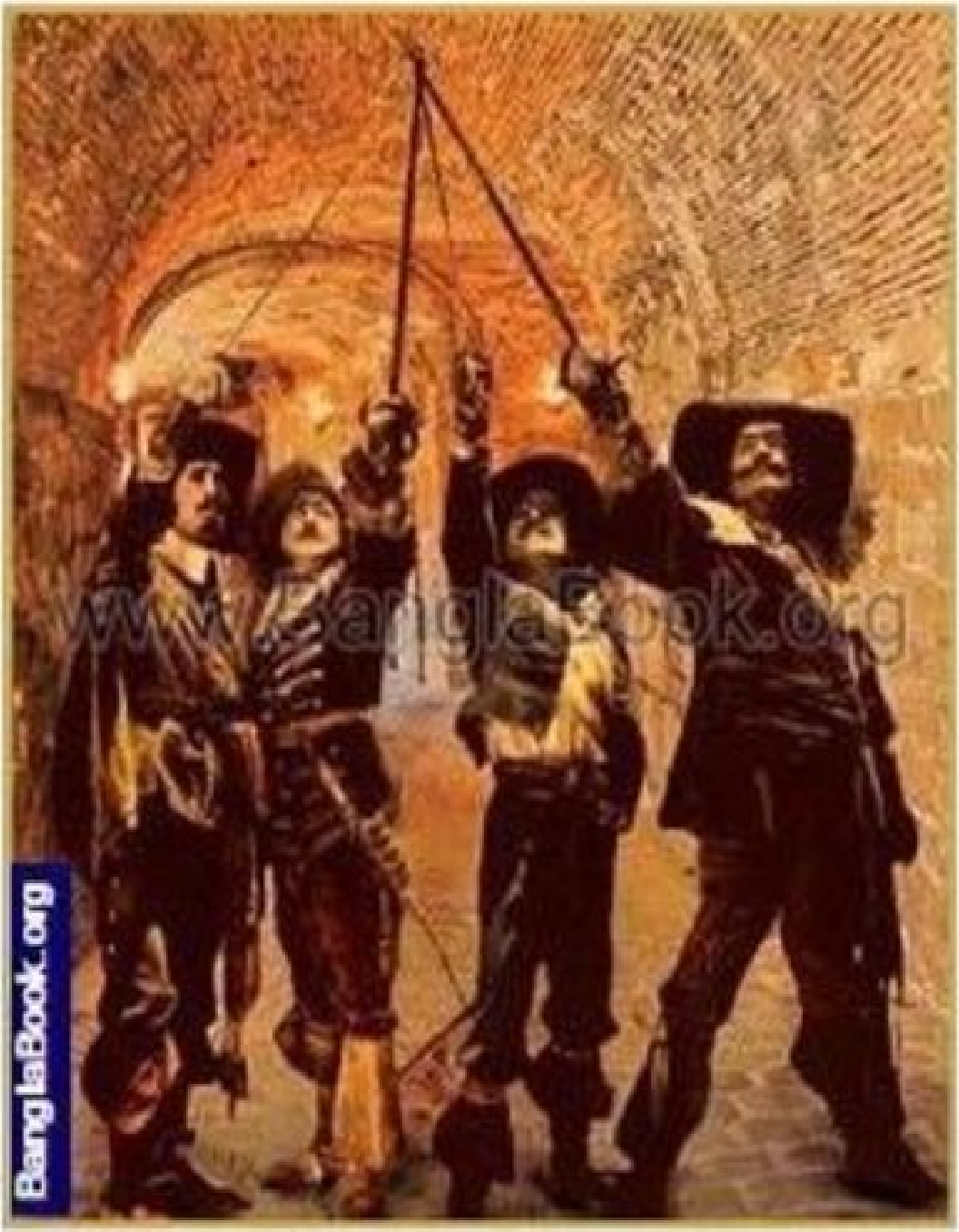

আলেকজান্দার দ্যুমা

www.BanglaBook.org

থ্রী মাস্‌কেটিয়ার্স

তোমরা নিশ্চয়ই ফরাসীদের দেশ ফ্রান্সের নাম শুনেছো। আমাদের এ গল্পের শুরু সেই ফ্রান্স দেশে। সে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা।

তখনকার দিনে ওদেশে সাহস আর বীরত্বের খুব আদর। যিনি যত বড় বীর তাঁর তত সম্মান, তত তাঁর টাকা-পয়সা প্রতিপত্তি।

দেশ জুড়ে ছিলেন মস্ত মস্ত সব জমিদার। তাঁরা সবাই যেন নিজেরাই এক একজন ছোটখাটো রাজা—এমনি ছিল তাঁদের প্রতাপ। কেউ কাউকে বড় বেশি মানতেন না তাঁরা। এ বলতেন আমি বড়, আরেকজন বলতেন তিনি বড়। দিন-রাত নিজেদের মধ্যে দলাদলি খুনোখুনি লেগেই থাকতো।

আবার দেশের যিনি রাজা তাঁকেও সব সময় তটস্থ থাকতে হতো। সর্বদাই ভয়, কে কখন কোথায় বিদ্রোহ করে বসে। আর গুপ্তহত্যার কথা যদি বল, তা তো লেগেই ছিল। এই সব নানা কারণে রাজাকে সর্বদা সকল রকম বিপদের জন্য তৈরি হয়েই থাকতে হতো।

যখনকার কথা বলছি তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ত্রয়োদশ লুই আর তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কার্ডিন্যাল রিশল্যু।

সারা ফ্রান্সে মন্ত্রী রিশল্যুর খুব প্রতিপত্তি। মন্ত্রীমশাই নিজে খুব হুঁশিয়ার আর জেদী একগুঁয়ে মানুষ। মনে তাঁর খুব উচ্চাশা। ফ্রান্সকে তিনি সকল রকমে সব দিক দিয়ে বড় করবেন এই ছিল তাঁর মনের কথা। কিন্তু সেজন্য কারও মতামতের বড় বেশি তোয়াক্কা করতেন না। এমনকি সময় সময় স্বয়ং রাজাকেও গ্রাহ্য। কাজ করতেন নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো। যা ভালো বুঝতেন তা তাঁর করাই চাই।

রাজা অনেক সময় চেষ্টা করেছেন মন্ত্রীর ওপর নিজের হুকুম চালাবার জন্য, কিন্তু সফল হননি। এমনকি শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীর কাছে হারও মানতে বাধ্য হতে হয়েছে তাঁকে। তাই দেখে শুনে দেশের লোকে রাজার চাইতে তাঁর মন্ত্রীকেই বেশি সমীহ করে চলতো।

রাজার মনে বড় ভয়—রাজ্য জুড়ে মন্ত্রীর এ রকম আধিপত্য, কী জানি কোন্ দিন না তাঁকেই সরিয়ে দিয়ে রাজ্যটি নিজেই হস্তগত করে বসেন। এখনই তো মন্ত্রীমশাই তাঁকে প্রায় পুতুলের মতো সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছেন।

রাজাদের সকলেরই একটা করে নিজস্ব রক্ষীবাহিনী থাকে। লুইয়েরও ছিল এমনি একটা রক্ষীবাহিনী। তাদের কাজ ছিল সব সময় রাজার সাথে সাথে থেকে রাজাকে

www.BanglaBook.org

ও রাজপ্রাসাদকে পাহারা দেওয়া।

তখনকার দিনে এ কাজ রীতিমত কঠিনই ছিল বলতে হবে। কারণ রাজার শত্রু অসংখ্য—বাইরে শত্রু, আবার ঘরেও শত্রু। কখন যে কে কোন্ সুযোগে এসে তাঁর বুকে তলোয়ার বসিয়ে দেবে, তার আর কিছুই ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তাই রক্ষীদলে বাছাই করা সব বীরদের ছাড়া আর কারুর ঢুকবার কোন অধিকারই ছিল না। রাজা লুইয়ের রক্ষীদলের নাম ছিল 'মাস্কেটিয়ার্স'। এইসব মাস্কেটিয়াররা ছিল যেমন বীর তেমনি বেপরোয়া। দলের সবাই ছিল বাছাই করা সব তলোয়ারী।

এদিকে রাজার দেখাদেখি মন্ত্রী রিশল্যুও তাঁর নিজের জন্য একটা রক্ষীদল গড়ে তুলেছিলেন। সে দলে যারা ছিল তারাও খুব বড় বড় বীর। নামে অবিশ্যি এরাও রাজারই সৈনিক, কিন্তু তবু মন্ত্রীমশাইয়ের নিজের মুখ থেকে হুকুম না বেরুলে তারা আর কোন কাজই করতে চাইত না। মনে প্রাণে তারা মন্ত্রীমশাইকেই প্রভু বলে জানতো। মাস্কেটিয়ার্সদের সাথে এদের ছিল একেবারে আদায় কাঁচকলায়—দারুণ রেষারেষি। দু'দলে কোথাও দেখা হলে আর রক্ষে নেই,—একটা অনর্থ না হয়ে যেত না।

রাজার রক্ষীরা অত্যন্ত বেপরোয়া। তারা কাকেও ভয় করে না, কাকেও তোয়াক্কা করে না। বড় বড় হোটেলে, পথে ঘাটে, খেলার মাঠে তারা দল বেঁধে হৈ হৈ করে বেড়ায়। আর মন্ত্রীর দলের সাথে যদি দেখা হয়ে গেল, তো নানা ছলে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। তার ফলে দু' দলে মারামারি কাটাকাটির অন্ত থাকে না, দু' দলেই দু'একজন করে খুন-জখম হয়।

কিন্তু মজা হচ্ছে, এ হাঙ্গামার কোন বিচার হয় না। তার কারণ মন্ত্রীর দলের কেউ খুন-জখম হলে রাজা মনে মনে বেশ খুশিই হন। সাজা দেওয়া দূরে থাক হয়ত বখশিশই দিয়ে বসলেন। আর রাজার সৈনিকরা যদি কোথাও হেরে আসে, তাহলে রাজার অসন্তোষের ভয়ে সেকথা আর রাজার কান পর্যন্ত উঠতেই দেওয়া হয় না, যে ভাবেই হোক চাপা দিয়ে ফেলা হয়।

শুধু যে রক্ষীদলের ব্যাপারেই এমনি তা নয়। রাজার দরবারের মতো মন্ত্রীমশাইয়েরও এক আলাদা দরবার ছিল। সে দরবারে মন্ত্রীর দলের যত লোকেরা এসে আসর জমাতেন। তাঁরাই ছিলেন সেখানকার রাজমন্ত্রী-অমাত্য। আবার এঁদের দেখাদেখি রাজ্যের অনেক জমিদারও নিজেদের এক একটি দরবার তৈরি করেছিলেন।

যাহোক মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে সারা ফ্রান্সে তখন আইন-কানুনের চাইতে জোর যার মুলুক তার ভাবটাই বেশি। ন্যায়-অন্যায়ও তখন স্থির করা হতো তলোয়ারের ডগায় পরীক্ষা করে।

এহেন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারি থেকে বেশ কিছু দূরে এক গ্রামে বাস করতেন দারতাঁয়া পরিবার। বর্তমানে গরীব হলে কি হয়, খুব বড় বংশেরই লোক তাঁরা। সংসারে তিনটি প্রাণী। বুড়ো দারতাঁয়া নিজে, তাঁর স্ত্রী আর তরুণ-বয়সের

www.BanglaBook.org

এক ছেলে। গরীব হলেও এই বুড়ো ছিলেন খুব সাহসী বীরপুরুষ—দেহে-মনে সমান তেজ! ছেলেও তেমনি। এই বয়সেই এমন বেপরোয়া—ভয়-ডর জানে না! বাপ চান, ছেলে যাবে প্যারি শহরে। রাজার দরবারে নিজের শক্তি দেখিয়ে রাজার রক্ষীবাহিনীতে চাকরি নিয়ে কীর্তি রাখবে। আর ছেলেও তাইই চায়।

গ্রামখানি ছোট—যাকে বলে অজ পাড়াগাঁ। এ-গাঁয়ে রাজধানীর জাঁকজমকের চিহ্ন নেই! সাদাসিধে ভাবে জীবনযাপন করে সবাই! ভগবানকে ভক্তি করে, আর রাজার জন্য দরকার হলেই প্রাণ দেয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, ওরা যেভাবে পোশাক-আশাক পরে...যেভাবে কথাবার্তা কয়...আর যে-রকম গেঁয়ো তাদের চাল-চলন, রাজধানীর লোকেরা তাদের মনে করে—যেন একরকমের আজব জীব।

বাপ একদিন ছেলেকে বললেন—এখানে গাঁয়ে পড়ে থাকলে কোন কালে মানুষ হবে না! আমি বলি কি আর দেরি নয়...তুমি বাপু শহরে যাও, গিয়ে চেষ্টা-চরিত্র করে রাজার রক্ষীদলে ভর্তি হতে পারো যদি, দ্যাখো...

ছেলে বলে—আমিও তো তা-ই চাই। কিন্তু সেখানে ভর্তি হওয়া শুনেছি যার-তার কাজ নয়! সেজন্য চাই মুরুব্বির জোর।

বাপ বললেন—সেজন্যে ভাবনা নেই। রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি এখন আছেন ত্রেভিয়ে। তিনি আমার অনেক কালের বন্ধু। এই গাঁয়েরই লোক। নিজের শক্তিতে আজ তিনি রাজার মাস্কেটিয়ার দলের সেনাপতি হয়েছেন। তবে বড় পদ পেলেও তাঁর মনে সেজন্যে অহংকার নেই...আমাকে তেমনি বন্ধু বলেই মানেন। তাঁর কাছে চিঠি লিখে দেবো। সেই চিঠি নিয়ে তুমি প্যারি যাবে...গিয়ে তাঁর হাতে চিঠি দেবে। যেমন করে হোক, তোমার সব ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে হ্যাঁ, শহরে যেতে হবে তার জন্যে কিছু আয়োজন দরকার। মানে, বেশ শহুরে সভ্য-ভব্য সাজ-পোশাক। মাস্কেটিয়ারদের তো শুনেছি জাঁকজমকের অন্ত নেই। আমি গরীব মানুষ, অত কিছু করতে পারবো না। থাকবার মধ্যে আমার আছে ঐ ঘোড়া, তা সে-ঘোড়াও বুড়ো হয়েছে! তবু ভালো জাতের ঘোড়া। কথায় বলে, মরা-হাতির দাম লাখ টাকা! ওকে দিয়ে তোমার কাজ চলবে। আর তোমাকে সামান্য কিছু টাকা দেবো! তারপর পোশাক-আশাক...

বাপের কথা লুফে নিয়ে ছেলে বললে—পোশাক-আশাকের জন্য ভাবতে হবে না, বাবা! সে আমি ঠিক করে নিতে পারবো। আপনি তাহলে চটপট চিঠিখানা লিখে দিন। আমি আর একটি দিনও দেরি করবো না। আপনার চিঠি পেলে কালই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বো।

তখুনি সব ব্যবস্থা হলো। বাপ চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিতে ছেলের পরিচয় দিয়ে তার সব কিছুর ভার সেনাপতি ত্রেভিয়ের হাতেই সমর্পণ করলেন

ছেলে নিজের খেয়াল-খুশিমতো পোশাক তৈরি করলো। সেকালে বীর যোদ্ধাদের নাম ছিল নাইট। তাঁরা গায়ে পরতেন লোহার পাতের জামা, মাথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরতেন লোহার টুপি। সে পাঁড়াগায়ের ছেলে, ও সব পাবে কোথায়? খুঁজে পেতে পাওয়া গেল এক ভেড়ার লোমের লম্বা জামা আর এক ভেড়ার লোমের টুপি। তাই পরে কোমরে ঝুলিয়ে দিল ইয়া লম্বা একখানা তলোয়ার। এত বড় তলোয়ার যে, চলবার সময় সেটা মাটিতে ঠেকে ঠকঠক করতে থাকে! সেই পোশাক পরে পরের দিন বাপের সেই বুড়ো ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছেলে চললো প্যারি শহরে।

নিজের যেমন সাজ-পোশাক...তার সঙ্গে ঠিক তাল রেখেছে তার ঘোড়ার গায়ের হলদে রঙ। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার মিলে চেহারা যা একখানা হলো, সে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই ঘোড়ায় চড়ে ঠুক ঠুক করে ছেলে দারতাঁয়া এসে মিয়াঙ্ শহরে পৌঁছুলো। তখন সবে সকাল হয়েছে। এপ্রিল মাস। এই সাত সকালেই পথে লোকজনের বেশ ভিড়। একটা হলদে-রঙের বুড়ো ঘোড়ার পিঠে সঙের মতো সাজ-পোশাক পরা ছেলেটিকে শহরে ঢুকতে দেখে পথের লোক প্রথমে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মজা পেয়ে তারা হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করতে লাগলো।

সে কিন্তু সেদিকে একটুও মনোযোগ না দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে! ও এখন যেতে চায় কোন একটা হোটেলে। সকালবেলাতেই তার একবার খাওয়া অভ্যাস। খিদে-তেষ্টা পেয়েছে খুব জোর। আর শুধু নিজেই যে খাবে, তাও তো নয়; ঘোড়াটাকেও খাওয়াতে হবে। অনেক দূর চলে এসেছে বেচারী বুড়ো ঘোড়া, আরও অনেক অনেক দূর যেতে হবে তাকে। সেই রাজধানী প্যারি শহরে! যেখানে রাজা আছেন, মন্ত্রী আছেন আর আছেন তার মুরুব্বি সেনাপতি ত্রেভিয়ে। সকলের আগে সে যাবে তাঁর কাছে। অমন নামজাদা মানুষ—বাড়ি পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না। পথে যাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে-ই বলে দেবে কোথায় তাঁর বাড়ি!

কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছে লোকজনের এই হাসি-তামাশা। মনে মনে বিলক্ষণ রাগ হচ্ছে তার। তবে রাস্তার দু'শো লোকের সঙ্গে তো আর মারামারি করা চলে না। কোনমতে সবার হাসি-তামাশা হজম করে যতো সম্ভব তাড়াতাড়ি সে চললো হোটেলের সন্ধানে।

অবশেষে হোটেল একটা পাওয়া গেল। পথের উপরেই হোটেলটা। সামনেই একটা বড় গাছ। সেই গাছে ঘোড়া বেঁধে সে তাকালো হোটেলের দিকে। তাকাতেই দেখে হোটেলের একতলার একটা ঘরের জানালা খোলা, আর সেই খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক। তার দিকে চেয়ে তিনজনে খুব হাসছে, আর কি যেন সব আলোচনা করছে। ওদের কথাবার্তার কিছু কিছু কানেও এলো তার। এই ঘোড়া আর তার সাজ-পোশাক নিয়েই যত রঙ-তামাশা চলেছে ওদের!

www.BanglaBook.org

রাগে গা জ্বলে উঠলো। কিন্তু না, চুপচাপ সহ্য করাই ভালো। একে অজানা শহর তার ওপর ওদের সাজ-পোশাক দেখে মনে হলো, সামান্য লোক নয় ওরা। অনেক কষ্টে রাগ সামলে তাদের পানে তাকিয়ে রইলো দারতাঁয়া, দু'চোখে তার আগুনের ঝলক।

তিনজনের মধ্যে একজন মাথায় বেশ লম্বা। নাকটা তার এত-বড় যেন ঈগল-পাখির ঠোঁট। আর কালো গোঁফ-জোড়া··· হ্যাঁ, তা দেখবার জিনিস বটে!

তাকে নিয়ে তখনো ওদের হাসি-তামাশা চলছে! ঘোড়ার সম্বন্ধে লম্বা লোকটা কি যেন বললে—সে কথা শুনে আর দু'জন হেসে গড়িয়ে পড়লো! না, আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। এক হাত কোমরে, অন্য হাতে তলোয়ারের হাতল ধরে এগিয়ে এলো দারতাঁয়া সেই খোলা জানালার সামনে। কি বলবে তা আগে থেকে ঠিক করে নিলেও জানালার সামনে এসে সে আর কথা কইবার লোক পেলো না। ওরা তিনজন জানালার ধার থেকে তখন সরে গেছে।

ব্যাপার দেখে মনে মনে হাসলো সে! ভাবলে, তার মার-মূর্তি দেখেই ওরা হয়ত ভয় পেয়ে পালিয়েছে! কিন্তু না, তা তো নয়। ঐ তো ওরা! দেখা গেল লম্বা মানুষটি হঠাৎ হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে অপেক্ষা করছিল একটা ঘোড়া, বেরিয়ে এসেই সেই ঘোড়ায় চড়ে লোকটি রাশ ধরে টানলো।

আর দেরি নয়! তার দিকে চেয়ে দারতাঁয়া বলে উঠলো—বলি শুনছেন,—ও মশায়, ও ঘোড়ায়-চড়া মশায়! আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে নিয়ে বড্ড যে হাসি-মস্করা হচ্ছিলো! কিসের অত হাসি, শুনি?

এ-কথা শুনে লোকটি ফিরে তাকালো—আশ্চর্য হয়ে! এ-কথা ও কাকে বলছে? তাকেও যে এমন কথা কেউ বলতে পারে, তা সে কোনদিন ভাবতেই পারেনি। কিন্তু না, ছোকরা তার দিকেই চেয়ে আছে যে! তাহলে তাকেই বলছে।

তার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো...সে বললে—কাকে কি বলছো?

জবাব হলো—কেন, মশায়কে বলছি। মশায় তো হাসি-মস্করা খুব করছিলেন...তাই মশায়কে বলছি। কিসের জন্য অত হাসি, শুনি?

বলতে বলতে খাপ থেকে তলোয়ার বার করবার উদ্যোগ করলো সে।

ও-লোকটির অসহ্য বোধ হলো! ঘোড়া থেকে নেমে সে এলো সামনে, বললে—কি বলতে চাও?

—বলছি, আমার ঘোড়া নিয়ে এত রঙ্গ-তামাশা কেন?

—ও ঐ ঘোড়া! ওকে ঘোড়া বলে নাকি?

—ও যেন ঘোড়া নয়! কিন্তু আমি? ঘোড়ার সওয়ার—আমাকে দেখেও হাসি পায়? বলুন জবাব দিন!

সে লোকটি গম্ভীর হলো, বললে—আমি হাসি নিজের খুশিমতো...খেয়াল-মতো! সে হাসির কৈফিয়ত আমি কাউকে দিই না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কিন্তু দিতে হবে! আপনি আমাকে দেখে হেসেছেন—সে-হাসির কৈফিয়ত চাই আমি!

ভদ্রলোকের মনে হলো, ছোকরা নিশ্চয় পাগল! তাই ভেবে ওকে ছেড়ে যেমন সে ফিরে ঘোড়ায় চড়তে যাবে—ছেলেটি অমনি খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বলে উঠলো—যাচ্ছেন কোথায়? উঁহু! আমি কারো পিঠে তলোয়ার ঠেকাই না!

—বটে! ভদ্রলোক রাগে জ্বলে উঠলো!—কোথাকার গেঁয়ো মর্কট রে, আর কী আস্পর্ধা!

দারতাঁয়া তখনো তার দিকে চেয়ে আছে...তার দু'চোখ যেন জ্বলছে!

ভদ্রলোক বললে—তুমি দেখছি, ভয়ানক বীর! তা পথে পথে ঘুরছ কেন? রাজার কাছে যাও...তাঁর রক্ষীদলে তিনি তোমার মতো বীরপুরুষকে লুফে নেবেন!

এ-কথা শেষ হবামাত্র খোলা-তলোয়ার হাতে দারতাঁয়া পড়লো তার উপর ঝাঁপ দিয়ে! সে ভদ্রলোক দু-পা সরে মাথার উপর তলোয়ার তুলে কোন মতে নিজেকে বাঁচালো! বুঝলো, সাধারণ পাগল নয় এ ছোকরা! মাথায় খুন চেপেছে! একে শায়েস্তা করা দরকার। সেও লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালো। আর...হোটেলের ঘরে যে-দু'জনের সঙ্গে একটু আগে সে কথা কইছিল, তারাও চকিতে এসে তার সাথে যোগ দিয়ে তিনজনে একসঙ্গে খোলা-তলোয়ার হাতে ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দারতাঁয়া এর জন্য প্রস্তুত ছিল না! লড়াইয়ের নিয়মে তো এটা খুব অন্যায়। ভদ্রসমাজে কি এরকমটা হতে পারে? অবাক হয়ে গেল সে! সে একা...আর এরা তিনজন তার বিরুদ্ধে! কিন্তু এতেও সে দমলো না...একটু সরে গিয়ে ও-দু'জনের আক্রমণও রুখতে লাগলো।

আগের ভদ্রলোক বললো—না, ওকে মেরো না। তলোয়ার কেড়ে নিয়ে ওর ওই বুড়ো ঘোড়ার পিঠে তুলে ওকে শহর থেকে বার করে দাও!

দারতাঁয়া দু'দিকে সমানে তলোয়ার চালাচ্ছে! সে বললে—এখান থেকে আমি বেরুবো, কিন্তু তোমার মাথা না নিয়ে নয়!

এ-কথা বলেই সে যেমন প্রথম ভদ্রলোকটির দিকে ছুটে যাবে, এমনি সময়ে অন্য দু'জনের একজন পিছন থেকে তাকে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে এমন জোরে ঘা মারলো যে, সে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল!

ইতিমধ্যে লড়াই দেখতে চারদিক থেকে বহু লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। সকলে হৈ-হল্লা করছে!

এদিকে হোটেলের সামনে এই কাণ্ড ঘটেছে, তাই হোটেলওয়ালা নিজের লোক দিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে এলো। সে তখন বেহুঁশ! রান্নাঘরের একপাশে তাকে শুইয়ে হোটেলওয়ালা দেখতে লাগলো তার কোথায় কি চোট লেগেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই প্রথম ভদ্রলোকটি এসে হোটেলওয়ালার পাশে দাঁড়ালো। হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলো—জখম কি রকম হে?

সে-কথার জবাব না দিয়ে হোটেলওয়ালা বললে—আজ্ঞে, আপনার কোথায় চোট লাগলো, হুজুর?

ভদ্রলোক বললে—না, আমার কোন চোট-টোট লাগেনি। তবে এ ছোকরার খবর কি?

—আজ্ঞে না, বিশেষ কিছু নয়! বেহুঁশ হয়ে আছে। ভয় নেই, এখুনি জ্ঞান হবে।

ভিড়ের ভেতর থেকে ক'জন লোক এসে সেখানেও জমেছিল। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো—অজ্ঞান হবার আগে ও বলছিল, এই হাসি-মস্করার মজা টের পাইয়ে দেবে! মঁসিয়ে ত্রেভিয়ের নামে নাকি চিঠি আছে ওর কাছে—ও তাঁর লোক...ওর সঙ্গে চালাকি নয়।

এ-কথা শুনে ভদ্রলোকের কপাল কুঁচকে উঠলো। সে বললে—তাই নাকি! ত্রেভিয়ে? তার নামে চিঠি? ওর কাছে? ওর পকেট তল্লাশ করে দ্যাখো তো, সত্যিই এমন কোন চিঠি আছে কি-না!

তখন দারতাঁয়ার পকেট থেকে হোটেলওয়ালা বার করলো রাজার রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি মঁসিয়ে ত্রেভিয়ের নামে লেখা চিঠি।

দেখে হুজুর-ভদ্রলোক বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো, বললে—মনে হচ্ছে, তাহলে এ-ছোকরাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার উপর নজর রাখতে! আচ্ছা!

তারপর সে ভাবলো যাবার আগে চিঠিখানা হাত করতে হবে। হোটেলওয়ালাকে বললে—চিঠিখানা আমাকে দাও। ওতে কি লেখা আছে, দেখা দরকার। আর হ্যাঁ, আমার ঘোড়া কোথায়?

হোটেলওয়ালা বললে—আজ্ঞে হুজুরের ঘোড়া? হোটেলের এক বেয়ারা তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

—ও, আমি তাহলে আসি। কিন্তু...

কথা বলতে বলতে দু'জনে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। হোটেলওয়ালা সঙ্গে এলো তাকে খাতির করে এগিয়ে দেবার জন্য। ভিড়ের লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো—যে যার নিজের কাজে যাবার জন্য।

হোটেলওয়ালা খানিক পরে ফিরে এলো এসে দেখে, জ্ঞান হয়ে ছেলেটি উঠে বসেছে। হোটেলওয়ালা তাকে বললে—তুমি তো আচ্ছা মানুষ হে! আমার হোটেলের সামনে এই হাঙ্গামা! খুনোখুনি! আমার অত-বড় খদ্দের...রাজ্যের মাথা বললেই হয়—তাঁর গায়ে হাত তোলা! এখুনি পুলিশ এসে জুলুম করবে। তুমি যাও—না, আর একদণ্ডও এখানে নয়! পুলিশ আসবার আগেই সরে পড়ো বাপু!

দারতাঁয়া বললে—যাবো তো বটেই...এখানে থাকবার জন্যে আমি আসিনি! কিন্তু আমার জামা? জামা গেল কোথায়?

www.BanglaBook.org

সরাইওয়ালা বললে—জামা তুলে রাখা হয়েছে। সর্বাঙ্গে জখম—মাথায় বুকে হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখছো না? ব্যান্ডেজ বাঁধবার আগে জামা খুলে রাখা হয়েছে। এই নাও তোমার জামা! বলে হুক থেকে জামা নিয়ে সরাইওয়ালা সেটা ফিরিয়ে দিলে।

উঠে দাঁড়িয়ে দারতাঁয়া জামা গায়ে দিলে...দিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়েই চমকে উঠলো! চিঠিখানা নেই তো! ত্রেভিয়ের নামের চিঠি! ভ্রূকুঞ্চিত করে সে বলে উঠলো,—আমার চিঠি? আমার চিঠি? পকেটে চিঠি ছিল...কে চুরি করলে?

সরাইওয়ালা বললে—আমি নই মশায়। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি প্রথমে লেগেছিলেন, সে-চিঠি তিনি নিয়ে গেছেন, ওই যে তিনি ওখানে!...বলে খোলা জানালা দিয়ে পথের দিকে দেখালো।

দারতাঁয়া দেখলো, হোটেল থেকে একটু দূরে পথের উপরে মস্ত একখানা গাড়ি, আর গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে...তার সেই শত্রু! গাড়িতে কে যেন আছে তার সঙ্গে কথা কইছে!

এক লাফে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো সে। ছুটলো গাড়ির দিকে।

গাড়ি থেকে মুখ বার করে কথা কইছেন এক মহিলা। মহিলার বয়স বেশি নয়।

ছুটে যেতে যেতেই সে শুনতে পেলো ওদের কথা।

লোকটি বলছে—ডিউক-বাহাদুর তাহলে আমাকে—

গাড়ির মহিলা জবাব দিচ্ছেন—হ্যাঁ। তাঁর হুকুম, তুমি এখুনি ইংলন্ডে যাবে। গিয়ে যদি দ্যাখো, তিনি লন্ডন থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে তখনি আমাকে খবর দেবে।

—আর বাকি কাজ?

—ওই বাক্স...বাক্সের মধ্যে কাগজ পাবে—তাতে সব লেখা আছে। হ্যাঁ, ইংলন্ডে পৌঁছোবার আগে, খবর্দার, এ-বাক্স খুলবে না...তাঁর হুকুম!

—বুঝেছি। আপনি তাহলে এখন...

—আমি প্যারি যাচ্ছি।

হুজুর-ভদ্রলোক কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, দেওয়া হলো না। দারতাঁয়া তীরের বেগে একেবারে তার পিছনে এসে হাজির!

হুংকার করে সে বললে,—আমাকে মেরে, আমার চিঠি চুরি করে ভেগে যাবে, সে হচ্ছে না! ভদ্র-পোশাক পরে ভদ্র সেজেছো? ব্যাটা ছিঁচকে চোর! চিঠি চুরি?...দাও চিঠি!

হুজুর-ভদ্রলোক তো স্তম্ভিত! সে বললে—তোমার বে-আদবির...সীমা নেই দেখছি! একজন মহিলার সামনে—

ভুরু কুঁচকে ব্যঙ্গের সুরে দারতাঁয়া বললে—আরে, রেখে দাও তোমার মহিলা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার চিঠি দাও, বলছি! নাহলে...

কথাটা বলেই সে তলোয়ারের খাপে হাত দিলে।

ব্যাপার দেখে মহিলাটি বললেন—না, আমার দেরি করলে চলবে না, আমি আসি।

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, আপনি আসুন! আমিও আমার কাজে যাই।

মহিলার গাড়ি ছুটলো...আর লোকটিও তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

অবাক কাণ্ড! ওরা যে এমন করে চোখের নিমিষে পালিয়ে যাবে, এ একেবারে ভাবনার অতীত! আবার এদিকে চট-পট খাপ থেকে তলোয়ারখানা বার করতে গিয়ে দারতাঁয়া যা দেখতে পেলো তাতেও চক্ষুস্থির! তলোয়ারখানার ফলা মচকানো, ভাঙা হাতল—কোনমতে সেখানিকে খাপের ভিতর পুরে রাখা হয়েছে!

সেইখানেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা ভাবলো। তারপর কী আর করবে, শেষ পর্যন্ত বুড়ো ঘোড়াটি নগদ তিন ক্রাউন দামে বিক্রি করে পায়ে হেঁটে আস্তে আস্তে চললো প্যারির দিকে।

যখন সে প্যারিতে এসে পৌঁছুলো, তখন থলি খুলে দেখে তাতে পয়সা-কড়ি বেশি কিছু নেই। আসবার সময় বাপ তাকে দিয়েছিলেন পনেরো ক্রাউন...আর ঐ ঘোড়া-বেচার দাম তিন ক্রাউন -পথে খাওয়া দাওয়াতেও খরচ হয়ে গেছে অনেকটা, বাকি যা আছে তাই দিয়েই এখন চালাতে হবে দিনকতক। একটা বাসা খুঁজে নিতে হবে সকলের আগে। ঘরের জন্য আগাম কিছু ভাড়াও দিতে হবে।

যাহোক, ঘর যোগাড় হলো। ঘরে এসে প্রথমেই মনে হলো, হাতে সামান্য যে পুঁজি আছে তাই দিয়ে তলোয়ারখানা আগে মেরামত করানো চাই। যাই মনে হওয়া, তখনি এক কামারের দোকান খুঁজে বার করে সে তলোয়ারখানা ঠিক করে নিল। আর সেখানেই সন্ধান করে জানতে পারলো, সেনাপতি ত্রেভিয়ে এই দিকটাতেই থাকেন খুব কাছাকাছি।

সেদিনকার মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় ফিরলো দারতাঁয়া। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো সে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালে উঠেই সাজ-পোশাক পরে দারতাঁয়া বেরুলো সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

এই সেনাপতি ত্রেভিয়ের বাবা ছিলেন বর্তমান রাজা লুই-এর পিতা রাজা চতুর্থ হেনরির বিশ্বাসী অনুচর। রাজা লুই সে-কথা ভোলেননি এবং সেইজন্যই ত্রেভিয়েকে তিনি অনেকের চেয়ে বেশি খাতির করেন। লুই যখন যুবরাজ তখন থেকেই ত্রেভিয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তলোয়ার খেলায় তাঁর কসরত দেখে লুই বলতেন—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তলোয়ারে ত্রেভিয়ের জুড়ি নেই ফ্রান্সে। লুই নিজেও তলোয়ার খেলায় ওস্তাদ। এই থেকেই দু'জনের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে ওঠে। রাজা ত্রেভিয়েকে করলেন তাঁর নিজস্ব দেহরক্ষীদলের অধিনায়ক। ফ্রান্সের সর্বত্র ত্রেভিয়ের অবাধগতি। সব জায়গাতেই তাঁর সম্মান সকলের চাইতে বেশি।

দারতাঁয়া এসে যখন সেনাপতির বাড়ির সামনে দাঁড়ালো, তখন সেখানে রাজার দেহরক্ষী সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ হচ্ছে। সে কুচ-কাওয়াজ দেখবার জন্য কী ভিড়! কোনমতে ভীড় ঠেলে দারতাঁয়া এলো বাড়ির ফটকের সামনে...তারপর ফটক পার হয়ে সোজা উঠোনে। সেখানে সৈন্যরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, হাসি-তামাশা করছে। তাদের সবারই হাতে খোলা তলোয়ার, আর সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে চলেছে তাদের নকল-লড়াই! উঠোনের পর প্রকাণ্ড হল...সেই হলে সেনাপতি ত্রেভিয়ের দরবার ঘর। উঠোন থেকে অনেকখানি উঁচুতে এই হল ঘর। ধাপ কয়েক লম্বা সিঁড়ি বেয়ে সেই দরবার-হলে উঠতে হয়। সিঁড়ির নিচের ধাপে পনেরো-ষোলজন রক্ষীসেনা তলোয়ার নিয়ে খেলা করছে।—সিঁড়ির উপরে ক'জন দাঁড়িয়ে, আর নিচ থেকে ক'জন খেলোয়াড় খোলা তলোয়ার হাতে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। উপরের লোকরা তাদের উঠতে দেবে না—এরাও নাছোড়বান্দা, উঠবেই! তলোয়ারে-তলোয়ারে রোখারুখি-ঠোকাঠুকি! এই হচ্ছে তাদের খেলা।

দারতাঁয়া মশগুল হয়ে খেলা দেখছে। দেখলে, খেলার মধ্যেই দু'চারজন বেশ চোট খেলো—কারো কপাল কাটলো, কারো হাত, কারো পা কেটে রক্ত পড়ছে! তাতে মুষড়োনো নয়, দিব্যি হাসছে তারা। আশ্চর্য কপালত! সিঁড়ির সব-উপর ধাপে দাঁড়িয়ে এদের যে রুখছে তার গায়ে এতটুকু চোট লাগেনি—সে একা সকলকে রুখছে!

খেলা দেখে দারতাঁয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। দরবার-ঘরের সামনে আসতে একজন রক্ষী তাকে আটকালো...বললে—তুমি কে হে ছোকরা? কোথায় চলেছ?

সে বেশ বিনীতভাবে বললে, সে এসেছে অধিনায়ক মঁসিয়ে ত্রেভিয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

—তুমি মনে করলেই তো আর দেখা হতে পারে না। কে তুমি, কোথা থেকে এসেছো, কি দরকারে এসেছো, সব তাঁকে জানাতে হবে। শুনে তিনি যদি হুকুম দেন, তবে যেতে পাবে।

—বড্ড দরকার। তাঁকে যদি একটু খবর দাও...

অনেক ধরাধরিতে শেষে রক্ষী রাজী হলো। সে বললে—বেশ, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি। কিন্তু তুমি কে?

দারতাঁয়া তাকে নিজের পরিচয় দিলে, সেই সঙ্গে বাপের সঙ্গে অধিনায়কের বন্ধুত্বের কথাও বললো!

রক্ষী ভিতরে গেল খবর দিতে—ফিরে এসে বললে—যাও, দেখা হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দারতাঁয়া দরবার-ঘরে ঢুকলো—ঢুকে নতজানু হয়ে অভিবাদন করলো।

অধিনায়কের মেজাজ তেমন ভালো ছিল না। তিনি অভিবাদন জানিয়ে বললেন—একটু অপেক্ষা করো।—আমার কাজ আছে—সে কাজ সেরে নিই।

এ-কথা বলে তিনি হাঁকলেন—আথস্, পোর্থস্, আরামিস্।

সঙ্গে-সঙ্গে দু'জন মাস্কেটিয়ার এসে অভিবাদন করে তাঁর সামনে দাঁড়ালো।

দারতাঁয়া চিনলো—সে এদের দেখেছে দরজার বাইরে—সিঁড়িতে।

প্রশ্ন হলো—তোমাদের দু'জনকে দেখছি কিন্তু আথস্? তাকে দেখছি না যে! সে কোথায়? আচ্ছা যাক, আমি বলতে চাই রাজা-বাহাদুর কাল আমাকে কি বলেছেন জানো?

তারা জবাব দিলে—না হুজুর!

—তিনি বলেছেন, এবার থেকে রক্ষীদলে লোক নিতে হলে মন্ত্রীমশাই-এর দল থেকেই নেবেন!

এ কথা শুনে তাদের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

দারতাঁয়া ভাবলো, এ-সব ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে—সে বাইরের মানুষ—এখানে থাকা তার অনুচিত। অথচ তখন সে চলেও যেতে পারে না। সে বেশ চঞ্চল হলো।

ত্রেভিয়ের এদিকে গ্রাহ্য নেই যে একজন বাইরের লোক এখানে আছে। তিনি বললেন—রাজা-বাহাদুর অন্যায় কিছু বলেননি। আমার মাস্কেটিয়ারদের কাণ্ড দেখে আমারই এমন লজ্জা হয় যে, মাথা তুলতে পারি না। সেদিন রাজা-বাহাদুর আর আমি, দু'জনে বসে পাশা খেলছি...মন্ত্রীমশায় এসে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন—তোমার লোকদের একটু বলে দিয়ো হে,—সেদিন এক হোটেলে তাদের ক'জন এমন হল্লা করেছিল যে আমার রক্ষীরা বাধ্য হয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। কথাটা তিনি বললেন শুধু রাজা-বাহাদুরকে শোনাবার জন্য। তাছাড়া আমি অন্যত্র শুনেছি, আথস্, পোর্থস্ আর আরামিস্ তোমরা তিনজনে সে-দলে ছিলে। কিন্তু তোমাদের দু'জনকে দেখছি, আথস্‌কে দেখছি না। এর মানে? আথস্ কোথায়, শুনি?

আরামিস্ কোনোমতে বললে—আজ্ঞে, সে অসুস্থ।

ত্রেভিয়ে সগর্জনে বললেন—অসুস্থ? কি অসুখ তার হলো হঠাৎ?

আরামিস্ এ কথার জবাব দিতে পারলো না।

একটু পরে পোর্থস্ থেমে থেমে বললে—আজ্ঞে, শুনেছি, তার বসন্ত হয়েছে! গুটিতে মুখ ভরে গেছে।

রাগে ফেটে পড়লেন সেনাপতি, বললেন—বসন্ত! হুঁ—মিথ্যা কথা! তলোয়ারের চোট খেয়ে পড়ে আছে, আর আমাকে বলা হচ্ছে—বসন্ত! শোনো আমার কথা, আমার সাফ কথা—পথে-ঘাটে তোমাদের এমন মারামারি কাটাকাটি হল্লা, আর তার জন্যে গ্রেপ্তার বা মন্ত্রীমশায়ের বাক্যবাণ আমি আর বরদাস্ত করবো না!

www.BanglaBook.org

মন্ত্রীমশায়ের রক্ষীদের সম্বন্ধে এমন কথা কারো মুখে শুনি না তো! যত নালিশ তোমাদের নামে! তোমরা দিন দিন ভয়ানক অভদ্র ইতর হয়ে উঠছো—নাহলে এমন হবে কেন? তারা ভদ্র, তারা নম্র—তারা জানে সৈনিকদের দায়িত্ব কতখানি! সুনাম রক্ষা করা সৈনিকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। ছি ছি ছি! লজ্জায় আমার মাথা মাটিতে নুয়ে পড়ছে! মারামারি করে আবার ধরা পড়বার ভয়ে পালানো! এত যদি ভয়, তাহলে ঝগড়া করো কেন? মন্ত্রীমশায়ের দল হলে তারা পালাতো না—ঐখানে লড়াই করে জান দিত, পালাবার লজ্জা আর কলঙ্ক মাথায় নিত না!

রক্ষী দু'জন যেন কাঠের পুতুল! কারো মুখে আর কথা নেই।

অস্থিরভাবে ত্রেভিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর বললেন—মন্ত্রীমশায়ের রক্ষী আসে রাজা-বাহাদুরের রক্ষীদের গ্রেপ্তার করতে! কী লজ্জা! নাঃ, তোমাদের মতো সৈনিক যে-দলে, সে-দলের সেনাপতিত্ব করা চলবে না দেখছি! রাজা-বাহাদুরকে বলে আমি এ-কাজে ইস্তফা দেবো—দিয়ে মন্ত্রীমশায়ের পায়ে ধরে নিবেদন করবো, তাঁর রক্ষীদলে তিনি যেন আমাকে একটা লেফ্‌টেনান্ট হিসাবে নেন—আমি তাহলেই কৃতার্থ হবো! তিনি যদি না নেন—রাজা-বাহাদুরের পায়ে আমার তলোয়ার রেখে আমি মঠে যাবো—সাধু-সন্ন্যাসী হবো!

দারতাঁয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা শুনছে...সে যেন পাথর বনে গেছে! খানিকক্ষণ সবাই নীরব।

একটু পরে পোর্থসের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল। গলা দিয়ে তার শব্দ বেরুচ্ছে না, কোনমতে সে বললে—আজ্ঞে, আপনার কথা সবই সত্য! কিন্তু তারা সামনা-সামনি এসে আমাদের গ্রেফতার করেনি! চোরের মতো পিছন থেকে এসে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে! আমরা তলোয়ারে হাত দেবার সময়ও পাইনি। সেই অবস্থাতেই আথস্‌কে ওরা ভয়ানক জখম করে—সাংঘাতিক জখম! কিন্তু সেই জখম অবস্থাতেও সে দু-দু'বার তলোয়ার নিয়ে ফুঁসে উঠেছিল, অবশ্য আগেই চোট খেয়ে ভয়ানক কাবু হয়ে পড়েছিল, তাই কিছু করতে পারেনি!

আর আমাদের পালানো? মানে, ওরা যখন আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের হঠিয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি আথস্‌কে তুলে নিয়ে পালিয়েছিলাম। প্রাণের ভয়ে পালাইনি। আথস্‌ অমন সাংঘাতিক চোট খেয়ে পড়ে আছে—যদি মারা যায়—তাই তাকে রক্ষা করবার জন্যই আমরা তাকে নিয়ে পালাই!

সঙ্গে সঙ্গে আরামিস্‌ বললে—জানি না, আপনি শুনেছেন কিনা, সেই অবস্থাতেই ওদের একজনকে কেটে আমি দু'টুকরো করেছি! আমার তলোয়ারে নয়—তারই তলোয়ার কেড়ে নিয়ে সেই তলোয়ারের ঘায়ে!

এতক্ষণে ত্রেভিয়ের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হলো। তিনি বললেন—না, এ-কথা আমি শুনিনি! বুঝেছি, মন্ত্রীমশায় এসব কথা চেপে গেছেন! ইচ্ছা করেই চেপে গেছেন রাজা-বাহাদুরের কাছে আমাদের খাটো করবার জন্য। হুঁ!

www.BanglaBook.org

সেনাপতির এ-কথায় আরামিস্ একটু ভরসা পেলো। সে বললে—আমাদের নিবেদন, আথস্ ওদের হাতে জখম হয়েছে, এ-কথা যেন রাজা-বাহাদুরের কানে না ওঠে! তাহলে আথস্ বেচারা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না! তার জখম সহজ নয়—ঘাড় থেকে সোজা একেবারে বুক পর্যন্ত।...

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজার পর্দা সরিয়ে তলোয়ারের উপর দেহের ভর দিয়ে আথস্ এসে ঢুকলো ঘরে। আঘাতের ফলে এত রক্ত তার দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে যে তার মুখ এখন কাগজের মতো সাদা!

তাকে দেখে আরামিস্ আর পোর্থস্ চমকে উঠে সবিস্ময়ে বলে উঠলো—একি আথস্! তুমি...

ত্রেভিয়ে চেয়ে দেখলেন—দেখে তিনি অবাক!

তাঁকে অভিবাদন করে আথস্ বললে—আপনি ডেকেছেন হুজুর, আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে, সেজন্যে ক্ষমা করবেন। বলুন, কি আদেশ?

ত্রেভিয়ে বললেন—এইমাত্র আমি তোমার বন্ধুদের বলছিলাম, রাজার মাস্কেটিয়ার...তাদের মানসম্ভ্রম কতখানি!...তোমরা হলে বীরত্বে সাহসে ফরাসী-জাতের গৌরব! তোমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে—কেউ যেন কোনো ছলে তোমাদের দুর্নাম না করতে পারে! তা...

কথাটা শেষ না করেই তিনি আথসের হাত ধরে আবেগের সঙ্গে একটু ঝাঁকুনি দিলেন।

সেই ঝাঁকুনিতে এত যাতনা হলো আথসের যে বহু চেষ্টা করেও সে নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না; একটা চাপা আর্তনাদ বেরুলো তার মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া-দেওয়া শিরার মুখ আলগা হয়ে আবার রক্ত ঝরতে লাগলো।

দেখে ত্রেভিয়ে ব্যাকুল হলেন—তখনি চিৎকার করে উঠলেন—ডাক্তার, ডাক্তার—এখুনি তোমরা ডাক্তার ডেকে আনো।—পোর্থস্! আরামিস্...।

সে-চিৎকার শুনে বাইরে থেকে কয়েকজন লোক পর্দা সরিয়ে ভিতরে এলো। আথস্ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো, রক্ষী দু'জন তাকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেনাপতির আদেশে জনকয়েক লোক ছুটল ডাক্তারকে ডেকে আনবার জন্য।

ডাক্তার বাইরেই ছিলেন—এলেন। আথসকে দেখলেন। দেখে সেনাপতিকে জানিয়ে দিলেন,—ভয় নেই। এর জ্ঞান হয়েছে। তবে মাসখানেক সময় লাগবে ঘা শুকোতে—আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছি।

ডাক্তার চলে গেলেন।

ছুটি পেয়ে রক্ষীরাও চলে গেল।

ঘরে শুধু সেনাপতি ত্রেভিয়ে আর দারতাঁয়া। দারতাঁয়ার মনের যে-অবস্থা—কি করবে ভেবে পাচ্ছে না!

তাকে দেখে সেনাপতি বললেন—তুমি?

www.BanglaBook.org

দারতাঁয়া নিজের পরিচয় দিল। বললে, সে এসেছে তাঁর কাছে—নিজের ভাগ্য গড়ে তুলবার জন্য।

—ও! মঁসিয়ে দারতাঁয়ার ছেলে তুমি? তোমার বাবার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কি আজকের হে? সেই ছেলেবেলা থেকে! দু'জনে একসঙ্গে কত খেলাধুলো, ঘোরাফেরা। এমন বন্ধু জীবনে আর পেলাম না! তুমি যখন তার ছেলে, তখন আমারো ছেলের মতো! তা বলো তুমি কি চাও? তোমার জন্য আমাকে কি করতে হবে?

—আজ্ঞে, আমি এসেছিলাম রক্ষীদলে যোগ দিয়ে মাস্কেটিয়ার হবো, এই আশা নিয়ে। কিন্তু এখন যা শুনলাম, আর চোখে যা দেখলাম, তাতে মনে হয় আমার সে আশা—বামন হয়ে চাঁদে লোভের মতো।

হাসলেন সেনাপতি। ছেলেটির কথা শুনে বললেন—হুঁ, মাস্কেটিয়ার হওয়া সাধনার ব্যাপার, সত্য! এত-বড় সম্মান ফ্রান্সে আর কারো নেই আজ। যে-সে ইচ্ছে করলেই এ দলে ঢুকতে পারে না। বীরের কাজ—বীরত্ব দেখানো চাই। সে-কাজ আবার রাজা-বাহাদুরের যদি মনে লাগে তবেই শুধু এ-দলে ঢোকা সম্ভব! অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছে, এমন লোক, আর না হলে দু বছর কোন ফৌজে কাজ করে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছে, এমন লোক—তারই ভাগ্যে এ সম্মান সম্ভব।

এ-কথার জবাবে দারতাঁয়া কিছু বললো না।...আর বলবেই বা কি?

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সেনাপতি বললেন—তুমি আশা করে এসেছো—তার উপর আমার বন্ধুর ছেলে, তোমাকে ফেরাবো না। তবে তোমার যখন ইচ্ছে রক্ষীবাহিনীতে ঢুকবে—বেশ, সেজন্য তোমার শিক্ষার ভালো ব্যবস্থাই আমি করে দেবো। কিন্তু সে-শিক্ষায় সময় লাগবে—তাতে বেশ পয়সা-খরচও আছে। ফ্রান্সের বড় বড় ঘরের ছেলেদের পয়সার অভাব নেই, খরচপত্র তারা খুব করতে পারে, তবু তারা এ-শিক্ষার সুযোগ পায় না।

এ-শিক্ষা নিতে হবে রয়েল অ্যাকাডেমিতে। রাজা-বাহাদুরের এই বিদ্যালয় আছে সৈনিক তৈরি করবার জন্য সেইখানে! সেখানে আবার মঁসিয়ে ছাড়া ঢোকা যায় না! আমি তোমাকে অবশ্য সেখানে ভর্তি করে দেবো আর খরচপত্রও আমিই দেবো! সেখানে তোমায় তলোয়ার চালানো শিখতে হবে, ঘোড়ায়-চড়া শিখতে হবে। সেই সঙ্গে আদব-কায়দা, রকম-রকম কলা-কৌশল সবই শিখতে হবে—তবেই সে সুযোগ মিলবে।

দারতাঁয়া তেমন খুশি হলো না। কারণ এ শুধু সুযোগ দেওয়ার কথা! এমন কথা তো বললেন না যে, এ-দলে তাকে ঢুকিয়ে নেবেনই! সে বললে—আমার বিপদ হয়েছে কি জানেন—আমার বাবা আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন, আমার পকেট থেকে সে-চিঠি চুরি গেছে। সে-চিঠি পড়লে আপনি বোধহয় আমাকে আরও কিছু—

কথা শেষ হলো না। সেনাপতি প্রশ্ন করলেন—চিঠি চুরি গেছে? কোথায়?

www.BanglaBook.org

কেমন করে?

দারতাঁয়া তখন তাঁকে সব বৃত্তান্ত খুলে বললো।

শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তাদের কাছে আমার নাম বলেছিলে?

—আজ্ঞে, বলেছিলাম বৈকি। এখন বুঝেছি—বলা অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা—আপনার নাম করা ছাড়া উপায় ছিল না। এখানে আমি কাকেও জানি না, চিনি না! কেউ আমার সহায় নেই, কেবল আপনার নামটুকু আমার একমাত্র সম্বল।

শুনে সেনাপতি কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—সে লোকটার চেহারা কেমন? সাজ-পোশাকই বা কেমন?

—আজ্ঞে, লোকটার সুন্দর চেহারা, লম্বা-চওড়া জোয়ান মানুষ। দেখলে ঠিক চিনতে পারবো। শুনলাম, সে-হোটেলে সে খুব বড় খদ্দের—ভারী মানী লোক।

—হুঁ! গায়ের রং সাদা-পানা...আর মাথার চুল কটা?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। হোটেল থেকে বেরিয়ে পথে একজন অল্প-বয়সী মহিলার সঙ্গে কথা কইছিলেন। মহিলা ছিলেন একটা বড় গাড়িতে বসে। তাঁর হাতে মহিলা একটা বাক্স দিলেন—বললেন, চ্যানেল পার হবার আগে যেন সে-বাক্স খোলা না হয়। বাক্সর মধ্যে কি-নাকি কাগজ আছে। মহিলা তাঁকে চটপট লন্ডনে যেতে বললেন। এ-কথাগুলো আমি কানে শুনেছি স্পষ্ট।

সেনাপতির ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। তিনি বললেন—মহিলা! কে হতে পারে?

—তা বলতে পারিনে। তবে এ-লোকটি তাঁকে 'মিলেডি মিলেডি' বলে বেশ খাতির করে কথা বলছিল।

সেনাপতি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন—হুঁ, তাহলে কোন সন্দেহ নেই—এ নিশ্চয়ই সে! আমি ভেবেছিলাম ব্রুশেল্‌সে আছে—কিন্তু তা তো নয়! বটে!

—আপনি তাহলে তাকে চেনেন? কে সে, দয়া করে যদি আমাকে বলেন! সে আমাকে অপমান করেছে, আমার চিঠি চুরি করেছে—আমি তাকে দেখে নিতে চাই!

দু-চোখ বড় বড় করে সেনাপতি বললেন—চুপ চুপ, এমন কথা খবর্দার, আর কারো কাছে মুখে এনো না! তাঁকে যদি দ্যাখো, খবর্দার তাঁর সামনে যাবে না—তখনি দূরে সরে যাবে! তাঁর উপর শোধ নেবার কথা মনের কোণেও এনো না!

—না, স্যার—আমাকে মাফ করবেন! আমি ভয়-ডর জানি না! আমি শুধু জানি যে আমাকে অপমান করবে তাকে ছেড়ে দেবো না! শোধ নিতে গিয়ে যদি মরি, তাতেও রাজী।

দারতাঁয়ার মুখে এ-কথা শুনে সেনাপতি ত্রেভিয়ের মনে খটকা লাগলো। তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবলেন, এ-ছোকরা মন্ত্রীমশায়ের চর নয় তো? গল্প বানিয়ে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে আসেনি তো? চিঠি চুরি—ওরে ধাপ্পা! এ গল্প শুনে আমি মন্ত্রীমশায়ের সম্বন্ধে দুটো কড়া মন্তব্য করবো, তাই ভেবেছে!

এ-কথা মনে হতেই তিনি বললেন—শোনো বাপু; তুমি হয়তো লোকের মুখে শুনেছো, রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে মন্ত্রীমশায়ের মাঝে মাঝে খুব বিরোধ হয়। দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি বাধে, দু'জনে দু'জনের দুশমন—আর তাই যা-তা বলে আমাকে তাতিয়ে তুলতে চাও! কিন্তু এ তোমার ভুল। রাজা আর মন্ত্রী—দু'জনের খুব ভাব। খিটিমিটি যা বাধে, তা কাজের দরুন, ভিন্ন মতের দরুন। আর সে-খিটিমিটি তো বাইরের ব্যাপার! দু'জনের মনে কোন গোল নেই! দু'জনকে দু'জনে ভারী ভালোবাসেন—শ্রদ্ধা করেন। আমি রাজা-বাহাদুরের রক্ষীদলে থাকলেও মন্ত্রীমশায় আমারও মনিব। রাজাকে যেমনি মানি, তাঁকেও তেমনি মানি। মন্ত্রীমশায় হলেন ফরাসীদেশের মাথা।—তা হ্যাঁ, তুমি হচ্ছো গিয়ে আমার বন্ধুর ছেলে, অবিশ্যি এখনি তোমার জন্যে কিছু করতে পারছি না! তবে প্যারিতে কিছুকাল থাকো—সুযোগ পেলেই তোমার কিছু করে দেবো। আর যখনই খুশি, আমার এখানে আসবে...আমার সঙ্গে দেখা করবে, বুঝলে! তুমি আমার ছেলের মতন!

দারতাঁয়া বললে—কিন্তু আমি বড় আশা করেই এসেছিলাম, স্যার। কত কালের জন্যে যে এখন অপেক্ষা করে থাকতে হবে, কে জানে! তাছাড়া মন্ত্রীমশায়ের কথা-টথা—ও-সব আমি জানি না, বুঝিও না। এখানে আসবার সময় বাবা আমাকে বলে দিয়েছেন—মাত্র তিনজনের সামনে আমি যেন মাথা নোয়াই! সর্বপ্রথম রাজা-বাহাদুর, তারপর আপনি, তারপর মন্ত্রীমশায়!

একথা শুনে সেনাপতির মনের খট্‌কা অনেকটা দূর হলো। তিনি ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—হুঁ, ভালো কথা। আচ্ছা, আমি দেখছি তোমার জন্যে কি করতে পারি।

—তাহলে আমি এখন আসি। আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করলাম, নিজেরো কিছু হলো না! আমার বরাত!...কথা শেষ করে দারতাঁয়া বড় একটা নিশ্বাস ফেললো।

সেনাপতি বললেন—যাবে? কিন্তু আমি তোমাকে যে চিঠি দেবো বলেছিলাম, রয়েল অ্যাকাডেমির নামে!

—তাই দিন, স্যার—তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো।

সেনাপতি আর কথা বললেন না। ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে একখানা চিঠি লিখলেন, তারপর সে-চিঠি লেফাফায় বন্ধ করে সীলমোহর দিতে লাগলেন।

দারতাঁয়া এতক্ষণ খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়েছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—ঐ—ঐ যে সে-শয়তান! পেয়েছি—পেয়েছি তাকে...

বলেই ছুটে বেরিয়ে যাবে, সেনাপতি বললেন—কে? কাকে পেয়েছো? আরে

www.BanglaBook.org

শোনো শোনো।....

—সেই চোর, যে আমার চিঠি চুরি করেছিল আমাকে অপমান করেছিল! ওকে ধরতে হবে!—বলতে বলতে ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেনাপতি ত্রেভিয়ে—হতবুদ্ধি নির্বাক!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘর থেকে ছুটেই বেরিয়েছিল বটে দারতাঁয়া, কিন্তু নিচের রাস্তায় গিয়ে সে আর লোকটার দেখা পেলে না। এদিক-ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করবার পরও লোকটির কোনও খোঁজ-খবর পেলো না সে। তখন আর কি করবে, মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় খানিক লক্ষ্যহীন অবস্থায় ঘুরে একসময় ফিরে এলো তার নিজের বাসায়!

বাসায় ফিরে এসে এতক্ষণে তার খেয়াল হলো,—আরে তাইতো, সেনাপতি যেন তার জন্যে কী একটা চিঠি দিচ্ছিলেন! আর ইতিমধ্যে সেই শয়তানটাকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

নাঃ, এটা খুবই অভদ্রতা হয়েছে। সেনাপতি তার এ-ব্যবহারে কি ভাবছেন কে জানে! এখন তাঁর কাছে গিয়ে আবার কী করে দাঁড়ানো যায়! সেটা যে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হবে!

এমনি ধারা নানা রকম ভাবনা-চিন্তা করে মনস্থির করতে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। কিন্তু এদিকে আর চলে না। পকেটে তো ছুঁচোয় ডন মারছে। সারাদিন কোন কাজ নেই—অবিশ্যি তার চেষ্টাও নেই। তবে একটি কাজ তার ঠিক আছে, তা হল রোজ একবার করে মাস্কেটিয়ারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কুচকাওয়াজ দেখা।

সেদিন দারতাঁয়া মনে মনে স্থির করেছে—আজকে সে যাবেই একবার সেনাপতির সাথে দেখা করতে। করুন না রাগ—তিনি তো বাবার বন্ধুই বটে।

মনে মনে একথা ঠিক করে সে গিয়ে উপস্থিত হলো সোজা সেনাপতির বাড়িতে। বাড়ির সামনে তখন লোকজন কেউ নেই। সে গিয়ে দাঁড়ালো আঙিনার মাঝখানে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে যেতেই দেখে সেদিনের সেই সেপাইটার সঙ্গে। সেপাই জিজ্ঞেস করল—কী হে আজ আবার এসেছো!

—হ্যাঁ, স্যার! সেনাপতির সাথে আজ আবার একবার দেখা হবে কি?

—আচ্ছা, দাঁড়াও। দেখছি আমি তোমার ব্যাপারটা, তুমি একটু দাঁড়াও এখানে। এই বলে লোকটি চলে গেল।

দারতাঁয়া ঘরের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে রাস্তা, অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। হঠাৎ চোখে পড়লো সে-ই লোকটি না? তাইতো বটে! ওঃ তাহলে তুমি এই কাছাকাছিই থাকো? আর তোমার জন্যেই আমার আজ এ অবস্থা—দাঁড়াও

www.BanglaBook.org

শয়তান, আজ তোমার একদিন কি আমারই একদিন।

সে ভুলে গেল—কোথায় কি জন্য এখন সে এসেছে। তার কাজ, সেনাপতি ত্রেভিয়ের চিঠি,—সব ভুলে সে আবার প্রতিহিংসায় ক্ষেপে উঠলো। আবার সে ছুটে বেরিয়ে পড়লো, সেই লোকটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে। শায়েস্তা ওকে সে করবেই।

পাগলের মতো ছুটছে দারতাঁয়া। সামনে অতগুলো সিঁড়ি—লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। তার আগে একজন রক্ষী সৈন্য নামছিল, সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। লাগলো তার সঙ্গে ধাক্কা। টাল সামলাতে না পেরে সৈনিকটি পড়ে গেল সিঁড়িতে। এবারে হুঁশ হলো দারতাঁয়ার। চকিতের জন্য ফিরে তার উদ্দেশ্যে সে বললে—মাফ করো ভাই, দেখতে পাইনি! আমার ভয়ানক তাড়া...

বলেই আবার লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। নেমে যেমন উঠোনে এসেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন শক্ত করে তার একখানা হাত চেপে ধরলো। চমকে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখে, সেই আথস্!

সগর্জনে আথস্ বললে—কি ভেবেছো হে তুমি? সাপের পাঁচ পা দেখেছো? দুনিয়াকে গ্রাহ্য করো না! ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে যে বড়!

—এই যে, এখন বেশ ভালো আছেন তো? তা আজ্ঞে, দেখতে পাইনি মশায়। একজনকে আমি ধরতে যাচ্ছি! ভয়ানক তাড়া...

—বটে! তাড়া বলে মানুষকে মানুষ বলে মানবে না? এর কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

—দেবো মশায় কৈফিয়ত, তার আগে ও লোকটাকে গিয়ে ধরি—এইটুকু দয়া করুন। নাঃ, আচ্ছা বলুন কোথায়, কখন আপনার সঙ্গে দেখা করবো এ কৈফিয়তের জন্যে?

—কৈফিয়ত মানে ডুয়েল—দ্বন্দ্বযুদ্ধ—আমার সঙ্গে লড়াই দিতে হবে।

—দেবো। বলুন—কখন কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে হবে?

আথস্ বললে—সন্ন্যাসীদের মঠ আছে, মাঠের পর—সেই মঠের সামনে। বেলা ঠিক বারোটায়।

—বেশ, আসবো বেলা বারোটায়—আপনার ঐ মঠের সামনে।

—হ্যাঁ, দেরি না হয় যেন।

—না। আধ-ঘণ্টা আগে বরং আসবো, তবু এক মিনিট পরে নয়।

আথস্ তাকে ছেড়ে দিলে। লাফাতে লাফাতে দারতাঁয়া এলো ফটকের সামনে। ফটকে পোর্থস দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। এমনভাবে দু'জনে দাঁড়িয়েছে যে দু'জনের মাঝখানে সামান্যই ফাঁক, অথচ সে-ফাঁক ছাড়া বেরুবারও উপায় নেই! দারতাঁয়া সেই ফাঁক দিয়ে বেরুবে—তার তলোয়ারের খাপের খোঁচা লাগলো পোর্থসের পোশাকে। লাগতেই পোশাকের খানিক গেল ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে। রাগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোর্থস্ জ্বলে উঠলো। দারতাঁয়ার হাত টেনে ধরে সে বললে—কি ব্যাপার! আমার পোশাক ছিঁড়ে দিলে যে বড়! বাঁদর...না, উল্লুক?

—আজ্ঞে, বাঁদর-উল্লুক হবো কেন? মানুষই তো! দেখতে পাচ্ছেন না? চোখ নেই?

—মানুষ যদি তো কানা নাকি? তুমিও তো দেখতে পাও না?

—আজ্ঞে, কানা নই মশায়। এই দেখুন আমার কপালের নিচে দু-দুটো চোখ! দেখতেও পাই। তবে তাড়াতাড়ি কি না—তাছাড়া যেভাবে আপনারা দাঁড়িয়েছেন...

পোর্থস্ বললে—ও চালাকি চলবে না। এর কৈফিয়ত চাই!

—কৈফিয়ত মানে তো লড়াই? বেশ, আমি রাজী! বলুন, কখন—কোন্‌খানে?

পোর্থস্ বললে—বেলা ঠিক একটায়। রাজা-বাহাদুরের বাগানের বাইরে যে বটগাছ আছে, সেই বটগাছের সামনে।

—বেশ। পাবেন আমাকে সে বটগাছের সামনে বেলা একটায়।

—হ্যাঁ, দেরি করো না।

—না না না, এক-মিনিট দেরি হবে না। কাঁটায় কাঁটায় একটায় আমাকে পাবেন সেখানে।

ছাড়া পেয়ে সে আবার ছুটলো—সিধা—সোজা পথ। পথের ধারে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। বড়-বড় সব বাড়ি! দুশমনটাকে কিন্তু কোথাও দেখতে পেলো না। পথে লোক চলেছে—অনেক রকমের লোক। কিন্তু সে? সে-লোকটা নেই! কোন বাড়িতে ঢুকেছে কী? বোধহয় তাই! তাহলে বেরুবে তো! তখন তাকে...হ্যাঁ!

দারতাঁয়া সেইখানে পায়চারি করতে লাগলো...নজর সব বাড়ির সদরে...কখন সে-লোক পথে বেরুবে!

পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ দেখে, আরামিস্ একটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন রক্ষী-সৈনিকের সঙ্গে কথা কইছে।

দু'জনেই দু'জনকে দেখতে পেলো। তাকে দেখে আরামিস্ চিনতে পারলো—এই ছোকরাই ছিল সেদিন সেনাপতির ঘরে।

দারতাঁয়া ভাবছে, আরামিস্ তো রক্ষীবাহিনীর একজন—তার সঙ্গে কোন ছলে যদি আলাপ করা যায়! কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

এমন সময় রক্ষী-সৈনিকরা এসে ঢুকলো একটা হোটেলে—আরামিস্ চললো পথে।

আরামিস্ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে পড়ে আছে একখানা রুমাল। দারতাঁয়া ভাবলো—এটা নিশ্চয়ই আরামিসেরই রুমাল।

এই তো আলাপ জমাবার সুযোগ! রুমালখানা কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটলো আরামিসের কাছে, বললে—আপনার রুমাল পড়ে গিয়েছিল স্যার, এই নিন।

আরামিস্ তো মহা রেগে তার পানে তাকালো। বললে—পড়ে যায়নি হে, আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলে দিয়েছি। আর তুমি এমন বেয়াদব, তাই কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে এসেছো।

দারতাঁয়া অবাক! ভাল বুঝে সে ফেরত দিতে গেল রুমালখানা, কোথায় ধন্যবাদ দেবে, নয় তো যতো সব!

সবিস্ময় সে বললে—আজ্ঞে, বিরক্ত?

—হ্যাঁ...হ্যাঁ, বিরক্ত। চালাকির আর জায়গা পাওনি—আমার সঙ্গে মস্করা? এর কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

দারতাঁয়া বললে—কৈফিয়ত মানে তো লড়াই! বেশ, আমি রাজী! বলুন কোথায়, কখন?

আরামিস্ বললে—আমাদের সেনাপতি ত্রেভিয়ে সাহেবের বাড়ির দেউড়ির সামনে...বেলা ঠিক দুটোয়।

—বেশ। আমাকে সেখানে বেলা দুটোয় পাবেন।

—হ্যাঁ, দেরি করো না।

—আজ্ঞে, না। দেরি করবো কেন?

আরামিস্ চলে গেল।

দারতাঁয়া আবার শুরু করলো পথের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি—দুশমনের সন্ধানে।

শেষ পর্যন্ত লোকটাকে কিন্তু পাওয়া গেল না! ওদিকে বারোটা বাজতেও আর দেরি নেই...বারোটায় সন্ন্যাসীদের মঠের সামনে হাজির হতে হবে!

কিন্তু সদ্য শহরে এসেছে সে, এখানকার পথ-ঘাট জানে না। কোথায় মঠ? কোথায় সে-মঠের পথ? সন্ন্যাসীদের মঠ? কিছুই জানে না! তবু যেতে হবে!

পথের লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে সে এলো মঠের সামনে। এসে দেখে, আথস্ এসে গেছে...সে পায়চারি করছে।

মঠের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।

সে তো এলো...কিন্তু এখন বিপদ! ডুয়েল-লড়াইয়ের নিয়ম, একজন করে লোক আনতে হয় দু-পক্ষকেই। লড়াইয়ে সে দু'জন বেঁচে দেখাশোনা করে।

দারতাঁয়া কাকেও এখানে চেনে না, কাকেও জানে না। তার তরফে কাকে সে মধ্যস্থ খাড়া করবে? সে ঠিক করলে, আথস্ যাকে মধ্যস্থ মানবে, তার পক্ষেও তাকেই সে দেখাশোনার ভার দেবে।

ঘড়ি-বাজা থামলে আথসের পানে চেয়ে মৃদু হেসে সে বললে—কেমন, দেখছেন তো কী রকম কাঁটায়-কাঁটায় এসে হাজির হয়েছি!

আথস্ বললে—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার সঙ্গে কাকেও তো দেখছি না—তোমার পক্ষে মধ্যস্থতা করবে কে?

—আপনাকেও তো একা দেখছি...আপনার লোক?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আরে আমার লোক এখনি আসবে। একজন নয়, দু'জন—তারা আমার বন্ধু। কিন্তু তোমার লোক?

—ঐ, ঐ আপনার লোকই আমারও কাজ করবে। আমি এখানে এসেছি তো সবে এই দু'দিন,—এখানে আমার ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু!

আথস্ বললে—বেশ! কিন্তু তার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো।

সে চারিদিকে তাকালো, তাকিয়ে বললে—তাই তো, এরা এখনও এলো না! ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল!

দারতাঁয়া বললে—হ্যাঁ, আমার আবার কাজ আছে, বেলা একটায় হাজির হতে হবে রাজা-বাহাদুরের বাগিচার সামনে!

আথস্ বললে—না, তারা আসবে ঠিক, কথা দিয়েছে। কথার খেলাপ করবার মানুষ তারা কেউ নয়!

আথসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পোর্থস্ আর আরামিস্ এসে হাজির।

তাদের দেখে দারতাঁয়া আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো—আপনারা এখানে?

আথস্ বললে—হ্যাঁ, এঁদেরই তো আসবার কথা! আমার বন্ধু পোর্থস্ আর আরামিস্। এঁরাই আমার তরফে দেখাশোনা করবেন। জানো, আমরা তিনজনে একসুতোয় গাঁথা। তিনজনকে কখনো আলাদা পাবে না। এইজন্যই আমাদের নাম 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স'।

দারতাঁয়া বললে—আশ্চর্য! আমার যে আজ এঁদের দু'জনের সঙ্গেও লড়বার কথা পাকা হয়ে আছে! একজনের সঙ্গে বেলা একটায়—রাজা-বাহাদুরের বাগিচার সামনে, আর একজনের সঙ্গে বেলা দুটোয়—সেনাপতি-সাহেবের দেউড়ির সামনে।

পোর্থসের দিকে চেয়ে আথস্ বললে—তোমার সঙ্গে লড়াই—কেন? তার কারণ?

সে বললে—আরে, এমন বেয়াদব—তলোয়ারের খাপের খোঁচায় আমার পোশাক ফাঁসিয়ে দিয়েছে!

আথস্ তাকালো আরামিসের দিকে। জিজ্ঞাসা করলে—তোমার সঙ্গে?

সে জবাব দেবার আগেই হেসে দারতাঁয়া বললে—আজ্ঞে, ওঁর সঙ্গে ধর্মকথা নিয়ে তর্ক!...সেন্ট অগস্টাঁর এক কবিতার অর্থ নিয়ে!

তার দিকে উগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আরামিস বললে—থামো, আর রসিকতা করতে হবে না!

—আজ্ঞে না, রসিকতা করবে কেন? রসিকতা করতে আসিনি। তাহলে, হ্যাঁ, মঁসিয়ে আথস্, তলোয়ার বার করুন—আমাদের কাজ শুরু করা যাক।

তলোয়ার নিয়ে শুরু হলো দু'জনের লড়াই...

হঠাৎ কোথা থেকে মন্ত্রীমশায়ের রক্ষীদলের সর্দার জুশাকের আবির্ভাব! তার সঙ্গে ক'জন রক্ষী!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেই জুশাক বললে—এ কি! রাজা-বাহাদুরের রক্ষী হয়ে পথে আবার এই কাটাকাটি-মারামারি! তাঁর হুকুম জানো?

আরামিস্ বললে—জানি। মশায়কে আর ফোড়ন দিতে হবে না!

সগর্জনে জুশাক বললে—তাঁর হুকুম অমান্য করা? এখনি তোমাদের গ্রেফতার করবো।

পোর্থস্ বলে উঠলো—গ্রেফতার! বটে! একবার চেষ্টা করে দ্যাখো, তার ফল কি হয়!

আথস্ বললে—আমাদের এ আপসের লড়াই। তোমার কি এক্তিয়ার, এর মধ্যে মাথা গলাতে আসো?

জুশাক বললে—রাজা বাহাদুরের আর মন্ত্রীমশায়ের হুকুমে আমি তোমাদের গ্রেফতার করছি!

—খবর্দার, তোমার সাহস থাকে লড়াই করো! লড়াই করে আমাদের হারাতে পারো, তখন মাথা হেঁট করে তোমার কথা মানবো!

জুশাক বললে—লড়াই! হুঁ! সে-বাসনা যদি থাকে, এসো...আমি তাতে পেছপাও নই!

তখনি বেধে গেল লড়াই। জুশাকের দলে ওরা ছ'জন...আর আথস্রা তিনজন।

দারতাঁয়া হঠাৎ বলে উঠলো—না, না—এ ভয়ানক অন্যায়! একদিকে তিনজন, আর একদিকে ছ'জন!

জুশাক দিলে তাকে ধমক—তুমি চুপ করে থাকো ছোকরা!

লড়াই চলেছে। এরা তিনজন হলেও ছ'জনের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে! দারতাঁয়া দেখছে...আর ভাবছে, এমন সুযোগ—না, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না! দু'দলের একদলে মিশবে! কিন্তু কোন্ দলে মিশবে? মন্ত্রীর দলে মিশে রাজার দলের কাকেও যদি মারি, রাজার হুকুমে ফাঁসি হবে! তাছাড়া এ-দলে আছেন বাবার বন্ধু সেনাপতি ত্রেভিয়ে স্বয়ং! সে মন-স্থির করে ফেললো, আথস্দের সঙ্গেই মিশবে। পোর্থস্কে সে বললে—দয়া করে আমাকে আপনাদের তরফে নিন, আমিও লড়বো ওদের সঙ্গে!

পোর্থস্ বললে—কিন্তু তুমি তো আমাদের লোক নও...কি করে তা হবে?

দারতাঁয়া বললে—আপনাদের দলে আমার নাম লেখানো নেই—পরনে আপনাদের পোশাকও নেই, কিন্তু আমার মন? মনে-মনে আমি রাজা-বাহাদুরের মাস্কেটিয়ার!

কথাটা জুশাকের কানে গেল। ছেলেটির দিকে চেয়ে সে খিঁচিয়ে উঠলো—ফাজিল ছোকরা, খেলা পেয়েছো না? যাও, সরে পড়ো এখান থেকে, তোমায় খালাস দিলাম! মায়ের বাছা, ফিরে মায়ের কোলে যাও!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমি যাবো না। আমি লড়াই করবো!

কথার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই চলেছে সমানে! তলোয়ারে-তলোয়ারে ঠোকাঠুকি। কৌশলে চোট বাঁচানো—দু'পক্ষে সমান-পাল্লা!

হঠাৎ আথসের গায়ে একটু চোট লাগলো—আগের সেই কাটাঘায়ের উপর! ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো! আগের আঘাতের জন্য আথস্ এখন বেশ কাহিল! মাথা ঘুরে সে পড়ে গেল। জুশাকের দলের এক রক্ষী তখন তলোয়ার তুলে আথস্‌কে নির্ঘাত কোপ মারবে, দারতাঁয়া কারো অনুমতির অপেক্ষা না রেখে ছুটে এসে তলোয়ার বসিয়ে দিলে সে-লোকটার হাতে! তার হাত কেটে তলোয়ার ছিটকে পড়লো! সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও টলে পড়ে গেল!

দারতাঁয়া তখন তার তরোয়ালখানা বসিয়ে দিলে তার বুকে! লোকটা আর্তনাদ করছে...সঙ্গে সঙ্গে তার বুক থেকে ছুটছে রক্তের ফোয়ারা!

রক্ত দেখে তখন আর কারো দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই...খুনের নেশায় মেতে উঠেছে সবাই!

লড়াই যখন থামলো, দেখা গেল, ও-পক্ষে জুশাক এবং আর-একজন মাত্র বেঁচে আছে। তাদের জখমও খুব বেশি, নড়বার সামর্থ্য নেই। বাকি চারজন তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে। তাদের তলোয়ারগুলো এখন এদের দখলে। দারতাঁয়া না-থাকলে এ-পক্ষের জেতা সম্ভব হতো না! সেজন্য তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আথস্, পোর্থস্ আর আরামিসের কি খাতির! তার জয়-গান তিনজনের মুখে মুখে!

জুশাক আর তার সঙ্গীকে ধরাধরি করে এরা চারজনে নিয়ে এলো মঠের সঙ্গে লাগোয়া এক চালাঘরে। তাদের সেইখানে রেখে ওদের তলোয়ার ক'খানা নিয়ে চারজনে জয়-ধ্বনি করতে করতে চললো শহরের দিকে।

শহরে পৌঁছে প্রথমেই সেনাপতি ত্রেভিয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললে ওরা। বললে দারতাঁয়ার বীরত্বের কথা...তার সাহসের কথাও জানালো!

সব কথা শুনে সেনাপতি খুব খুশি হলেন। দারতাঁয়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—বটে! সাবাস! বাহাদুর ছেলে! হ্যাঁ, তুমি যোগ্যতার যে পরিচয় দিয়েছো—আমার মনে হয় তোমার জীবনের সাধ আমি পূর্ণ করতে পারবো!

তারপর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন—এক্ষুণি গিয়ে রাজা-বাহাদুরকে সব কথা বলা দরকার! মন্ত্রীমশায় আগে গিয়ে যাতে বলে তাঁর মনটা বিষিয়ে না দেন! এসো, তোমরাও আমার সঙ্গে প্রাসাদে এসো!

চারজনকে নিয়ে তিনি তখুনি প্রাসাদে গেলেন। গিয়ে শুনলেন, রাজা সেখানে নেই, তিনি আছেন ল্যুভর-এ—সেখানে জরুরি রাজকার্য আছে।

সেনাপতি ভাবলেন, রাজকার্যের ব্যাপার যখন, তখন মন্ত্রীমশায়ও সেখানে আছেন নিশ্চয়! অতএব আর বিলম্ব নয়! তখনি তাঁরা আবার ছুটলেন ল্যুভর-এ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে রাজা এবং মন্ত্রীমশাই—দু'জনের মধ্যে কিসের যেন আলোচনা চলেছে। সেনাপতি এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।

রাজা আর মন্ত্রী—দু'জনেই তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন যেন, প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি? এখানে হঠাৎ?

—আজ্ঞে, বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, মহারাজ।

এই বলে তিনি এ-ব্যাপারের এমন এক বর্ণনা দিলেন...যাতে মনে হবে যত দোষ মন্ত্রীমশায়ের রক্ষীদলের। রাজার রক্ষীরা একেবারে নির্দোষ, এবং দায়ে পড়েই শেষকালে আত্মরক্ষার জন্য তাদের তলোয়ার চালাতে হয়েছিল। তাছাড়া মন্ত্রীমশায়ের দলে ছিল ছ'জন আর এরা ছিল তিনজন। এদের মধ্যে আবার আথস্ আগে থাকতেই আহত ছিল। তবু এদের সঙ্গে লড়েছে! মন্ত্রীমশায়ের দলের লোকগুলোর এতটুকু লজ্জা হলো না। এ-লড়াইয়ে একটি ছোকরা—কখনো কোন ফৌজের দলে কাজ করেনি, লড়াই কাকে বলে জানে না, এরা দলে কম দেখে আর আথস্‌কে জখমী দেখে অপূর্ব বিক্রমে এদের তরফে লড়েছিল!

খবরটা মন্ত্রীর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এ-খবরের এক কণাও তাঁর কানে পৌঁছোয়নি! এর সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। নিঃশব্দে তিনি সব কথা শুনলেন—কোন জবাব দিলেন না।

মন্ত্রীর দল এমন হার হেরেছে? রাজা ল্যুই মনে মনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু মন্ত্রীর সামনে সে-ভাব চেপে মঁসিয়ে ত্রেভিয়েকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ-ছোকরার পরিচয় নিয়েছো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। এর বাড়ি এক দূর গ্রামে। এখানে কিছুদিন হলো এসেছে। ছেলেবেলায় এর বাবা আর আমি—দু'জনে খুব বন্ধু ছিলাম। তাই আমার কাছে এসেছে। এর বড় ইচ্ছা—এখানে মহারাজের দেহরক্ষী-দলে ভর্তি হয়। আমি তাকে বলি, এখানে কিছুকাল থাকো—যুদ্ধবিদ্যা শেখো—তারপর পরীক্ষায় যদি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারো, তখন রাজা-বাহাদুরের কাছে...

তাঁর কথা শেষ হলো না! বাধা দিয়েই ল্যুই বলে উঠলেন—কিসের শেখা! কিসের পরীক্ষা! যোগ্যতার এই তো চমৎকার পরিচয় দিয়েছে—এমন সাহস! এমন বীরত্ব! হ্যাঁ, এমনি লোক আমি চাই আমার রক্ষীদলে। এখনি ওকে নিয়ে নাও, এখনি—দেরি নয়!

সেনাপতি খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন—রাজার জয় হোক! এ-ছোকরাকে এখনি আমি আপনার আদেশ জানাচ্ছি। সে একেবারে স্বর্গ হাতে পাবে! প্রার্থনা করবার আগেই রাজার এ-অনুগ্রহ—এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

এ-চাটুবাক্যে ল্যুই অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বললেন—সে ছোকরা কোথায়? আমি তাকে দেখতে চাই।

—তাকে আমি সঙ্গে এনেছি।

www.BanglaBook.org

—ও! বটে! তাকে নিয়ে এসো, নিয়ে এসো আমার সামনে। আমি দেখবো।

বাইরে একটা ঘরে দারতাঁয়া বসেছিল, সেনাপতি গিয়ে তাকে তার সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে রাজার কাছে নিয়ে এলেন।

তাকে দেখে রাজা বললেন—এই ছোকরা! এই অল্প-বয়সে! বাঃ! চমৎকার!

নতজানু হয়ে দারতাঁয়া রাজাকে অভিবাদন করে এগিয়ে এলো। রাজার পায়ের কাছে নিজের তলোয়ার রেখে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে—মহারাজের জয় হোক!

রাজা বললেন—তোমার বীরত্বে আমি খুশি হয়েছি—খুব খুশি! সেনাপতি ত্রেভিয়েকে আমি বলেছি, তোমাকে এখনি দলে ভর্তি করে নেবেন। ওঁর সঙ্গে তুমি যাও। এর জন্যে যে-সব অনুষ্ঠান আছে, উনি তার ব্যবস্থা করবেন। উনি যে-সব উপদেশ দেবেন, চিরদিন সেগুলি মেনে চলবে।

দারতাঁয়া আবার আভূমি নত হয়ে রাজাকে অভিবাদন করলো...তারপর মন্ত্রীমশাইকে অভিবাদন।

মনের সাধ এমন করে এত শীঘ্র পূর্ণ হবে, এ সে ভাবতেই পারেনি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক'দিন পরের কথা...

দারতাঁয়া সেদিন সকালে গির্জায় গিয়েছে—গির্জায় খুব ভিড়। সে-ভিড়ে সে দেখতে পেলো এক রূপসী মহিলাকে। দেখে মনে হলো, এ-মুখ সে কোথায় যেন দেখেছে! কিন্তু—কোথায়?

একটু ভাবতেই মনে পড়লো। ঠিক! সেদিন মিয়াঙ্ শহরের হোটেলের কাছে পথে ইনিই গাড়িতে বসেছিলেন, আর যে-লোকটা তার চিঠি চুরি করেছিল সে এঁরই সঙ্গে কথা কইছিল। কে এ-মহিলা? কোথায় থাকেন? এটা জানতে পারলে সে-লোকটার সন্ধানও হয়ত পাওয়া যাবে। তাকে তো চাই-ই!...তার সে চুরির শাস্তি তাকে না দিতে পারলে আর সোয়াস্তি নেই!

উপাসনা শেষ হলে মহিলাটি সকলের সঙ্গে গির্জা থেকে বেরুলেন...বেরিয়ে তিনি গাড়িতে উঠলেন।

সেদিনকার সেই গাড়ি!

গাড়িতে বসে কোচম্যানকে মহিলা বললেন—সাঁতে জাঁভাইয়ের পথে চলো।

এ-কথা শুনে দারতাঁয়া একরকম ছুটে বাড়ি এলো। বাড়ি এসে ঘোড়া বার করে সেই ঘোড়ার পিঠে সে ছুটলো সাঁতে জাঁভাইয়ের দিকে।

খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পথেই পাওয়া গেল গাড়িখানাকে। আস্তে আস্তে

www.BanglaBook.org

চলেছে গাড়ি আর পাশে-পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে এক সৈনিক। সৈনিকের পরনে খুব জমকালো পোশাক। গাড়ির মধ্যে মহিলা...ঘোড়ার পিঠে সৈনিক। গাড়ি চলেছে, ঘোড়াও চলেছে...আর চলতে চলতেই দু'জনের কথাবার্তা হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দারতাঁয়া এসে পড়লো গাড়ি আর ঘোড়ার পিছনে—একেবারে কাছে। তারপর তিনজনে চলেছে একসঙ্গে। দারতাঁয়া কান খাড়া করে আছে—ওদের কি কথা হচ্ছে শুনতে হবে। কথা শোনা গেল—ইংরেজি ভাষায় কথা। কিন্তু সে তো ইংরেজি জানে না, তাই কিছুই বুঝলো না। শুধু মহিলার কথা বলার ভঙ্গিতে বুঝলো, সৈনিকের উপর তিনি খুব রাগ করেছেন, আর রেগে বেশ চড়া চড়া কথা বলেছেন।

সৈনিকের কথা তবু থামে না। সে আবার কি বললে...শুনে মহিলা আবারও রাগ করে উঠলেন। তাঁর হাতে ছিল দামী একখানা হাতপাখা...রাগে সে হাতপাখাটা গাড়িতে ঠুকে ভেঙে দু'খানা করে পথে ফেলে দিলেন। তা দেখে সৈনিক হো-হো করে হেসে উঠলো...সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠলো! আসনের পিঠে তিনি মাথা হেলিয়ে দিলেন, যেন সৈনিকের মুখই আর তিনি দেখতে চান না।

দারতাঁয়া ভাবলো, এরকম করে পিছনে যাওয়া আর ভালো দেখাচ্ছে না। আর, আলাপ করবারও সুযোগ মিলেছে! যদি আলাপ করে পরিচয়টা নেওয়া যায়, মন্দ কি! এই ভেবেই সে গাড়ির পাশে এলো। গাড়ির দরজার কাছে মুখ নামিয়ে সবিনয়ে ফরাসী ভাষাতেই বললে—ক্ষমা করবেন, লোকটা আপনাকে ভয়ানক বিরক্ত করছে, বুঝতে পারছি! তা যদি অনুমতি করেন, আমি ওকে এখনি শায়েস্তা করে দি।

রাগের ভরে মিলেডি গুম হয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ এক অপরিচিত লোকের কণ্ঠ শুনি তিনি চমকে উঠলেন! চেয়ে দেখেন, এক কিশোর সওয়ার...তাঁকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছে! গাড়ির ভিতর থেকে তিনিও ফরাসী ভাষায় বলে উঠলেন—আপনাকে বহু ধন্যবাদ, আমাকে আপনি সাহায্য করতে চান। কিন্তু না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। ও ভদ্রলোক আমার ভাই।

—ভাই! ও! দারতাঁয়া অপ্রস্তুত হলো। সে বললে—আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করবেন!

সৈনিক চুপ করে দেখলো, শুনলো...তারপর দারতাঁয়াকে উদ্দেশ করে মহিলাকে সেও ফরাসীতেই বললে—ছোকরা দেখছি ভারী ওস্তাদ। গায়ে পড়ে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে আসে! নিরেট আহাম্মক!

গাড়ির ওপাশে দারতাঁয়া। সৈনিকের কথা শুনে সে বললে—আপনি তো খুব ভদ্রলোক, দেখছি! জানেন না, চেনেন না, হঠাৎ এমন নোংরা কথা বলেন।

সৈনিক বলে উঠলো—যাও যাও, সরে পড়ো...ফাজলামির আর জায়গা পাওনি...বটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কেন সরে যাবো? আপনার হুকুম? এঃ! সরকারী রাস্তা...আমার খুশি, আমি সরবো না।

বিরক্তিভরে সৈনিক তখন মহিলাকে কি বললে...ইংরেজি ভাষায়।

দারতাঁয়া বলে উঠলো—এও বুঝি ভদ্রতা! আপনার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে ফরাসী ভাষায়, তার মধ্যে হঠাৎ ইংরেজিতে ফোড়ন দিয়ে ওঁকে কি বলা হলো। এটা ভদ্রতা নয়। আপনি ওঁর ভাই হতে পারেন, কিন্তু আমার ভাই নন।

গাড়ি চলেছে। গাড়ির দু'দিকে দু'জনে ঘোড়ার পিঠে বসে ঘোড়া চালাতে চালাতে এমনিধারা কথা কাটাকাটি! এদের কিছু না বলে মিলেডি কোচম্যানকে বললেন—জোরে যাও...বাড়ি।

কোচম্যান ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গাড়ি চলে গেল। তখন এরা দু'জনে সামনা-সামনি। সৈনিক চলে যাচ্ছিলো, দারতাঁয়া চট করে তার ঘোড়ার লাগাম ধরলো টেনে— ঘোড়া থেমে গেল। সৈনিক বললে—লড়াই করতে চাও না কি? আমার কাছে তলোয়ার নেই, কোন অস্ত্র নেই। তাই তোমার এ বীরত্ব।

—আপনার বাড়িতেও তলোয়ার নেই?

—তা কেন থাকবে না?

—বেশ। দারতাঁয়া বললে—তাহলে বেশ বড় দেখে একখানা তলোয়ার এনে দয়া করে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। দেখুন...এতে রাজী?

সৈনিক শ্লেষভরে বললে—খুব রাজী।

—তাহলে ছ'টার সময়—লুকসেমবুর্গে যে-পার্ক আছে, সেই পার্কের পিছনে।

সৈনিক বললে—তাই হবে। আপনার বন্ধু-বান্ধব আছেন নিশ্চয়—তাঁদের দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

—দু' একজন কেন, আমার তিনজন বন্ধু আছেন। তাঁদের নিয়ে আসবো।—তাঁরা মজা দেখবেন।

সৈনিক বললে—ধন্যবাদ! হ্যাঁ, আপনার নাম? পরিচয়?

—আমার নাম দারতাঁয়া, বাড়ি গাশকনি গ্রামে। এখন মঁসিয়ে ত্রেভিয়ের মাস্কেটিয়ারের দলে কাজ করি। আপনার নাম?

—আমার নাম? আমি লর্ড উইন্টার—শেভালিয়ের ব্যারন।

—অঃ, ইংরেজ! কিছু মনে করবেন না, আপনাদের ইংরেজদের নামগুলো এমন বিদ্‌কুটে গোছ—কিছুতেই আমার মনে থাকে না!

—আপনাদের ফরাসী নামের চেয়ে বিদ্‌কুটে নাম দুনিয়ায় আর আছে নাকি! হা..হা..হা...

কথাটা বলে লর্ড উইন্টার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

দারতাঁয়া ফিরলো—ফিরে সে এলো আথসের বাড়ি। আথস্‌কে সব-কথা বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আথস্‌ তো খুব খুশি। বললে—ইংরেজের সঙ্গে লড়াই? বহুত আচ্ছা! তখনি সে চাকর পাঠিয়ে দিল বাকি বন্ধু দু'জনকে ডেকে আনতে।

প্রায় ছ'টা তখন বাজে। চার বন্ধু আর তাদের চারজন ভৃত্য এসে হাজির হলো লুকসেম্‌বুর্গের পার্কে।

সেখানে এক ঘরে থাকে এক রাখাল। তাকে কিছু টাকা দিয়ে বললে—খানিকক্ষণ আর কোথাও থাকোগে বাপু, এখানে আমাদের একটু কাজ আছে।

পার্কের চার কোণে চারজন ভৃত্যকে রাখা হলো পাহারাদারীতে—পাছে বাইরের লোক এদিকে না আসে।

অপেক্ষা করতে হলো না, লর্ড উইন্টারও ওদিক থেকে সঙ্গে-সঙ্গে এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন বন্ধু। দু-দলে অভ্যর্থনা, অভিবাদন!

সে-সব চুকলে লর্ড উইন্টার বললেন—লড়বার আগে আমাদের প্রথম কথা—আপনাদের নাম যা শুনছি, তাতে বোঝা যায় না যে আপনারা চাষবাস করেন, না, ভেড়া-ছাগল চরিয়ে বেড়ান! আমরা বনেদী-ঘরের ছেলে, বংশ-মর্যাদা সমান-সমান দেখে তবেই ডুয়েল লড়ি! আপনাদের সব পরিচয় আগে জানতে চাই...তা বুঝে তবে ডুয়েল!

আথস্‌ বললে—ভেড়া-ছাগল-চরানো ঘরে আমাদের জন্ম নয়। তবে নাম? ধরুন, আসল নাম নয়...এগুলো বাজে নাম...আমরা শখ করে এ-নাম নিয়েছি!

পোর্থস্‌ বলে উঠলো—হ্যাঁ, বেনামদার! আপনারা ইংরেজরা তো বেনামে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তবে?

উইন্টারের এক বন্ধু আথস্‌কে লক্ষ্য করে বললেন—মশায়ের সঙ্গে আমি লড়বো, ঠিক করেছি। কিন্তু বেনাম শুনে আসল নাম শোনবার জন্য আমি আকুল না হয়ে পারছি না! আপত্তি কি আসল নাম বলতে? বুঝবো—হ্যাঁ, চোর নয়, ফেরারী আসামী নয়!

আথস্‌ বললে—বেশ, তাহলে চুপিচুপি, আপনাকে বলবো আমার নাম...যখন আপনার সঙ্গেই আমার কারবার। তবে সে-নাম আপনি এদের কাছে প্রকাশ করবেন না। এতে রাজী?

সে-ভদ্রলোক বললেন—রাজী।

আথস্‌ তখন সে ভদ্রলোককে চুপি-চুপি নিজের আসল নাম বললে।

শুনে তাঁর দু-চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো।

আথস্‌ বললে—সকলে জানে, আমি মরে গিয়েছি! কিন্তু না, আমি বেঁচে আছি। তবে যে আছি এ-কথা আমি মোটে প্রকাশ করতে চাই না! আপনি যখন আমার আসল নাম জানলেন এবং আমি বেঁচে আছি, মরিনি জানলেন, তখন মানে, আপনাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না...আমার নিজের স্বার্থে। কেন না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি হয়তো কারো কাছে আমার এ-গুপ্তরহস্য প্রকাশ করে দেবেন। অতএব আমার হাতে আজ আপনার মৃত্যু—নিশ্চয়।

সে-ভদ্রলোক ভাবলেন, তামাশা। হেসে তিনি বললেন—খুব ভালো কথা।

—তাহলে দেরি কিসের? খোলো সকলে নিজের-নিজের তলোয়ার।

চক্ষের নিমেষে আটখানা তলোয়ার বেরুলো খাপ থেকে! অস্তসূর্যের আলোয় আটখানা ধারালো-তলোয়ার ঝিকঝিক করে উঠলো। যেন সাপের জিভ—তেমনি লিকলিক করছে!

আটজনে লড়াই শুরু হলো—আথসের তলোয়ার সজোরে গিয়ে বিঁধলো সে-ভদ্রলোকের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পোর্থসের সঙ্গে যিনি লড়ছেন, তিনি আর পারেন না। চোট মারবেন কি, পোর্থসের তলোয়ার যেন বাতাসে উড়ছে—কখন বা গায়ে পড়ে! রোখা দায়। ইংরেজ ভদ্রলোকটি পা পিছলে পড়ে গেলেন...সঙ্গে সঙ্গে পোর্থসের তলোয়ার মাথার উপর! তিনি বলে উঠলেন—হার কবুল! বলেই নিজের তলোয়ারখানা রাখলেন পোর্থসের পায়ের কাছে। পোর্থস্ নিরস্ত হলো। ভদ্রলোককে তুলে পথে তাঁর গাড়ি ছিল, সেই গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলো।

আরামিস্ যে-লোকের সঙ্গে লড়ছে, ভয়ে তলোয়ার ফেলে দিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

ব্যারন উইন্টারের সঙ্গে চলেছে দারতাঁয়ার লড়াই। দারতাঁয়া তাঁর তলোয়ার-খেলার কায়দা-কানুন জানে না...হুঁশিয়ার হয়ে সে শুধু আঘাত বাঁচিয়ে চলেছে। নিজে একটি-বারও চোট দেবার চেষ্টা করেনি। ব্যারন শেষে হাঁপিয়ে উঠলেন—অত্যন্ত ক্লান্ত। দারতাঁয়া দেখলো এই সুযোগ, সে তখন তাগ করে সজোরে তলোয়ারের আঘাত করলো ব্যারনের তলোয়ারের হাতলে। প্রচণ্ড আঘাতে হাত থেকে তলোয়ার মাটিতে খসে পড়লো! টাল সামলাতে পারলেন না ব্যারন—পড়ে গেলেন। দারতাঁয়া ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়লো তাঁর বুকে...খোলা-তলোয়ারের ধারালো দিকটা গলার উপর ছুঁইয়ে বললে—এখন?

লর্ড উইন্টারের মুখ সাদা হয়ে গেছে—মৃত্যুর ছোঁয়া লেগেছে যেন তাঁর মুখে। কোন কথাই বললেন না তিনি।

নিশ্বাস ফেলে দারতাঁয়া বললে—না...আপনাকে মারবো না...ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিলাম শুধু আপনার বোনের কথা মনে করে!

উইন্টার উঠে দাঁড়ালেন। উচ্ছ্বসিত আবেগে বললেন—আপনি শুধু বীর নন, মহৎ। তলোয়ারের এমন কসরত আমি জীবনে দেখিনি—না ইংলন্ডে, না ফ্রান্সে—না আর-কোথাও। আজ থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা করবো—আপনি আমার বন্ধু!

বলেই মনের আবেগে তিনি দারতাঁয়াকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

ডুয়েলে একজন মারা গেছেন। তাঁর দেহ তুলতে গিয়ে পকেট থেকে পড়লো

www.BanglaBook.org

মোহরের একটা থলি। সেটা কুড়িয়ে দারতাঁয়া দিলে লর্ড উইন্টারের হাতে।

তিনি বললেন—এ-থলি নিয়ে আমি কি করবো?

—কেন, এঁর আত্মীয়দের দেবেন।

—এঁর আত্মীয়! হুঁ!—ইনি মারা গেলেন। এখন এঁর আত্মীয় পাবেন এঁর বিপুল জমিদারী। সে-জমিদারীর আয় বছরে লাখ-পাউন্ডের উপর। এ-ক'টা মোহর তাঁর কাছে এখন খোলামকুচির সামিল। তার চেয়ে এগুলো আপনাদের চাকর-বেয়ারাদের দেবেন বরং।

থলিটা দারতাঁয়া রাখলো নিজের পকেটে।

উইন্টার আবার বললেন—এখন তাহলে বিদায়। তবে যাবার আগে—হ্যাঁ...বন্ধু, যদি চান, আমার যে-বোনের কথা মনে করে আমাকে মারতে আপনার হাত উঠলো না—তার সঙ্গে যদি আলাপ করতে চান, বলুন তাহলে আজই সন্ধ্যার পর আমি এসে আপনাকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবো।

দারতাঁয়ার মন আনন্দে নেচে উঠলো। মহিলাকে দেখে অবধি তাঁর সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করবার জন্য সে একেবারে আকুল! তাই বললে—আপনার অনুগ্রহ!

উইন্টার বললেন—না না, আমার অনুগ্রহ নয়—আপনার অনুগ্রহ! তিনি যখন শুনবেন, তাঁর কথা মনে করে তাঁর জন্যই আপনি আমার প্রাণ নেননি, কি খুশি যে তিনি হবেন! মানে, আপনি যা চাইবেন তাঁর কাছে—কিছু অদেয় থাকবে না তাঁর। এখানকার মন্ত্রীমশায়ের কাছে, রাজার দরবারে, সর্বত্র তাঁর ভয়ানক খাতির। এঁর নাম লেডি ক্লারিস—সকলে মিলেডি বলে জানে। আপনি তাহলে আসছেন—কথা রইলো, কেমন? ঠিক রাত আটটায় আপনাকে নিয়ে যেতে আমি আসবো। আপনি তৈরি থাকবেন!

মাথা নেড়ে দারতাঁয়া বললে—থাকবো।

তারপর বিদায় সম্ভাষণ। উইন্টার বললেন—গাড়ি নিয়ে আমি আসবো কোথায়?

সে আথসের ঠিকানা দিয়ে দিলে।

উইন্টার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পথে তাঁর গাড়ি...সেই গাড়ির দিকে।

ভদ্রলোক চলে গেলে আথস্ বললে—ও থলিটা যে রাখলে?

—বেয়ারাদের বখশিস দেবো।

—ক্ষেপেছো! ওদের টাকা...সে-টাকা নেবো আমাদের বেয়ারাদের?

—কেন? এ-তো লড়াই জিতে পাওয়া—লুঠের সামিল?

—ডুয়েল আর লড়াই এক জিনিস নয়। না, ও-মোহর ওঁদের লোককে দিয়ে দাও। ঐ ওঁর কোচমান!

—যা বলেছো! বলে দারতাঁয়া গেল ছুটে। ভদ্রলোকের কোচমানের হাতে মোহরের থলি দিয়ে বললে—তোমরা ভাগ করে নিয়ো...

বাড়িতে ফিরে দারতাঁয়া স্নান করে বিশেষ-রকম সাজ-পোশাক পরে সাজলো...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই মহিলার আতিথ্য...গেঁইয়া না ভাবে।

লর্ড উইন্টার এলেন ঠিক আটটায়...এসে তাকে নিয়ে আবার বেরুলেন।

শহরের বেশ বড়লোক-পাড়ায় তাঁদের বাড়ি। গাড়ি থামতেই মিলেডি নিজে এসে অভ্যর্থনা করে তাঁদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঘরের আসবাব, সাজ-সরঞ্জাম, ঐশ্বর্য দেখে দারতাঁয়ার চোখে পলক পড়ে না।

লর্ড উইন্টার সবিস্তারে পরিচয় দিলেন...বললেন—জানো, আমার বুকে তলোয়ারের ডগা বসিয়েও আমাকে মারতে এঁর হাত ওঠেনি। আমার গলায় তলোয়ার ছুঁইয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ-ডুয়েল হয়েছিল আমারই অপরাধে...আমি ওঁকে অপমান করেছিলাম! তবু উনি আমাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন! কাজেই তুমি এঁকে একটু বেশি খাতির-যত্ন করো। তাছাড়া ইনি তোমার কথা মনে করেই আমাকে মারেননি!

এ-কথায় মিলেডির মনে আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু তাঁর মুখে তার বদলে ফুটে উঠলো ভ্রূকুটি—দু-চোখের দৃষ্টি হলো কঠিন, মনের ভিতর দিয়ে যেন জ্বলন্ত উল্কা ছিটকে চলে গেল। কিন্তু সে-সবই চকিতের জন্য। সে-ভাব তখনই লুকিয়ে মৃদু হেসে লেডি ক্লারিস বললেন—ও বটে! আপনি এত মহৎ—এমন ভালো। আপনাকে বন্ধু পেয়ে আমরা ধন্য হলাম! দেখবেন, যেন দু'দিনেই এ-বন্ধুত্ব না চলে যায়! যতদিন বাঁচবো, আপনার বন্ধুত্ব যেন বজায় থাকে! জানবেন এ-বাড়ি, আপনারও! যখন খুশি, আসবেন। আর যখনি আসছেন, জানবেন আপনি হবেন আমার মাননীয় অতিথি।

তারপর এ-কথা, সে-কথা, নানা কথা! দু'জনে কথা হচ্ছে...একটু দূরে লর্ড উইন্টার বাড়ির পোষা একটা বানর নিয়ে কখনো খেলা করছেন, কখনো তাকেই ডুয়েলের কথা বলছেন।...মিলেডি জিজ্ঞাসা করলেন দারতাঁয়ার পরিচয়—কি নাম, কোথায় বাড়ি—বাড়িতে কে কে আছেন—কি কাজ করে—কতদিন কাজ করছে—এমনি নানা কথা। কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁকা-চোখে লক্ষ্য করছেন উইন্টারের প্রত্যেকটি ভাব-ভঙ্গি। এঁদের দিকে লর্ড উইন্টারের লক্ষ্য নেই। হঠাৎ তিনি উঠে গেলেন ঘরের ওদিকে যে বড় টেবিল আছে, তারই দিকে। টেবিলে নানা-রকম পানীয়—দুটি গ্লাসে উৎকৃষ্ট পানীয় ঢেলে একটি গ্লাস এনে দারতাঁয়াকে দিলেন।

পান করতে করতে দারতাঁয়ার চোখ পড়লো বড় আয়নার দিকে। আয়নায় মিলেডির প্রতিবিম্ব। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো...মিলেডির চোখ দুটি যেন কঠিন হয়ে গেল! ভ্রূ কুঞ্চিত...রুমালখানা দাঁতে চেপে বার বার সেটা কামড়াচ্ছেন। বুঝলো, কোনো কারণে মিলেডি ভয়ানক চটেছেন...

একজন দাসী এলো। এসে উইন্টারকে কি বললে। সে কথা বললে ইংরেজিতে, দারতাঁয়া তার বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারলো না।

দাসীর কথা শুনে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দারতাঁয়ার দিকে চেয়ে

www.BanglaBook.org

বললেন—আমাকে ক্ষমা করবেন, বিশেষ জরুরি কাজে আমাকে এখনি বাইরে যেতে হচ্ছে। না-না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না! আমার বোন রইলেন, তাঁর আতিথ্যে আপনি ভালোই থাকবেন...কোনো অসুবিধা হবে না।

বিদায় নিয়ে লর্ড উইন্টার তখুনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দারতাঁয়া লক্ষ্য করলো, মিলেডির মুখের সে রুক্ষ-কঠিন-ভাব মিলিয়ে গেছে। তাঁর সুন্দর মুখে আবার সেই সহজ হাসির ঝলক।

তারপর দু'জনে ভালো করে আলাপ-পরিচয় হলো। লেডি ক্লারিস নিজের পরিচয় দিলেন। লর্ড উইন্টার তাঁর সত্যিকারের ভাই নন...স্বামীর ভাই। স্বামী মারা গেছেন...মিলেডির এক ছেলে আছে...এখনো শিশু। লর্ড উইন্টার বিবাহ করেননি, তাঁর অগাধ সম্পত্তি। লেডি ক্লারিসের শিশু-পুত্রই তাঁর এ-সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

সে-রাত্রে নানা কথা কয়ে, সমাদরে ভোজ খেয়ে দারতাঁয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলো। মন বিভোর...মশগুল...এমন চমৎকার মিলেডির মন; আর কি সুন্দর ব্যবহার! এমন মহিলা জীবনে সে কখনো দেখেনি! মনে হলো যেন, দেবী!

পরের দিন মিলেডির সঙ্গে দেখা করবার জন্য, কথাবার্তা কইবার জন্য মন আবার আকুল হলো। কিছুতে মনকে দাবিয়ে রাখতে পারলো না। আবার সে এলো মিলেডির বাড়িতে। লর্ড উইন্টার বাড়ি ছিলেন না। মিলেডির সে-কি আদর-অভ্যর্থনা...কি খাতির! ভোজ্য-পানীয়...আদর-আপ্যায়ন!

কথায় কথায় মিলেডি বললেন—মন্ত্রীমশাই-এর সঙ্গে খাতির কেমন?

দারতাঁয়া বললে—ওঁর সঙ্গে দেখা করবার তেমন সুযোগ মেলেনি। তবে জানি, অতি মহৎ লোক। মঁশিয়ে ত্রেভিয়ে আমার বাবার বন্ধু। তিনি যদি আমার জন্যে ব্যবস্থা না করে দিতেন, তাহলে মন্ত্রীমশায়ের শরণ নিতাম।

মিলেডি বললেন—ওঁর কাছে আমার খুব খাতির। যদি বলো, ভবিষ্যতে তোমার যাতে ভালো হয়, আমি তাকে তোমার জন্যে সেভাবে বলতে পারি।

—ধন্যবাদ! তবে এখন কিছু বলতে হবে না। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয়...আপনাকে বলবো।

—হ্যাঁ, বলো। কোন সংকোচ করো না। তোমার যাতে ভালো হয়, তা করতে পারলে আমি খুব খুশি হবো।

এমনি করে মিলেডির সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। নিত্য আসে, গল্প হয়। যতক্ষণ এখানে থাকে দারতাঁয়া তার পৃথিবী ভুলে যায়! মনে হয়, এঁর প্রীতি, এঁর সখ্য—তার চেয়ে কামনার বস্তু দুনিয়ায় আর নেই! নিত্য সে আসে, নিত্য ফেরবার সময়ে মনে হয়, আজ যেন আরো বেশি দরদ, আরো বেশি যত্ন সে পেয়েছে! মনে হয়, একদিন সাহস করে বলবো—আপনাকে আমি ভালোবাসি! বিধবা, বয়স অল্প—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার যদি বিবাহ করেন...কিসের বাধা।

কিন্তু এ-কথা কোনদিন আর বলতে পারে না।

হাজার হলেও তার বয়স কম, ছেলেমানুষ। দুনিয়ার সঙ্গে তার কতটুকুই বা পরিচয়! মিলেডির মিষ্টি-মধুর কথায় এবং ব্যবহারে সে এমন মুগ্ধ যে, আসল মানুষটি কেমন, তা সে বুঝতে পারে না—তা বোঝবার সামর্থ্যই তার নেই। সে জানে না, মিলেডি একজন চর...মন্ত্রীমশায়ের চর। সে জানে না যে, মনে মনে তার উপর মিলেডির ভয়ানক রাগ। কারণ মিলেডি চায় উইন্টারের মৃত্যু। কেননা, লর্ড উইন্টার মারা গেলেই তাঁর বিপুল সম্পত্তি আসবে মিলেডির হাতে। আর দারতাঁয়া কিনা হাতে পেয়ে সেই উইন্টারকে মারলো না...ছেড়ে দিলে। হতভাগা, আহাম্মক ছোকরা!

মিলেডি মনে মনে মতলব করে—দাঁড়াও, রূপের কুহকে ছোকরাকে ভুলোতে হবে! সে-কুহকের বশেই কোনদিন তাকে দিয়ে এই কাজটি করিয়ে নিতে হবে।

দারতাঁয়া এ-সব জানে না। তার কাছে মিলেডি স্বর্গের দেবী। তাকে দেখবার বাসনা দিনে-দিনে বেড়ে উঠছে। ওখানে গেলে ফিরতে ইচ্ছে করে না। কখন ওখানে যাবে, তারই জন্য সারাদিন ব্যাকুল হয়ে থাকে।

তার মনের এ-চঞ্চলতা আথস্ লক্ষ্য করলো। সে একদিন ওকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলো, বললে—দেখ, তুমি তো ওখানে রোজই যাচ্ছো, কিন্তু এ ভালো কথা নয়! মিলেডি জাহাঁবাজ মেয়ে, ফন্দি-ফিকির ছাড়া সে এক পাও চলে না।

দারতাঁয়া প্রতিবাদ তুললো—না, না, কি যে তুমি বল আথস্! এতদিন আমি যাচ্ছি, কতক্ষণ করে থাকি—কত কথা হয়! মনের মধ্যে এতটুকু বিষ যদি থাকতো, তুমি ভাবো, আমি তা টের পেতাম না?

হেসে আথস্ বললে—কুহকিনীর কুহক, তুমি ছেলেমানুষ তার কি বুঝবে? তবে ভেবে দাখো, বড় ঘরের ইংরেজ-মহিলা...একটি বাচ্চা ছেলেও আছে। সে ছেলেকে ইংলন্ডে ফেলে রেখে এখানে পড়ে থাকে কেন? বড়-ঘরের মহিলা দেশ ছেড়ে যে ফ্রান্সে ঘোরাফেরা করে, সে কি বিনা-কাজে, না বিনা-অর্থে?

—কী কাজ করেন এখানে ইনি, কী বলে তোমার মনে হয়, শুনি?

—আরে, ও হচ্ছে একজন গুপ্তচর! এখানে মন্ত্রীমশায়ের-কাছে গুপ্ত খবর দেয়...আর এখানকার খবর দেয় ইংলন্ডে! ওর ফাঁদে পড়ো না বন্ধু। নিজে মারা যাবে, দেশকেও মারবে।

নিশ্বাস ফেলে দারতাঁয়া বললে—না-না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো...তুমি যা ভাবছো তা নয়।

আথসের কথা শুনেও দারতাঁয়ার মনে মিলেডির সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় ঠাঁই

www.BanglaBook.org

পেলো না।

কিন্তু একদিন...

মিলেডি অত্যন্ত চতুর। তিনি বুঝলেন, এ-ছোকরা তাঁর জন্যে পাগল হয়েছে। তখন তিনি করলেন এক চক্রান্ত। আর এ-চক্রান্তে সাহায্য করবার জন্য ডাকলেন তাঁর দাসী কন্তাঁকে...

চক্রান্ত শুনে কন্তাঁ শিউরে উঠলো। দারতাঁয়ার বীরত্বের কথা শুনে আর তাকে দেখে ওর খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু এ-কথা কাকেও বলতে পারে না। কোথায় একজন থ্রীর মাস্কেটিয়ার আর কোথায় সে হচ্ছে এক নগণ্য দাসী। কিন্তু তবু সে যাকে মনে মনে ভালোবাসে...পূজা করে দেবতার মতো, তারই সর্বনাশের জন্য মিলেডির এই চক্রান্ত! কন্তাঁ শিউরে উঠলো।

একদিন সন্ধ্যায় দারতাঁয়া এলো মিলেডির বাড়ি। সেদিন মনে মনে সে সংকল্প করেছে—স্পষ্ট ভাষায় মিলেডিকে বলবে, সে তাকে ভালোবাসে...তাকে বিবাহ করতে চায়। তিনি যদি রাজী না হন, তাঁর সামনে নিজের বুকে ছোরা বিঁধিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবে।

সে যখন এলো তখন মিলেডি বাড়িতে নেই। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। কন্তাঁ তাকে নিজের ঘরে এনে বসালো। তার ঘরের পাশেই মিলেডির সাজ-পোশাক করবার ঘর। দু-ঘরের মাঝখানে পাতলা কাঠের দেয়াল। এ-ঘরে কেউ যদি কথা কয় ও-ঘর থেকে সে-কথা শোনা যায়! নিজের ঘরে এনে দারতাঁয়ার দু-পায়ে হাত দিয়ে কাতর কণ্ঠে কন্তাঁ বললে—এখানে আপনি আসবেন না। এঁকে আপনি চেনেন না—এঁর অসাধ্য কাজ নেই। এমন নিষ্ঠুর, মমতাহীন মানুষ দুনিয়ায় নেই। আপনি যান, চলে যান। এখুনি চলে যান। দেরি করবেন না। আপনি জানেন না, আপনাকে মারবার জন্যে উনি কি-রকম চক্রান্ত করেছেন।

বলতে বলতে কন্তাঁর দু-চোখে যেন অশ্রুর ঝরনা নামলো। সে বললে—আমি দাসী, কিন্তু আপনাকে ভালোবাসি। আপনার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু এ-রাক্ষসীর হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই।

কন্তাঁর দু-চোখে জল!

দাসীর কথা শুনে দারতাঁয়া চমকে উঠলো। সে বললে—তোমার কথা শুনলুম। কিন্তু আমি বীর...সে-বীরত্বের গর্বও করি। এখানে আসবো বলে তোমার মনিবকে যখন কথা দিয়েছি, তখন প্রাণের ভয়ে যদি পালাই, তাহলে ভীরু বলে আমার কলঙ্ক হবে। সে-কলঙ্ক গায়ে মেখে এরপর সকলের সামনে বেরুবো কি করে?

কন্তাঁ বললে—যে-প্রাণ থাকলে দেশের আর দশের কত কাজ করতে পারবেন, সে-প্রাণ এই রাক্ষসীর চক্রান্তে বিসর্জন দেবেন?

—তুমি বলছো চক্রান্ত! তার মানে?

—এই দেখুন চিঠি। বলে কন্তাঁ একখানা চিঠি দিলে দারতাঁয়ার হাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—মিলেডির হাতে লেখা চিঠি, আপনি পড়ে দেখুন।

দারতাঁয়া চিঠি পড়লো। এক কাউন্টকে লেখা চিঠি। মিলেডি কাউন্টকে যা লিখেছেন তার মর্ম হলো এইরকম—

> তাঁকে মিলেডি ভয়ানক ভালোবাসেন। তাঁকে না পেলে মিলেডির জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। কিন্তু মস্ত বাধা, তাকে এক হতভাগা মাস্‌কেটিয়ার বড়ই বিরক্ত করছে। তাকে শায়েস্তা করতে পারলে তবেই আশা পূর্ণ হবে! এজন্য কাউন্টের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কাউন্ট যেন আসেন!

চিঠি পড়ে সে তাকালো কস্তাঁর পানে...

কস্তাঁ বললে—এ-চিঠি নিয়ে মিলেডি আমাকে কাউন্টের হাতে দিতে বলেন। সে-কাউন্টকেও মিলেডি একটুও ভালোবাসেন না। ভালোবাসার লোভ দেখিয়ে তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চান। শুধু আপনাকে মারবার ফন্দি! আমি সবই জানি, সেজন্যে এ-চিঠি কাউন্টকে দিইনি। আপনার আসবার কথা আছে তাও জানি, তাই আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। এখন এ-চিঠি দেখে এঁকে আপনি চিনলেন?

দারতাঁয়ার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো—সে বললে—হুঁ। কিন্তু...

এমন সময় বাহিরে গাড়ি-থামার শব্দ। কস্তাঁ মৃদু কণ্ঠে বললে—ঐ মিলেডি ফিরেছে। আপনি এই ঘরে থাকুন, বেরুবেন না। আমি দেখছি...

কস্তাঁ বেরিয়ে গেল। দারতাঁয়া উৎকর্ণ হয়ে সে-ঘরে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর শুনলো জুতোর শব্দ। পাশের সাজ-পোশাক করবার ঘরে যাবেন মিলেডি...কস্তাঁ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তাকে প্রশ্ন করলেন—চিঠি দিয়ে এসেছিস?

—হ্যাঁ।

—বেশ। সে-ছোকরা আসেনি? সেই গেঁয়ো মাস্‌কেটিয়ার?

—কৈ, না তো।

—হুঁ...আজ তাহলে এলো না!

কথাই কইতে-কইতে মিলেডি পাশের ঘরে ঢুকলেন—কস্তাঁও ঢুকলো তাঁর পেছনে পেছনে। সে বললে—একে আপনার খুব ভালো লেগেছে...না? এলো না বলে আপনি...

জবাবে মিলেডি চেঁচিয়ে উঠলেন—কেপেছিস? একটা গেঁয়ো ভূত...ঘ্যান-ঘ্যান করে জ্বালিয়ে খেল। ও আমার দুশমন! উইন্টারকে হাতে পেয়ে ও ছেড়ে দিয়েছে—এ আমি কখনো ভুলবো? এই উইন্টার মারা গেলে ওর অগাধ ঐশ্বর্য আমার হবে। এ গেঁয়ো ভূতের জন্যেই শুধু হলো না। মহত্ত্ব দেখিয়ে লর্ডকে বাঁচিয়েছে...এখন ওকে কে বাঁচায়, আমি দেখবো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কন্তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনতে পেলে দারতাঁয়া। তার মন ঘৃণায়-বিদ্বেষে ভরে উঠলো। এমন রূপের আবরণে এত বড় পিশাচী! কন্তাঁর উপর মমতায় দারতাঁয়ার মন ভরে গেল। হোক দাসী...এত মমতা ওর মনে! এর পায়ের কাছে ঐ রূপসী রাক্ষসী দাঁড়াতে পারে না!

মনে তার খুব একটা ধিক্কার এলো। সেদিন আথস্ তাকে বারণ করেছিল বার বার করে; সে তার কথা শোনেনি, হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। তাকে তখন বলেছিল, তুমি ওকে বুঝতে পারোনি, ও খুব ভালো। কিন্তু এখন...এখন কি? সে নিজেই তো তাকে বুঝতে পারেনি! কিন্তু কত বড় বেইমান আর শয়তান এই মিলেডি। তাকে তার এই শয়তানির শাস্তি দিতে হবে।

মিলেডিকে সে নিজে হাতে শিক্ষা দেবে...হ্যাঁ, তাকে ছাড়বে না। তার জন্য মিলেডি যে-ফাঁদ গড়ে তুলছে, সেই ফাঁদেই তাকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেবে।

সকলের অলক্ষ্যে সে বেরিয়ে পড়লো মিলেডির বাড়ি থেকে। রওনা হলো সিধে বাড়ির দিকে। তার সমস্ত শরীর তখন অপমানের জ্বালায় প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে।

দাসীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা হলো। মিলেডি কাউন্টকে যে-সব চিঠি লিখে কন্তাঁর হাতে দিয়ে পাঠান, সে সেগুলো কাউন্টকে দেয় না—দেয় দারতাঁয়ার হাতে। কাউন্টের বেনামীতে দারতাঁয়া পাঠায় সে-সব চিঠির জবাব। জবাবে এমন লেখে, যেন কাউন্ট মিলেডির কথায় সব-কিছু করতে প্রস্তুত।

এমনি লেখালেখির ভিতর দিয়ে ঠিক হলো,—একদিন কাউন্ট এসে মিলেডির ঘরে অপেক্ষা করে থাকবে, তারপর দারতাঁয়া যেমন আসবে মিলেডির নিমন্ত্রণে, অমনি তাকে...

দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেল!

সেই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে দারতাঁয়াকে আসবার জন্য মিলেডির কি আকুল আমন্ত্রণ! ঠিক হলো, কাউন্ট আসবে সন্ধ্যা সাতটায়...আর দারতাঁয়া আসবে আটটায়।

সাতটার সময় মিলেডি পথ চেয়ে বসে আছেন—কাউন্ট আসবে! ঘড়িতে সাতটা বাজলো...বাইরে পায়ের শব্দ! মিলেডির দু-চোখ আশার আলোকে জ্বলজ্বল করে উঠলো!...পায়ের শব্দ তাঁর ঘরে।

মিলেডি চোখ তুলে দেখেন, কাউন্ট নয়, দারতাঁয়া।

চমকে উঠলেন মিলেডি! রাগে ক্ষোভে হয়ে গেলেন তিনি, এখুনি যেন ফেটে পড়বেন! কিন্তু ছলনাময়ী নারী...তক্ষুনি সে-ভাব চেপে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আমার কী সৌভাগ্য, এক ঘণ্টা আগে এসেছেন!

—হ্যাঁ।

এ-কথা বলে কাউন্টকে লেখা সেই আমন্ত্রণের চিঠিখানা দেখিয়ে দারতাঁয়া শ্লেষ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভরে বললে—অবাক হচ্ছেন! আমাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে এ-লোকটিকে লোভ দেখিয়ে ডেকেছেন, কোথায় তাকে অভ্যর্থনা করবেন, না, তার বদলে আমি এসে হাজির! এ্যাঁ! শিকারীর বদলে শিকার!

ঐ চিঠিখানা দেখে আর এই সব কথা শুনে মিলেডি বুঝলেন, সব ফাঁস হয়ে গেছে। নিশ্চয় এ ওই বেইমান দাসীটার কাজ! কিন্তু সে তো পরের কথা! এখন...

কোমরে তাঁর লুকনো রয়েছে ছোরা, সেই ছোরা চকিতে বার করে মিলেডি দারতাঁয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন!

দারতাঁয়া সরে গিয়ে নিজের তলোয়ার বার করে গর্জন তুললো—খবরদার! তুমি মেয়েমানুষ, নাহলে এই তলোয়ারের এক খোঁচায় তোমার শয়তানির সাজা দিয়ে দিতাম!

মিলেডি তলোয়ারের ভয় করেন না—এগিয়ে এলেন দারতাঁয়ার দিকে। দারতাঁয়া তাঁর হাত ধরে ফেললো। সে বীর, স্ত্রীলোকের গায়ে অস্ত্র ছোঁয়াবে না। মিলেডিকে ধরে জোরে ঝাঁকানি দিলে, সঙ্গে সঙ্গে মিলেডির গায়ের আবরণ গেল খসে। আবরণ খসে যেতে দারতাঁয়া দেখে মিলেডির গলায় লিলি পদ্মর চিহ্ন আঁকা। এ-পদ্মের মানে, ফরাসী-দেশের আইনে এই নারী ঘোরতর অপরাধী, আর সেইজন্যই সরকারের পক্ষ থেকে এঁকে দেওয়া হয়েছে এ চিহ্ন। দারতাঁয়া অবাক হয়ে গেল। ইংরেজ মহিলা...কিন্তু ফরাসী লিলি চিহ্ন কী করে এল এর গলায়?

কিন্তু দারতাঁয়া সব কিছু জেনে ফেলেছে দেখে মিলেডি চিৎকার করে উঠলেন। তাড়াতাড়ি অঙ্গ আবৃত করে বললেন—হতভাগা, শয়তান! তুমি আমার গোপন-পরিচয় জেনে ফেলেছো—তোমার আর নিস্তার নেই।

বলেই বাঘের মতো সে ঝাঁপ দেবে...

মিলেডির কপালে তলোয়ারের ডগা দিয়ে বিঁধে দারতাঁয়া বললে—এই আর-একটা চিহ্ন...আমি দেগে দিলাম তোমার কপালে। এ-মুখ নিয়ে লোক-সমাজে তুমি দাঁড়াও কি করে, দেখবো।

এই কথা বলে তলোয়ার উঁচিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে করতে পিছু হটে দারতাঁয়া চটপট ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে বাইরের দিক থেকে দরজায় শিকল টেনে বন্ধ করে দিলে।

ঘরের মধ্যে পিঁজরেয়-পোরা বাঘিনীর মতো মিলেডির চিৎকার শোনা যেতে লাগলো—পাজি...বদমায়েশ...শয়তান...

আর এক-মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না দারতাঁয়া...মিলেডির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

এলো নিজেদের বাড়িতে। এসে শুনলো, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। সেনাপতি ত্রেভিয়ের রক্ষীদলকে এখনি বেরুতে হবে। দারতাঁয়া নিশ্বাস ফেলে ভাবলো, এখানকার বিষের আবহাওয়া থেকে যে সে বেরিয়ে যেতে পারবে...এইটেই বরাত-জোর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিন-পনেরো পরের কথা...

ফ্রান্সের রোশেঁ অঞ্চলে জোর যুদ্ধ চলেছে। এ-যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজা ল্যুই আর মন্ত্রী রিশল্যু—দু'জনেরই সমান উৎসাহ। এ-যুদ্ধে তাঁদের কীর্তি-কাহিনী ফ্রান্সের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের এ যুদ্ধ শুধু আজকের নয়। এদের ভেতরে একটা যুদ্ধ বহুকাল থেকেই চলে আসছে—এখন সে যুদ্ধের শেষ পর্যায় চলেছে। সমাপ্তির আর সামান্যই বাকি।

রোশেঁ ফ্রান্সের বন্দর। ইংরেজ এক সময়ে এদেশের বহু জায়গা বহু বন্দরই দখল করে নিয়েছিল। ফ্রান্স ধীরে ধীরে সবই উদ্ধার করেছে...শুধু এই বন্দরটি এখনও ইংরেজের হাতে। এটিকে উদ্ধার করবার জন্য মন্ত্রীমশাই-এর পরামর্শে এইখানেই হবে ফরাসীদের অভিযান। এই এলেকায় বহু প্রোটেস্টান্টের বাস। এরা খ্রিস্টান হলেও পোপের বিরোধী। ফ্রান্স হলো রোমান-ক্যাথলিকদের দেশ। এরা সব সময়ে রোমের পোপকেই ধর্মগুরু বলে মানে। জার্মানী, ইতালী, ইংলন্ড—এগুলি প্রোটেস্টান্ট দেশ। প্রোটেস্টান্ট-সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মমত চালাবার জন্য ক্যাথলিকদের উপর তখন খুব জোর জবরদস্তি চালিয়েছে। ফরাসী-ফৌজ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে দেখে প্রোটেস্টান্টরা স্পেন, ইতালী আর ইংলন্ডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে না পেরে নানা জাতির ফৌজ এসেছে তাদের রক্ষা করতে। ইংরেজের পক্ষে ফৌজের অধিনায়ক হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন ইংলন্ডের ডিউক অব বাকিংহাম। ডিউক কুশলী যোদ্ধা—তাঁর হাতে ফরাসী-ফৌজ প্রায় ছত্রভঙ্গ হবার মতো। ফরাসী সেনাপতি সদলে সাঁতে মার্তা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। কাছেই আর একটি দুর্গ—লা-প্রে। সে দুর্গটি ছোট...কিছুসংখ্যক ফরাসী-ফৌজ সেখানেও আশ্রয় নিয়েছে।

এ-খবর প্যারিতে পৌঁছুতেই ঠিক হলো, রাজা এবং মন্ত্রীমশাই দু'জনেই যাবেন ফৌজ নিয়ে। তাঁদের বেরুবার আগে রক্ষীবাহিনীর একটা অংশকে প্যারি থেকে রোশেঁয় পাঠানো হলো। আর এই ভাঙা দলের সঙ্গে আসতে হলো দারতাঁয়াকে। আথস্, পোর্থস্, আরামিস্—এরা আসবে পরে, মূল দলের সঙ্গে।

রক্ষীবাহিনীর তাঁবু পড়েছে যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে তার কাছেই। ইংরেজ সেনাপতি বার-বার দুর্গ আক্রমণ করছেন...কিন্তু বার-বার তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে।

সেদিন সকালে রাজা ল্যুই-এর ভাই ডিউক অর্লি এলেন রক্ষীবাহিনীর তাঁবুতে...তাদের কাজ দেখতে এবং নির্দেশ দিতে। তিনি খুঁজছেন একজন নির্ভীক বেপরোয়া মানুষ—শত্রুপক্ষের দিক থেকে কিছু খবর আনতে পারে, এমন লোক। শত্রুপক্ষ তখন ধারে কাছেই কোন মোক্ষম জায়গায় একটা দুর্গ দখল করেছে। সে-দুর্গের চারদিকে শত্রুর সতর্ক পাহারা—এমনি খবর পেয়েছেন ডিউক। এ খবর

www.BanglaBook.org

সত্যি কি না, জানবার জন্য তিনি খুব দুর্ধর্ষ সাহসী এক বীরের সন্ধান করছেন।

ডিউক বললেন—চার-পাঁচজন লোক আমি চাই। তাদের মধ্যে একজন হবে নায়ক আর বাকিরা সেই নায়কের হুকুমে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সে-হুকুম তামিল করবে।

নায়কতা করবার জন্য রক্ষীদলের ক্যাপটেন দারতাঁয়াকে ডেকে এনে দিলেন ডিউকের সামনে খাড়া করে। ডিউক তাকে বুঝিয়ে দিলেন, তাকে কি কি করতে হবে। বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—পারবে?

অভিবাদন করে দারতাঁয়া বললে—আপনার অনুগ্রহে নিশ্চয় পারবো।

—আর সব লোক কোথায়?

—তারা এখনি আসবে।

এ-কথা বলে দারতাঁয়া নিজের তলোয়ার তুলে উঁচু করে ধরে হাঁক দিলে,...আমি দারতাঁয়া...তোমাদের বন্ধু...তোমাদের সাথী...আমি ডাকছি...প্রাণের ভয় করো না...আমার সঙ্গে মরতে রাজী আছে, এমন চারজন...কে কে আছো?

সঙ্গে সঙ্গে তাদের দল থেকে চারজন লোক এসে তখনি তার পাশে দাঁড়ালো। এ-চারজনের পর আরও...অনেকে এগিয়ে এলো। শেষের ক'জনকে উদ্দেশ্য করে দারতাঁয়া বললে—আগে যে-চারজন এসেছে, তাদের নিয়েই আমাদের কাজ হবে। এর বেশি...না, তোমাদের এখন প্রয়োজন নেই।

চারজনকে নিয়ে সে গিয়ে তখন পরিখায় নামলো এবং সেই পরিখা ধরে ক'জন এগিয়ে চললো...দু'জন তার পাশে, আর দু'জন পিছনে।

কী পথ! তাও আবার ট্রেঞ্চের মধ্য দিয়ে। কে জানে কোথায় কে পাহারাদার আছে, কখন দেখে ফেলবে। হুঁশিয়ার হয়ে এরা চলেছে। কখনো হামা দিয়ে, কখনো পরিখার দেওয়ালের গা-ঘেঁষে—মিশে...

অবশেষে! ঐ দেখা যায় দুর্গ! একটু আগে একটা বাঁক। সে-বাঁক পেরিয়ে এসে দারতাঁয়া দেখে, পিছনের সে-দু'জন লোক নেই তো! পিছিয়ে পড়লো? না, ভয়ে আর এগোয়নি? না আসে ক্ষতি নেই! দু'জনকে নিয়েই সে চলতে লাগলো।

আরো খানিকটা এগুতে, তারা দেখতে পেলো দুর্গের দরজা...জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই! সে প্রথমে এলো দরজার সামনে। না, এখানেও কেউ নেই! উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট—কারো সাড়া নেই, কোনো শব্দ নেই! দারতাঁয়া ভাবলো, দুর্গ দখল করে এরা চলে গিয়েছে...পাহারার ব্যবস্থা করে যায়নি।

দু-পা এগুলো। তখনো তারা দরজার বাইরে—ভিতর থেকে ধুরুম-ধুম্ শব্দ! খানিকটা ধোঁয়া, ক'টা গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে।

পাশেই একটা মোটা থাম। চট্ করে সেই থামের আড়ালে দারতাঁয়া সরে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালো। বুঝলো পাহারা শুধু ভিতরে,

www.BanglaBook.org

বাহিরে নয়। এই খবরটুকুর জন্যই আসা। খবর মিললো...আর এক মিনিট এখানে নয়!

তিনজনে ফিরলো। তীরের বেগে ছুটলো পরিখার দিকে। ধুরুম্!—একটা গুলি এসে লাগলো এক সঙ্গীর গায়ে, সে লুটিয়ে পড়লো!—বুক ফুঁড়ে তার উঠছে রক্তের ফিন্‌কি! দারতাঁয়া একবার দেখলো তাকে। না, প্রাণের কোনো আশা নেই! আর দাঁড়ানো নয়! আবার ছুট! ছুটতে ছুটতে এসে পরিখায় ঢুকলো। পিছনে তখনো গুলি ছুটছে...ধুরুম্-ধুম্ আওয়াজ। যে-সঙ্গী বেঁচে ছিল, তারও কাঁধে লাগলো গুলি। সে-ও পড়লো মাটিতে লুটিয়ে। দারতাঁয়া একা...ছুটেছে...ছুটেছে...ছুটেছে!

হঠাৎ সামনে থেকে কে বন্দুক ছুড়লো, গুলি লাগলো একটা পাথরের গায়। আশ্চর্য! সামনে তো পাহারার চিহ্ন ছিল না...হঠাৎ এদিক থেকে বন্দুক ছোড়ে কে? আসতে আসতে যে-দু'জন হঠাৎ সরে পড়েছে, তাদের কাজ নয় তো? দারতাঁয়া বুদ্ধি খেলিয়ে শুয়ে পড়লো মরার মতো। কাঠের মতো নিস্পন্দ পড়ে রইলো...চোখ বুজে...নিশ্বাস বন্ধ করে।

যা ভেবেছিল...সেই দুই সঙ্গী। তারা দেখতে এলো তাদের কীর্তি। দেখে, লুটিয়ে পড়ে আছে দারতাঁয়া! আপদের শান্তি। একজন বললে—চলো, আর দেরি নয়! কে জানে, কোন্ দিক থেকে কখন গুলি আসবে!

দ্বিতীয় লোকটি বললে—হ্যাঁ...কাজ তো সাবাড়...আর এখানে কেন? ফিরে গিয়ে বলবো, এরা তিনজনে মারা গিয়েছে শত্রুর গুলিতে।

তারা ফিরলো। যেমন ফেরা, সঙ্গে-সঙ্গে দারতাঁয়া নিঃশব্দে উঠলো, উঠেই খোলা তলোয়ার হাতে দু'জনের মাঝখানে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো! তারা চমকে উঠলো। কিন্তু একজন ছিল ভয়ানক হুঁশিয়ার। সে যখন দেখলো, দারতাঁয়া এত কাছে এসে পড়েছে যে বন্দুক ছোড়া চলে না, তখন বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারবে বলে বন্দুক উঁচোলো। দারতাঁয়া একটু পিছু হঠলো...এখানে গোলমাল করা চলবে না...শত্রু পিছনেই আছে।

সে সরে দাঁড়াতেই লোক দুটো পিছন দিকে ছুটলো। পর পর ছুটেছে দু'জন উলটো দিকে সেই ফেলে আসা দুর্গের দিকে...

যেই তারা পরিখার মুখে গিয়ে পৌঁছেছে, অমনি ওদিক থেকেও ছুটলো বন্দুকের গুলি। গুলি খেয়ে আগের লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হুঁশিয়ার সৈনিকটি তখন একা। দারতাঁয়া ছুটে এসে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে তার মাথায় দিলে জোরে এক ঘা! লোকটা নেতিয়ে পড়ে গেল। দারতাঁয়া তখন আবার যেমন তার তলোয়ার উঁচিয়েছে—লোকটি কেঁদে উঠে তার পায়ের ওপর পড়লো, বললে—মারবেন না, দোহাই...আমি সব কথা বলছি।

—কি বলবি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—যা বলবো, শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন।

—তার মানে?

সে বললে,—একটি মেয়েলোক...তাঁকে চিনি না, জানি না—সকলে বলে, মিলেডি। তিনি বলেছিলেন আপনাকে মারতে।

—মিলেডি! ও! বটে! তাকে তুমি চেনো না? জানো না? তাহলে তোমাদের সে কি করে পেলে?

লোকটা বললে—আজ্ঞে আমি চিনি না। আমার ঐ সঙ্গী...তাকে বলেছিল—তার সঙ্গে কথা হয়েছিল। আমাকে এ সঙ্গী বলেছিল, এ-কাজে তার সাহায্য করতে। আপনাকে মারবার জন্য টাকা দিয়েছিল।

—বটে! কত টাকা?

—আজ্ঞে, একশো মোহর।

—পেয়েছো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। যে ঐ মরে পড়ে আছে ওর পকেটে চিঠি আছে—বিশ্বাস না হয়, দেখতে পারেন।

—আবার চিঠি! দারতাঁয়া বললে—নিয়ে এসো সে-চিঠি।

—আজ্ঞে, ওর পকেটে আছে, কি করে আনবো? এখনি গুলি ছুটবে।

দারতাঁয়া বললে—তাহলে তোমাকে মরতে হবে। বেইমানের শেষ রাখতে নেই।

—আজ্ঞে না, দোহাই! লোকটার কি কাতর মিনতি। বললে—চিঠি আনছি, কিন্তু...কিন্তু...ভয় করে, যদি গুলি ছোটে!

—হতভাগা, এত ভয়? এ-কাজে নামবার সময় এ-ভয় তোমার ছিল কোথায়?

দারতাঁয়া তাকে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে জোরে এক ঘা মেরে সন্তর্পণে নিজেই এগিয়ে চললো মরা-লোকটার দিকে। চিঠিটা তার চাই। অবিশ্যি ও-পক্ষের সাঙ্গীরা মনে হয় ও-লোকটাকে মরতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এতক্ষণ সরে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে, চিঠির সন্ধান কে করবে এমন শত্রুর বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? মরা সৈনিককে কাঁধে তুলে নিয়ে সে জ্যান্ত সৈনিকটাকে বললে...—চলো, আগে আগে।

আবার চলা শুরু—নিজেদের এলাকার দিকে।

অনেকখানি এসে তবে নিরাপদ জায়গা। সেখান থেকে দেখা যায় নিজেদের গণ্ডী। মরা সৈনিকটিকে মাটিতে নামিয়ে তার পকেট থেকে দারতাঁয়া বার করলো চিঠি—মিলেডির হাতে লেখা চিঠি।

চিঠিতে লেখা—এ-কাজ যদি না পারো, আমার দেওয়া একশো মোহর আমাকে ফিরিয়ে দেবে। এ-কাজ শেষ না করে ও-টাকা নিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করো না, তা হলে আমার হাতে রক্ষা পাবে না।

www.BanglaBook.org

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে দারতাঁয়া সেটা রাখলো নিজের পকেটে...রেখে সে-লোকটাকে বললে—চলো, ছাউনির দিকে।

ছাউনিতে ফিরে আসতে সকলের কি আনন্দ! এখানে খবর রটে গেছে যে তারা সবাই নাকি শত্রুপক্ষের গুলিতে পরিখার মধ্যেই মারা গিয়েছে।

দারতাঁয়া গিয়ে ডিউককে দুর্গের খবর জানালো। তিনি খুশি হয়ে প্রশংসা করে বললেন—সাবাস খোকরা! একেই বলে সাহস! একেই বলে বীরত্ব!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক'দিন বেশ ভালোই কাটলো। একদিন সকালে দারতাঁয়ার নামে একজন লোক একখানা চিঠি নিয়ে এলো। এ চিঠি লিখে পাঠিয়েছে রক্ষীদলের পাকশালার পাচক। চিঠির সঙ্গে সে পাঠিয়েছে বারো বোতল সুরা...ভিলোরির উৎকৃষ্ট সুরা। চিঠির নিচে রয়েছে পাচকের নাম সহি। চিঠিতে লেখা রয়েছে—এ সুরা পাঠানো হলো রাজা বাহাদুরের ইচ্ছায়...রক্ষীদের কৃতিত্বের পুরস্কার।

রাজা পাঠিয়েছেন উপহার তাদের কাজে খুশি হয়ে। তবে আর কি,—ব্যস লাগাও ফূর্তি। আচ্ছা দাঁড়াও, কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে ঠিক করে ফেলো এখুনি।

তৎক্ষণাৎ ভোজের সমারোহ লাগিয়ে দেওয়া হলো! বহু অতিথি আসবেন। চারদিকে উদ্যোগ পর্ব চলেছে...

হঠাৎ রসুইঘর থেকে একটা হট্টগোল উঠলো। কে এক রসুইখানার চাকর লোভে পড়ে রাজার দেওয়া একটা বোতল খুলে নাকি চুপি চুপি একটু চেখে নিচ্ছিল। তা তাকে আর খেতে হয়নি। যেমন এক চুমুক মুখে তুলেছে আর ব্যস, অমনি দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একেবারে শেষ।

ব্যাপার দেখেশুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল, সুরা ওগুলো মোটেই নয়—উগ্র বিষ।

একে বিধির নির্বন্ধ ছাড়া আর কী বা বলা যায়! ভাগ্যে ঐ লোকটার লোভ হয়েছিল, তা না হলে নিঃসংশয়ে ও-সুরা খেয়ে কত লোকের প্রাণ আজকে যেতো। যা হোক, ভগবান বাঁচিয়েছেন এ যাত্রায়।

সবারই মন খুব খারাপ হয়ে গেল এই ঘটনায়।

কিন্তু আশ্চর্য! এ কীর্তিটি কার বলে মনে হয়? কে অমন ব্যাপক নরহত্যাকারী, এমন বিবেকহীন! কিসেরই বা এত আক্রোশ!

দারতাঁয়ার মনের মধ্যে শুধু একটা কথাই বাজছে। সে শুধু একটি লোককেই দায়ী করছে এই কুকীর্তির মূল হিসাবে—সে মিলেডি। এ নিশ্চয় ঐ মিলেডি, সে

www.BanglaBook.org

ছাড়া আর কেউ নয়, আর কেউ নয়। এমন হিংস্র প্রতিহিংসা, হীন চক্রান্ত একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

সেদিন রাত্রে। দারতাঁয়া পাহারায় মোতায়েন। আথস্, পোর্থস্ আর আরামিস্—তিনজনে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলো। অলস-ভ্রমণ! চলেছে...চলেছে...কথাও হচ্ছে,—সম্প্রতি ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য যে-চক্রান্ত হয়ে গেল, তাই নিয়ে চলেছে আলোচনা।

একজন বললে—মিলেডি তো আবার মন্ত্রীমশায়ের চর...ফরাসীর পক্ষে ইংলণ্ডে সে দূতিয়ালী করছে।

—হ্যাঁ, দারতাঁয়া একটু ঘাবড়ে গিয়েছে।—মন্ত্রীমশায়ের কানে সে যদি পাঁচটা মিথ্যা কথা তোলে...তাহলে হয়ত তাঁরও বিষ নজরে পড়বে তো ও।

এমনি নানা কথা কইতে কইতে চলেছে ক'জন। আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকার রাত্রি। হঠাৎ তারা দেখে, ঘোড়ায় চড়ে মন্থর হুঁশিয়ার-গতিতে কে একজন মানুষ...আপাদমস্তক তার আঙ্গরাখায় ঢাকা...এদিকে আসছে! তখনি তিনজনে সমস্বরে হাঁক ছাড়লো—কে যায়? জবাব দাও! নইলে এখনি গুলি করবো!

সওয়ার জবাব দিলে—হুঁশিয়ার! কার সঙ্গে কথা কইছো, খেয়াল রেখো, বীরের দল!

লোকটির কণ্ঠ তারা চিনলো! আরে, এ যে মন্ত্রীমশাই স্বয়ং! তখন তারা মাথা নিচু করে অভিবাদন করলো।

মন্ত্রীমশাই বললেন—ভয়ানক অন্ধকার, কিছু ঠাহর হয় না। আমার সঙ্গে এসে যদি আমাকে পথ বাতলে দাও...খুশি হবো।

এরা বললে—আপনার অনুগ্রহ...এ-অনুগ্রহ আমরা মাথা পেতে নেবো।

—তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে চললো তিনজনে...নিঃশব্দে সতর্ক তাদের ঘোড়া। তারা সবাই মিলে এলো এক নিরালা-নির্জন সরাইখানায়। সরাইওয়ালা সামনে দাঁড়িয়ে...যেন কার প্রতীক্ষায়!

মন্ত্রী বললেন—কার্ডিনাল রিশল্যু!

সরাইওয়ালা বললে—হুজুরের জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি।

—বেশ! আমার এই প্রহরী তিনজনকে নিচের কোন ঘরে বসাও। আর আগুন জ্বালো...ভয়ানক শীত...এরা হাত-পা গরম করে নেবে। তারপর আমার কাজ চুকলে আমার সঙ্গে এরা ফিরে যাবে।

সরাইওয়ালা বললে—তাই হবে, হুজুর।

সরাইওয়ালা ওদের তিনজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বসালো নিচের তলার একটা ঘরে। আর মন্ত্রীমশাই চলে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোর্থস্ আর আরামিস্ বসলো টেবিলে তাস খেলতে। আথস্ পায়চারি করতে লাগলো। ঘরের কোণে চিমনি—আগুন জ্বলছে। চিমনির নিচের দিকটা খোলা...আগুনের চুল্লীতে আগুন জ্বলছে গন-গন করে। পায়চারি করতে করতে চিমনির ফোকর দিয়ে কথা শুনতে পেলো আথস্। চিমনির গা-ঘেঁষে সে দাঁড়ালো চিমনির গায়ে কান রেখে—কথাগুলো শুনতে হবে!

শুনলো—মন্ত্রী বলছেন—শোনো মিলেডি, ভয়ানক জরুরি ব্যাপার...

আথসের ললাট কুঞ্চিত হলো। এইখানে? মিলেডির সঙ্গে মন্ত্রীমশায়ের আলাপ-আলোচনা? বটে!

মন্ত্রী বললেন—প্রোটেস্টান্টরা আবার মাথা তুলতে চায়। ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব বাকিংহামের কাছে ওরা ফৌজ চেয়েছে খবর পেয়েছি! তোমাকে তাই এই দণ্ডে ইংলণ্ডে যেতে হবে...তাঁকে নিরস্ত করতে। তিনি যেন ফৌজ না পাঠান! এদের সঙ্গে কোন সংযোগ যেন তিনি না রাখেন।

—কিন্তু কি করে তা হবে? আমার কথা তিনি শুনবেন কেন?

—কৌশল চাই, মিলেডি...কৌশল!—মন্ত্রী বললেন—তোমার মাথায় বহুত ফন্দি-ফিকির আসে!...কোন গোঁড়া পিউরিটানকে হাত করে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে না? ওখানে বহু পিউরিটান আছে। তাদের শুধু একটু উস্কানি দেওয়া যে, পিউরিটানদের ধ্বংস করতে চায় বাকিংহাম! পারবে...তুমি পারবে। ছলাকলায় তোমার আশ্চর্য দখল আছে!

মিলেডি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—এমন গোঁড়া পিউরিটান পাবো নিশ্চয়, যারা নিজেদের ধর্মের গোঁড়ামি বজায় রাখতে সব-কিছু করতে পারে। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে...আমাকে অনুগ্রহ করতে হবে।

—কি চাই?

মিলেডির গলা শোনা গেল—এ-কাজের দাম, দারতাঁয়ার প্রাণ!

—তা কি করে হবে?—মন্ত্রীমশায়ের কণ্ঠে একটু যেন উত্তপ্ত ভাব।

—সে আমি দেখবো। আমি যা বলবো, আপনি তা লিখে তাতে সহি করে দেবেন।

—কি লেখা লিখিয়ে আমার সহি চাও, শুনি?

—লেখা এমন কিছু নয়। শুধু লিখবেন...এ-লোক যে-কাজ করেছে, তা আমার হুকুমে...রাজ্যের মঙ্গলের জন্য।

—বেশ! কাগজ-কলম দাও।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ...

একটু পরে মন্ত্রীর কণ্ঠ শোনা গেল—হলো?

—হ্যাঁ। আপনার অসীম অনুগ্রহ! আপনার কাজ...আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন...আমার জীবন যায় যদি, তবু এ কাজ হবেই!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর পায়ের শব্দ...আথস্ তাকালো বন্ধুদের দিকে...বললে—আমার ভয়ানক দরকার, আমি বেরুচ্ছি। মন্ত্রীমশাইকে গুছিয়ে একটা কৈফিয়ত দিয়ো। আমি আর এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারছি না।

এ-কথা বলে আথস্ সরাই থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল—বেরিয়ে কাছাকাছি একটা গাছের পিছনে দাঁড়ালো।

তারপর মন্ত্রী বেরুলেন সরাই থেকে...সঙ্গে পোর্থস্ আর আরামিস্। তিনজনে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

ওঁরা চোখের আড়ালে অদৃশ্য হলে আথস্ এলো সরাইয়ে...এসে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় উঠলো। একটু আগে যে-ঘরে কথা হচ্ছিল, সেই ঘরের দরজা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকলো।

মিলেডি তখন বেরুবার উদ্যোগ করছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—কে? কে তুমি?

আথসের আপাদমস্তক আঙরাখায় ঢাকা, সেটা খুলে আথস্ বললে—চিনতে পারো, মাদাম?

শিউরে মিলেডি দু-পা পিছনে সরে গেলেন...যেন ভূত দেখেছেন। কম্পিত কণ্ঠে মিলেডি বললেন—একি, তুমি!

—হ্যাঁ, চিনেছো তাহলে। বহুত আচ্ছা! তারপর দাঁতে দাঁত চেপে রুষ্ট স্বরে আথস্ বললে—হ্যাঁ, আমি কাউন্ট দ্য লা ফে...তোমার স্বামী।

বলেই হাতের পিস্তল উঁচিয়ে আথস্ বললে—মন্ত্রীমশাইয়ের সহি করা কাগজখানি এই দণ্ডে আমার হাতে দাও...নাহলে পিস্তলের একটি গুলি...তোমার ঐ ফন্দি-ভরা মাথা এখনি গুঁড়ো করে দেবো!

মিলেডি নিরুপায়! জামার নিচে বুকের মধ্যে সে চিঠি। চিঠি বার করে কম্পিত-হাতে সে-চিঠি দিলেন আথসের হাতে। বললেন—নাও...

মিলেডির মাথার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে আথস্ সে চিঠিখানি খুললো...নিচের সহিটা দেখলো। ঠিক আছে! তারপর মিলেডির দিকে চেয়ে বললে—তোমার বিষ দাঁত ভেঙেছি! এখন যাও, যাকে কামড়াতে চাও, কামড়াতে গিয়ে।

এ-কথা বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঘরের দরজা সজোরে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত-পায়ে নেমে একেবারে সরাইয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালো। গাছে ঘোড়া বাঁধা ছিল...লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে উল্কা বেগে ছুটে সে ফিরলো ডাউনিতে।

সেই রাত্রেই চার বন্ধুতে মিলে পরামর্শ হলো। দারতাঁয়া বললে—এমন চক্রান্ত যদি নিত্য চলতে থাকে...কোন্ দিকে কত হুঁশিয়ার থাকবো?

আথস্ বললে—একটা কথা মানো বন্ধু? সব-ব্যাপারেই অতি-বাড় হলে পতন অনিবার্য। মিলেডির সাহস দিন-দিন যে-রকম বেড়ে চলেছে...এই অতি-বাড় থেকে

www.BanglaBook.org

বুঝছি, ওর পতনের আর দেরি নেই। আমাদের হাত-পা এলিয়ে বসলে চলবে না। ও যেমন...তেমনি আমরাও বেপরোয়া হয়ে ওর পিছনে লেগে থেকে ওর সর্ব-কাজ ভণ্ডুল করবো! দেখি, ওর শয়তানি কতদূর যায়।

—কি তুমি করতে চাও?—দারতাঁয়া জিজ্ঞেস করলে।

—তোমার বন্ধু লর্ড উইন্টার এখন লন্ডনে...তাঁকে খবর পাঠাতে হবে। ও তাঁরও নিপাত চায়। এখন ও চলেছে ইংলন্ডে শয়তানির মতলবে। ও যে সেখানে যাচ্ছে, লর্ড উইন্টারকে সে খবর জানানো চাই। তারপর দেখা যাক, তিনি সেখানে কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা, বিষধরীকে শায়েস্তা করতে!

—কি করে খবর পাঠাবে?

পরামর্শ ঠিক হলো, প্লাশেঁকে পাঠাতে হবে লন্ডনে খবর দিতে। সে ওদের খুব বিশ্বাসী চাকর...তার বুদ্ধি আছে, সাহসও আছে। সে-ই উপযুক্ত লোক। দারতাঁয়া চিঠি লিখে তার হাতে দেবে...লন্ডনে আছেন লর্ড উইন্টার, সেখানে গিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়ে তার জবাব নিয়ে আসবে।

দারতাঁয়া লিখলো চিঠি—মিলেডির খবর জানিয়ে।

পরের দিন রাত্রে প্লাশেঁ নিঃশব্দে চললো ইংলন্ডে।

সে ফিরে এলো ষোল দিনের দিন...লর্ড উইন্টারকে চিঠি দিয়ে এসেছে। তিনি তার জবাবে লিখেছেন—

বন্ধু—অশেষ ধন্যবাদ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিলেডি লন্ডনে যাবার জন্য তৈরি।

মন্ত্রীমশাই বললেন—নদীর ঘাটে তোমার জন্য ছোট একখানা জাহাজ তৈরি থাকবে...রাত্রে নিঃশব্দে, তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে। ভোর হলেই জাহাজ ছাড়বে...যাত্রী তুমি একা। সেখানে পৌঁছেই ডিউক অব বাকিংহামের সঙ্গে দেখা করবে। তাঁকে বলবে, এখানে রানীর সঙ্গে তাঁর যে চিঠি-পত্র চলেছিল গোপনে...সে সব ধরা পড়ে গিয়েছে। রানী তাঁর বন্ধু...বাকিংহামকে স্পষ্ট বলবে, আমাদের কথায় যদি তিনি রাজী না হন, তাহলে এখানে রানীর অহিতানিষ্ট করবে মন্ত্রী রিশ্‌ল্যু। আর ঐ যা বলেছি—কোন ধর্মান্ধ পিউরিটান ছোকরা। তুমি বলেছো, ঢের ছোকরা পাওয়া যাবে সেখানে। ভালো কথা, এমন স্ত্রীলোক কি কেউ নেই, যার রাগ আছে, আক্রোশ আছে ঐ ডিউকের উপর?

—আছে, আছে...একটি মহিলাকে আমি জানি—তার নাম মাদাম বোনাসু। তাকে ওরা বন্দী করে রেখেছিল। পরে রানীর কথায় খালাস পেয়ে সে এক মঠে আশ্রয় পেয়েছে! আপনি যদি সে-মঠের সন্ধান দিতে পারেন...

www.BanglaBook.org

মন্ত্রী বললেন—সন্ধান নেবো। তুমি আজ রাত্রেই বেরুবে...দেরি নয়।

—আচ্ছা।

সেই রাত্রেই মিলেডি সকলের অজ্ঞাতে গিয়ে জাহাজে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়লো এবং পরের দিন বিকেলে গিয়ে পৌঁছুলো ইংলণ্ডে—পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে।

সেখানে তখন মহা-ধুম। সারা বন্দরে যেন উৎসব লেগে গিয়েছে। চারখানা নতুন জাহাজ তৈরি করে সেগুলো জলে নামানো হয়েছে। নিজের জাহাজের কামরা থেকে সে সব জাহাজ দেখতে-দেখতে হঠাৎ মিলেডির চোখ পড়লো ডিউক অব বাকিংহামের উপর। একখানা জাহাজে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। জলে জাহাজ নামানো হচ্ছে, তিনি তা দেখছেন। অস্ত-সূর্যের কিরণ পড়েছে তাঁর সোনালী পোশাকে। পোশাকে হীরা-মণি-মুক্তা আঁটা, রৌদ্রের আভায় সেগুলো ঝকঝক করছে! মাথার লোহার টুপিতে পাখির সাদা পালক—বাতাসে হেলে পড়েছে—বাঁকা তলোয়ারের মতো।

বুকখানা ধক্ করে উঠলো মিলেডির! যে-কাজের ভার নিয়ে এসেছেন, কি করে তা সফল হবে?

মিলেডির জাহাজ ধীরে ধীরে তীরের দিকে চলেছে...তীর আর কতটুকু। হঠাৎ একখানা ফৌজী ডিঙ্গি নৌকো ঢেউয়ে দুলতে-দুলতে এসে দাঁড়ালো তাঁর জাহাজের পাশে। বোটের পাটাতনে একজন তরুণ সেনানী...জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে কি ইশারা হলো তার! হবামাত্র জাহাজ থেকে লম্বা সিঁড়ি নামলো বোটে! সেনানীটি তার ক'জন লোক নিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠলো। তার হুকুমে জাহাজের যত মাঝি-মাল্লা এসে তার সামনে দাঁড়ালো। সকলকে দেখে সে বললে—এবার যাত্রীদের দেখতে চাই।

কাপ্তেন বললেন—যাত্রী শুধু একজন...এক মহিলা।

—তাঁকে চাই।

মিলেডি এলেন...নামবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সেনানীটি তাঁকে দেখলো—তারপর কাপ্তেনকে ডেকে তার সঙ্গে কি কথা বললো। কথার পর তার নৌকা চললো তীরের দিকে। জাহাজ চললো বোটের পিছু-পিছু তারই অনুসরণ করে।

মিলেডির মনে নানা চিন্তা! কে এ সেনানী? হঠাৎ তাঁর জাহাজে এলো কেন? যাত্রী পরীক্ষার এত ঘটা কেন? তা ছাড়া এ বোটের সঙ্গে-সঙ্গেই বা এ-জাহাজ চলে কেন? অফিসার নিজের বোটে নামলো না কেন? এঁদের কি কোন রকম সন্দেহ হয়েছে?

কিন্তু এ-সব প্রশ্ন কাকে করবেন?...প্রশ্ন করা হলো না।

বোট এবং জাহাজ এসে দাঁড়ালো বন্দরের জেটিতে। তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে, জেটিতে অসংখ্য বাতি জ্বলছে। লাল, সবুজ...দু-রঙের বাতির সার! মিলেডির হাত-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পা কেমন যেন ঝিমিয়ে এলো। জীবনে বোধহয় এই প্রথম তাঁর ভয় পাওয়া!

সেনানীটির কথায় জাহাজের কাপ্তেন লোক দিয়ে মিলেডির মালপত্র নামিয়ে দিলেন বোটে...তখন সেনানীটি এসে মিলেডিকে অভিবাদন করে সসম্ভ্রমে বললে—দয়া করে বোটে নামুন।

মিলেডি সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না...কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেনানীটি বললে—নামুন। আমার পোশাক দেখে বুঝছেন নিশ্চয়, নৌ-বিভাগের কর্মচারী আমি। বিনা কারণে আপনাকে এ-কথা বলছি না।

মিলেডি ধিক্কার তুললেন—বুঝেছি! কিন্তু আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ?

এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে সেনানীটি বললে—যুদ্ধ হচ্ছে কিনা—তাই আসা-যাওয়ায় কড়াক্কড় নিয়ম-কানুন এখন। বিদেশ থেকে যিনিই আসবেন—পুরুষ হোন বা মহিলা হোন—পদস্থ লোক হোন, আর অতি সাধারণ মানুষই হোন...সকলের বেলাতেই দস্তুরমতো তদারক তদন্ত করা হবে! কেন আসছেন, কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন—এ-সবের সমস্ত খবর জেনে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। আমার কর্তব্য এটা।

কথাগুলো সেনানীটি বললো অত্যন্ত সহজ-শান্ত-বিনীত ভঙ্গিতে। এই যদি নিয়ম—তার কি অপরাধ?

মিলেডি বললেন—কিন্তু আমি ইংরেজ...আমি লেডি ক্লারিশ্। আমার সম্বন্ধে এ নিয়ম...

বাধা দিয়ে তেমনি শান্তকণ্ঠে সেনানীটি বললে—ক্ষমা করবেন, লর্ড-লেডি...ব্যারন-ব্যারনেস, মিস্টার-মিসেস্...মিস্—সকলের সম্বন্ধে এক নিয়ম। কাজেই দেশের জন্যে এ নিয়ম আপনাকেও মানতে হবে, মানা উচিত! আসুন, দেরি করবেন না। আমার আরো অনেক কাজ আছে।

ঐ-কথা বলে সে হাত বাড়ালো...বললে—আমার হাত ধরে নামুন আমার বোটে।

নিরুপায়! বোটে নামতে হলো। বোট এগিয়ে গিয়ে আর একটা জেটিতে লাগলো।

সেনানীটি তীরে নামলো, নেমে মিলেডির হাত ধরে তাঁকে নামালো। একটু উপরে উঠে পথ। পথে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বড় গাড়ি, ভালো গাড়ি। কোচম্যান সহিসের পরনে জমকালো উর্দি।

—এ গাড়িতে আমাকে উঠতে হবে বোধহয়?—মিলেডি জানতে চাইলেন।

সবিনয়ে মাথা নেড়ে সেনানীটি বললে—হ্যাঁ।

মিলেডি গাড়িতে উঠে বসলেন। সেনানীটিও উঠলো।

মিলেডি জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যেতে হবে?

—শহরের একেবারে শেষে।

—বেশ।

www.BanglaBook.org

গাড়ি চললো। কোথায় যাবে, কোচম্যান সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলো না। মিলেডি ভাবতে লাগলেন,—কে এ-সেনানী? কোথায় নিয়ে চলেছে তাঁকে? তদন্তই যদি, তবে সে-তদন্ত তো এইখানেই অনায়াসে হতে পারতো! আমার পরিচয় পেলো! কিন্তু কেন এসেছি, সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলো না তো! তদন্ত যদি, তাহলে সে-প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

মিলেডি ভেবেছিলেন, গাড়িতে বোধহয় জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু গাড়িতে একটা কথা নয়! সেনানীটি নির্বাক বসে আছে! এর মানে?

গাড়ি চলছে...এ পথ, ও-পথ শহর ছাড়িয়ে চলেছে।

পথের দু-দিকে ধু-ধু প্রান্তর...ঘর-বাড়ির চিহ্ন নেই! লোকজনও চলছে না! পথের দু'ধারে বাতি জ্বলছে, জনহীন প্রান্তর যেন আলোর চোখ মেলে ল্যাম্পপোস্টগুলি দেখছে—নিঃশব্দে। ব্যাপার কি! মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছ দৈত্যের মতো খাড়া আছে! মিলেডির বুকখানা ছমছম করে উঠলো।

—পথের যে শেষ নেই দেখছি। শহর যেন অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি মনে হচ্ছে।

সেনানীটি এ-কথার জবাব দিলে না—নিরুত্তর রইলো।

মিলেডির অসহ্য বোধ হলো। তিনি গর্জন করে উঠলেন—আমাকে কোথায় কেন নিয়ে চলেছেন, যদি না বলেন...আমি যাবো না।

এ-কথারও উত্তর দিলে না অফিসার।

মিলেডি বসে উঠলেন—অত্যাচার! বলেই চিৎকার করলেন—কে আছো? আমাকে বাঁচাও...আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

সে কথা কে শুনবে? কে দেবে জবাব? গাড়ি সমানে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ—খট্-খট্...খটা-খট্! অফিসার নির্বাক, নিরুত্তর।

মিলেডি বললেন—গাড়ি থেকে আমি লাফিয়ে পড়বো। বলেই গাড়ির দরজা খোলবার চেষ্টা করলেন।

অফিসার বললে—তাতে সুবিধা হবে না। মিথ্যা জখম হবেন!

অগত্যা মিলেডি হেলান দিয়ে বসে রাগে গুমরোতে লাগলেন।

সেনানীটি তাঁর দিকে চেয়ে আছে। যে-মুখ খানিক আগে মনে হয়েছিল অপরূপ সুন্দর...যেন সদ্য ফোটা ফুল, এখন মনে হচ্ছে ফুল নয়—কাঁটার গুচ্ছ!

মিলেডি লক্ষ্য করলেন—সেনানীটি একাগ্র তন্ময় দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে! রূপে বিহ্বল? তরুণ বয়েস, আশ্চর্য নয়! ঝাঁজ-মেজাজ দেখানো উচিত হয়নি! মুখের দুটো মিষ্টি কথা—চোখের একটা মিষ্টি চাহনি, তাতে কাজ হতো বরং।

তখনি অত্যন্ত সহজ শান্ত ভাব দেখিয়ে বেশ মিষ্টি-মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন—বুঝেছি, এ-জুলুমে আপনার হাত নেই। সরকারের হুকুম! কিন্তু আপনাকে কেউ লেলিয়ে দেয়নি তো কোন মতলবে?

www.BanglaBook.org

—আপনাকে তো বলেছি—যুদ্ধের দরুন কড়া নিয়ম। আপনার উপর কোনো জুলুম করা হয়নি—হবে না। সকলের সম্বন্ধেই এই একই বিধি...

—পরিচয় দিলাম...তবু আপনার বিশ্বাস হলো না? আমাকে আপনি চেনেন না, বলতে চান?

সেনানীটি বললে—জীবনে আপনাকে আজ এই প্রথম দেখলাম। আর বিশ্বাসের কথা বলছেন? বিশ্বাস বা অবিশ্বাস—আমার তাতে কোন এক্তিয়ার নেই!

মিলেডি আর কোন কথা বললেন না। নিয়ম যখন, তাই হোক!

তিনি হেলান দিয়ে বসলেন...বসে দু-চোখ বুজলেন।

হঠাৎ গাড়ি থামলো। মিলেডি চোখ মেলে চেয়ে দেখেন, সামনে লোহার প্রকাণ্ড ফটক। ফটকে জোর-আলোর বাতি জ্বলছে, ভিতর দিয়ে পথ চলে গেছে সোজা প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির দিকে। সে বাড়ি তো বাড়ি নয়, যেন একটা প্রাসাদ!

গাড়ি থামলে সেনানীটি নেমে গেল। ফটকে সশস্ত্র দু'জন সান্ত্রী...তাদের কাছে গেল। কি যেন কথা হলো—সান্ত্রীরা চাবি ঘুরিয়ে ফটক খুলে দিলে। সেনানীটি এসে আবার গাড়িতে বসলো। গাড়ি ঢুকলো ফটকের মধ্যে, ঢুকে ভিতরের পথ ধরে চললো প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদের সামনে যখন গাড়ি থামলো, সেনানীটি নেমে বাঁশি বাজালো। ভেতর থেকে উর্দিপরা দু'জন লোক এসে তার সামনে দাঁড়ালো। কি যেন কথা হলো তিনজনে, তারপর সেনানীটি হাত ধরে মিলেডিকে নামালো গাড়ি থেকে।

তারপর তারা চললো প্রাসাদের ভেতরে...

ঘরের পর ঘর, দালানের পর দালান। কত ঘর, কত দালান পার হয়ে পাওয়া গেল এক পাথরের তৈরি সিঁড়ি—সিঁড়ির পর সিঁড়ি, অনেক দূর পর্যন্ত। সেই সিঁড়ি বেয়ে তাঁরা উঠলেন দোতলায়। দোতলায় দু-চারটে ঘর আর দালান পার হয়ে তাঁরা এবারে এসে পৌঁছুলেন মস্ত বড় একখানা হল ঘরে।

ঘরখানা দামী আসবাব-পত্রে সাজানো। চেয়ার-টেবিল সোফা-কৌচ, বড়-বড় আয়না, দেয়ালে ছবি—যেন রাজার ঘর। মিলেডি নিশ্বাস ফেললেন। না, কারাগার নয়। তা না হলেও...এখানে কেন? তদন্ত-তদারকির জন্য যে-কোনো অফিস-ঘরে নিয়ে যাওয়া চলতো তো!

কিন্তু আর ভাবতে পারা যায় না। দেহ-মন অত্যন্ত ক্লান্ত। সোফায় তিনি দেহ-ভার এলিয়ে দিলেন।

একটু পরে দু'জন নাবিক এলো সেই ঘরে...তাদের ঘাড়ে মিলেডির মালপত্র। সেগুলো রেখে তারা চলে গেল। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তারা তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে। যেন মিলেডির যা-ই হোক না কেন, তাদের তাতে কিছু যায় আসে না।

মিলেডি ভাবছেন—এরপর? এরপর কি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর বাইরে কোথাও তাঁকে নিয়ে এলো এরা। রূপকথার গল্প নয় স্বপ্ন নয়—তবে? বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা দুলছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো...ধক...ধক...ধক...ধক....

সেনানীটি কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এলো। মিলেডি আর থাকতে পারলেন না, বললেন—আপনি দয়া করুন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বিপদ হয় যদি, তাও বলুন। কিছুই জানতে বা বুঝতে না পেরে আমার মনে যা হচ্ছে, তার তুলনায় কোন বিপদই আমায় বেশি বিচলিত করতে পারবে না! দয়া করে বলুন, কেন আমাকে এখানে আনা হলো? আপনারা কি চান? যা দেখছি, মনে হচ্ছে আমাকে আটক-বন্দী করা হলো! প্রাসাদ হলে কি হবে, সোনার খাঁচা যেমন খাঁচা ছাড়া আর কিছু নয়—প্রাসাদ হলেও এ-ও তেমনি গারদ! কিন্তু কি আমার অপরাধ, যার জন্য...

কথা শেষ হলো না—অশ্রুতে মিলেডির কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

সেনানীটি বললে—কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। আমি হুকুমের চাকর। যেটুকু হুকুম পেয়েছি, তাই শুধু পালন করেছি।

—এ হুকুম কে আপনাকে দিয়েছে, জানতে পারি?

এ প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের বাইরে হলো ঝনঝন শব্দ—যেন বর্মে অস্ত্রে ঝঞ্ঝা! সেনানীটি এগিয়ে গিয়ে দরজার পর্দা তুলে ধরলো—সঙ্গে-সঙ্গে জমকালো পোশাক পরা এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। পর্দা নামিয়ে তাঁকে অভিবাদন করে সেনানীটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এ-ভদ্রলোককে দেখে মিলেডি চমকে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে এগিয়ে এসে সবিস্ময়ে বললেন—দাদা! আপনি!

—হ্যাঁ...দাদা বই কি—লর্ড উইন্টার!

—এ প্রাসাদ?

—আমার প্রাসাদ।

—এ ঘর?

—এখন তোমার।

—তার মানে?

—এ-ঘরে তুমি থাকবে।

—অর্থাৎ আমাকে আটক রাখবেন? আমি আপনার বন্দী?

—একরকম বন্দীই বটে!

—আমার অপরাধ?

লর্ড উইন্টার বললেন—সে-সব অপ্রিয় আলোচনা এখন থাক। তুমি ক্লান্ত—এতখানি পথ আসছো, বিশ্রাম করো, শান্ত হও। তারপর দুই ভাই-বোনে বসে একসময় সে-সব আলোচনা হবে।

সেনানীটি তখনো পর্দার ও-পাশে দাঁড়িয়ে—যদি কোন আদেশ থাকে...সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদেশের প্রত্যাশায়! তার দিকে ফিরে লর্ড উইন্টার বললেন—তুমি আসতে পারো ফেল্‌টন, এখন আর তোমাকে দরকার হবে না। অশেষ ধন্যবাদ তোমার এ কাজের জন্য।

তাঁকে অভিবাদন করে ফেল্‌টন চলে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফেল্‌টন চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে লর্ড উইন্টার ঘরের দরজা দিলেন বন্ধ করে।

দেখে মিলেডি নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন! এতক্ষণ যা ভয় আর উদ্বেগ হয়েছিল তা আর বলবার নয়। কেন এখানে আনা হয়েছে, কেন এ সব রসহ্যজনক আচরণ তা না বুঝতে পেরে মনে হচ্ছিল বুঝি আসল রহস্যই কোনরকমে ফাঁস হয়ে গেছে! যা হোক সে আতঙ্ক আর উদ্বেগ কাটলো এখন।

অবশ্য একটা কিছু হয়েছে তা ঠিক, নইলে এত কাণ্ডই বা কেন? তবে অতটা ভয়ের কিছু নেই। লর্ড উইন্টারকে ভালো করেই তিনি জানেন। তাঁর বুদ্ধি-সুদ্ধি তেমন ধারালো নয়। তাঁর সাধ্য কি, মিলেডির চাতুরি-জাল ভেদ করবেন! তিনি যত শ্লেষ বিদ্রূপই করুন, আর যত-রকমেই উত্যক্ত করুন, তাঁকে ভয় নেই—কারণ তিনি সাদা মনের মানুষ।

দরজা বন্ধ করে লর্ড উইন্টার এসে মিলেডির পাশে একখানা কৌচে বসলেন।

মিলেডি বললেন—এখন তাহলে কি বলবেন, বলুন?

ঠোঁট-দুটো একটু কুঁচকে লর্ড উইন্টার বললেন—তুমি আবার ইংলন্ডে এলে যে! ফ্রান্সে যখন ছিলে, বলতে, জীবনে কখনো আর এখানে পা দেবে না। অ্যাঁ?

সে-জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে মিলেডি বললেন—সে-কথা থাক! কিন্তু আপনি কি করে জানলেন, আমি এখানে আসছি—কোন্ জাহাজে আসছি, কখন এসে পৌঁছবো...এত বৃত্তান্ত?

লর্ড উইন্টার বুঝলেন, চতুর মিলেডি তাঁর কথার জবাব এড়াতে চান! তিনি আবার ঐ প্রশ্ন করলেন, বললেন—তার আগে তুমি বলো, হঠাৎ আবার ইংলন্ডে এলে কেন?

মিলেডি বুঝলেন, এ-কথার জবাব না দিলে উইন্টারের কাছ থেকে কোন কথা জানা যাবে না! তাই বেশ সহজভাবেই তিনি বললেন—আপনাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে হলো...তাই এলাম।

—বটে! হেসে উইন্টার বললেন—আমাকে দেখবার জন্যে আসা?

—তাই...সত্যি, বিশ্বাস করুন! এছাড়া আর কোন কারণ নেই।

—আমার উপর এত স্নেহ! শুনে খুশি হলাম!

—কেন স্নেহ হবে না, বলুন? আমি ছাড়া আপনার আপনজন আর কে আছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—শুধু আপনজন? আমি মরে গেলে আমার বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশান তুমি।

মিলেডি কৌতুকভরে হাসবার চেষ্টা করলেন...কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না! সেটুকু লর্ড উইন্টারের দৃষ্টি এড়ালো না। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ।

মিলেডি বুঝলেন। কিন্তু হটবার মেয়ে তিনি নন! তিনি বললেন—এ-কথার মানে?

—মানে—অতি সহজ সরল সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।—লর্ড উইন্টার বললেন—জানো তো, স্নেহ কখনো এক-তরফা হতে পারে না। তুমি যেমন সেখানে আমার জন্যে আকুল হয়ে পড়লে, আমিও তেমনি এখানে। মানে, হঠাৎ মনে হলো তুমি আসবে! রাত্রেই এসে পৌঁছুবে! এখানে যুদ্ধের জন্যে নানা গোলমাল, তোমার পাছে কষ্ট হয় তাই গাড়ি নিয়ে আমার ঐ সেনানীকে পাঠালাম তোমাকে খাতির করে আনবার জন্যে! আর এখানে এনেছি কেন? তার কারণ, এ আমার বাড়ি, এই বাড়িতে আমি থাকি...এ বাড়িতেই আমার অফিস...সব-সময়ে দু'জনে দেখাশুনা হবে। তাই এইখানেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি! দু'জনেই আরামে থাকবো...এ তো অতি সহজ কথা। এর মধ্যে তুমি আবার গূঢ় অর্থ খুঁজছো কি?

মিলেডি কি ভাবলেন, ভেবে বললেন,—তা যেন বুঝলাম! কিন্তু আমি আসছি...সত্যি, কি করে জানলেন?

—তাহলে বলি...আমি এখন এ বন্দরের গভর্নর। যুদ্ধের দরুন নিয়ম হয়েছে, এ বন্দরে যত জাহাজ আসবে, সে-সব জাহাজে কে-কে যাত্রী আসছে তাদের নাম-ধাম, আসবার উদ্দেশ্য—এ-সব লেখা খাতা আমার কাছে পেশ করতে হয়। সে-খাতা দেখে আমি অনুমতি দিলে তবে জাহাজ এসে বন্দরে লাগবে—এই নিয়ম! খাতায় দেখলাম তোমার জাহাজের নাম, তোমার নাম। দেখে আমি গাড়ি পাঠাই—লোক পাঠাই! তারপর যা, তা তো তুমি দেখছোই।

কথার ভাবে মিলেডি বুঝলেন, লর্ড উইন্টার আসল কথা চেপে গিয়ে যা-খুশি বললেন। তাঁর মনে কেমন ছমছমানি! তিনি অন্য কথা পাড়লেন, বললেন—আচ্ছা, বন্দরে জাহাজ ঢোকবার সময় যেন বাকিংহামকে দেখলাম না! তিনিই কি?

—হ্যাঁ—উইন্টার বললেন—কেন, তাঁকে দেখে চমকে উঠেছিলে না কি? ফ্রান্স থেকে আসছো, সেখানে সব লোকের মুখে এখন ডিউকের কথা। বিশেষত, তোমার বন্ধু ওখানকার মন্ত্রীমশাই তো ডিউক এখানে কি রকম আয়োজন করছেন যুদ্ধের জন্য—সে খবর জানবার জন্যে নিশ্চয় খুব ব্যাকুল! নয়?

মিলেডির দু-চোখ যেন কপালে উঠলো।—ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি বললেন—এ-কথার মানে? মন্ত্রীমশাই আমার বন্ধু! কে আপনাকে বলেছে এ সব বাজে কথা?

—ওঃ তিনি বন্ধু নন তাহলে? তবে আমার অন্যায় হয়েছে ও কথা বলা। আমার ধারণা ছিল, তোমার সঙ্গে তাঁর খুব গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু সে-কথা যাক।

www.BanglaBook.org

তুমি যখন বললেই, আমার জন্যে তুমি এখানে এসেছো তাহলে তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয়, রোজ যাতে তোমার সঙ্গে দেখা হয় আমার, সে-ব্যবস্থা আমি ভালো ভাবেই করবো।

—যতকাল বাঁচবো, আমাকে এখানে থাকতে হবে নাকি? মিলেডির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

উইন্টার বললেন—কেন? ঘর-বাড়ি পছন্দ হলো না? বলো তো আমি অন্য ঘরের ব্যবস্থা করি। আর তুমি যে-রকম চাও, তোমার ঘর ঠিক সেই রকম আমি সাজিয়ে দেবো।

—সে পরের কথা। এখন, আমার দাসী-চাকর বা লোকজন আমি সঙ্গে করে আনিনি, তার ব্যবস্থা...

—কেন, আমি আছি, আমিই করবো তোমার পরিচর্যা। সে-কাজ দাসী-চাকরের চেয়ে আমি ভালোই করবো। কোন অসুবিধে হবে না। তোমার স্বামী তোমার আরামের জন্যে কি কি করেছিলেন, আমাকে বলো...আমি ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা করবো এখানে, তোমার আরামের জন্য।

—আমার স্বামী?—মিলেডি দু-চোখ বিস্ফারিত করে বললেন—তার মানে, আপনার ভাই?

—আরে না না, আমার ভাই নয়! তোমার প্রথম স্বামীর কথা বলছি।

—প্রথম স্বামী!

—হ্যাঁ। সেই ফরাসী ভদ্রলোক!—উইন্টার বললেন—আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল! তিনি এখনো বেঁচে আছেন। তাঁর নাম-ঠিকানা যদি চাও, চিঠি লিখে জেনে সব বলতে পারবো।

রাগে মিলেডির কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠলো! এই শীতের রাতেও কপালে রীতিমত ঘাম! তিনি বললেন—আমাকে এ-রকম অপমান করবার মানে?

হো হো করে হেসে উইন্টার বললেন—তোমাকে অপমান!

—নিশ্চয়! মিলেডি বললেন—আপনি যান...রসিকতা করতে হবে না। একজন দাসীকে পাঠিয়ে দিন।

—আবার দাসী কেন? আমিই তো আছি!

—আপনার স্পর্ধা দেখছি, মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছে। এ আমি কখনো—

বলতে-বলতে মিলেডি যে ভাবে রুখে এগিয়ে এলেন উইন্টারের দিকে, মনে হলো যেন তাঁকে ধাক্কা দেবেন, বা মারবেন!

কোমরে তলোয়ার! সেই তলোয়ারে হাত রেখে লর্ড উইন্টার বললেন—তোমার চোখ-রাঙানির আমি তোয়াক্কা রাখি না! খুনে তোমার হাত দরাজ, আমি তা জানি! তুমি জেনে রেখো, তোমার মতো পিশাচীর গলায় এ তলোয়ারের এক ঘা মারতে আমি এতটুকু দ্বিধা করবো না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমিও জানি। অসহায় স্ত্রীলোককে কায়দায় পেয়ে খুন করতেও আপনার বাধবে না!

—তুমি অসহায়? আমার ভাইয়ের অগাধ সম্পত্তি পেয়েও তোমার তৃপ্তি নেই, আবার আমার সম্পত্তির লোভে দিন-রাত আমার মরণ কামনা করছ! একটা কথা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি মিলেডি—আমি মারা গেলে আমার একটা কানা-কড়িও তুমি পাবে না! সে-ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দু-এক হপ্তার মধ্যেই ফৌজ নিয়ে আমাকে ফ্রান্সে যেতে হবে। যাবার আগে তোমাকে অকূল-সমুদ্রের বুকে এমন কোন দ্বীপে রেখে যাবো, যেখানে ছোবল মারবার মতো কাকেও তুমি পাবে না। আর সেখানে এমন লোক রেখে যাবো তোমার পাহারায় যে, তুমি পালাবার চেষ্টা করেছো কি সেই দণ্ডে তোমাকে গুলি করে মারতে সে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

মিলেডি নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে এ-কথা শুনলেন। মনের মধ্যে আগুনের তুফান বইছে অথচ হাতে-কলমে কিছু করবার উপায় নেই, এই বিফল আক্রোশে তিনি কাঁপছেন।

উইন্টার বললেন—আপাতত এই বাড়িতেই তোমাকে আটক থাকতে হবে। বন্দী! এ-বাড়ির দেয়াল মজবুত পাথরের। কপাটগুলো সব লোহার। খড়খড়ির সিকগুলো পর্যন্ত নিরেট লোহার তৈরি। তার উপর আমার নৌবাহিনীর সান্ত্রীরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় মোতায়েন থাকবে এ-বাড়ির প্রত্যেক ঘরে, দালানে, ছাদে, বারান্দায়, উঠানে। তারা যদি আভাসেও বুঝতে পারে যে তুমি পালাতে চাইছো, তাদের উপর আমার কড়া হুকুম—তখনি তোমাকে গুলি করে মারবে। তোমাকে গুলি করে মারলে আদালতে তার জন্য কোন বিচার হবে না। এত বড় পিশাচীর নিপাতে সারা দেশ আনন্দে নেচে উঠবে, একথা জেনে রেখো!

দু-চোখে আগুন, অপলকে চেয়ে আছেন মিলেডি—উইন্টারের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ! রাগে নিজের অধর নিজে দংশন করছেন। মনের আবেগ বাইরে বেরুতে না পেরে থেকে থেকে তাঁর দেহটাকে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে তুলছে।

উইন্টার বললেন—কি? কি ভাবছো?—ভাবছো, এখনো হাতে দু-এক হপ্তা সময় আছে, এর মধ্যে কাকেও বশ করে নেবে রূপের কুহকে, তারপর তার সাহায্যে পালাবে! কিন্তু তা হবে না, ভগ্নী। এখানকার ভার নিয়ে থাকবে ঐ সেনানীটি—ঘুষে বা রূপের কুহকে ভোলবার পাত্র সে নয়। আমার কথা সে মানে দেবতার আদেশের মতো! পিউরিটান—কর্তব্যে তার দারুণ নিষ্ঠা। প্রাণ দেবে, তবু আদর্শ ত্যাগ করবে না।

এই পর্যন্ত বলে তিনি দরজার কাছে এলেন, দরজা খুলে ডাকলেন—ফেল্‌টন...

ফেল্‌টন এলো ঘরে।

লর্ড উইন্টার বললেন—এই যে স্ত্রীলোক...এর কথা তোমাকে সব বলেছি। একে স্ত্রীলোক বললে স্ত্রী-জাতির অপমান করা হয়। বাঘ আর সাপ—এই দুইয়ে মিলিয়ে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিশিয়ে বিধাতা একে সৃষ্টি করেছেন। পঁচিশ বছর বয়সের ভিতর এ যেসব জঘন্য কাজ করেছে...সে এক পাপের বোঝা! অথচ মুখের পানে চেয়ে দ্যাখো, রূপের জ্যোৎস্না ফুটিয়ে রেখেছে! অত পাপের এতটুকু আভাস পর্যন্ত দেখবে না ও-মুখে! আমাকে মারবে বলে ও এখানে এসেছে! এর কোন কথায় ভুলো না! ছলা-কলার জাল বিস্তারে এর অসাধারণ ক্ষমতা! চোখে যদি জল দ্যাখো, তাতে ভুলো না! বুঝবে, সে-চোখের জল বন্যার মতো সব ডুবিয়ে দেবে! মিষ্টি কথায় ভুলো না, জানবে, সে মিষ্টি কথায় উগ্র বিষ মেশানো আছে! এর সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার! আমাকে ফ্রান্সের যুদ্ধে যেতে হবে, যাবার সময় এর ভার একমাত্র তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো...আর কারো হাতে নয়।

—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

ফেল্‌টন সন্ধানী দৃষ্টিতে মিলেডিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলো। মিলেডি দেখলেন, তার দৃষ্টিতে সুগভীর ঘৃণা! কিন্তু এ-সব সহ্য করা ছাড়া উপায়ই বা কি! তারপর কি মনে হতে মিলেডি বললেন—কিন্তু হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার এমন ধারণা...

বাধা দিয়ে উইন্টার বললেন—শুনবে? দারতাঁয়া আমাকে খবর দিয়েছেন, কি-মতলবে তোমার এখানে আসা! তোমার সব রহস্য তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন...তাই এখানে তোমাকে অভ্যর্থনা করবো বলে আমার এ-আয়োজন।

তিনি আবার তাকালেন ফেল্‌টনের দিকে, বললেন—এ-স্ত্রীলোকটিকে জেনো...চক্রান্তের বারুদখানা! খুব সাবধানে একে রাখা চাই! তোমাকে বলেছি, এর ছলা-কলা—স্বয়ং বিধাতাও তার অন্ত পাবেন না। একে এমন ভাবে রাখবে, এ-ঘরের বাইরে যেন কখনো না যেতে পারে! কারো সঙ্গে কথা বলতে দেবে না, তাহলেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে চিঠি চালাবে! তুমি মাঝে মাঝে কথা কইতে পারো...তাও শুধু একে অনুগ্রহ করতে! ব্যস্!

ফেল্‌টন আবার অভিবাদন করলো, বললে—তাই হবে।

মিলেডির দিকে চেয়ে উইন্টার বললেন—তোমার চূড়ান্ত বিচার মানুষের কাছে যা হবার, তা হয়ে গেছে! এখন ভগবানের বিচার। একা থাকবে...সে সম্বন্ধে পারো যদি, একটু চিন্তা করো!

লর্ড উইন্টার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিলেডি অবসন্নের মতো কৌচে বসে হাতে মাথা গুঁজলেন! ফেল্‌টন তাঁকে ভালো করে আর একবার নিরীক্ষণ করলো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নবম পরিচ্ছেদ

পরের দিন—

মিলেডি বহু চিন্তায় মনকে ঠিক করে ফেলেছেন। নারীর রূপ...তাতে পাগল হবে না, এমন পুরুষ দুনিয়ায় আছে নাকি?

যথাসময়ে ফেল্‌টন এলো...বললে—কিছু বলবার আছে? কিছু চাই কি?

করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে মিলেডি বললেন—শোনবার অবসর আছে?

—বলুন, কি বলবেন।

—আপনি বসুন। দয়া করে যদি দেখা দিলেন...একটু বসুন। কারো সঙ্গে কথা কইতে না পেলে পাগল হয়ে যাবো আমি! আটক রাখতে হয়, রাখুন, কিন্তু পাগল করবেন না! শুধু এইটুকুই আমার প্রার্থনা!

ফেল্‌টন ভাবলো, কথা কইতে দোষ কি! লর্ড উইন্টার তো তাতে অনুমতি দিয়েছেন! সত্যি, মানুষ যতই অসৎ হোক না কেন, তবু সে মানুষ! আটক অবস্থায় পাঁচটা ভালো কথা কইতে পেলে মনের গতি বদলাতেও পারে তো!

ফেল্‌টন বললে—বলুন, যা বলতে চান।

নিশ্বাস ফেলে মিলেডি তাকালেন মেঝের দিকে...চুপ করে রইলেন। ফেল্‌টনের একাগ্র দৃষ্টি যে তাঁর মুখের উপর পড়ে আছে, তা বুঝতে কষ্ট হলো না তাঁর। সে-দৃষ্টির স্পর্শ মিলেডি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন! তাঁর শিরায় শিরায় কৌতুক-আনন্দের শিহরন জাগলো যেন! একটা নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ মুখ তুলে তিনি বললেন—আমি বড় দুর্ভাগিনী, বন্ধু! না বুঝে জীবনে এত ভুল করেছি, কখনো ভেবে দেখিনি—ভেবে দেখবার অবসর ছিল না! পাঁচজনের কথায় ভুলে নিজের ভালো বুঝিনি কোনদিন! জীবনে এমন বন্ধুও কোনদিন পাইনি পাশে...ভুল বুঝিয়ে দিয়ে যে আমাকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেবে!...

কথা শেষ করে আবার একটা নিশ্বাস!

ফেল্‌টন একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিলেডির দিকে।

মিলেডির দু'চোখ ফেটে যেন জল বেরুতে চাইছে! তিনি বললেন—লর্ড উইন্টার আমার স্বামীর বড় ভাই—আমাকে শুধু ধমক দিয়েছেন, শাসন করেছেন, কিন্তু কখনো দরদ দেখিয়ে একটা ভালো কথা বলেননি। সেজন্য আমারও জেদ বেড়ে গেছে কেবলি। মনে হয়েছে, সবাই আমাকে কেবলি বুঝি খাটো করে দেবার, জব্দ করবার চেষ্টা করছেন! যদি একটা ভালো কথা বলতেন...

তারপর নিশ্বাসে আর চোখের জলে মিশিয়ে ভিজিয়ে ব্যথা-বেদনা, চক্রান্ত প্রলোভনের এমন বানানো গল্প মিলেডি বলে গেলেন যা উপন্যাসেও তেমন কাহিনী ফেল্‌টন কখনো পড়েনি! সে শুধু শুনছে আর শুনছে! খানিকটা করে কাহিনী বলে মিলেডি চুপ করেন। নিশ্বাসের বাষ্পে যেন ফুলে ফুলে ওঠেন—যেন মেঘ-ভরা

www.BanglaBook.org

আকাশ, পরক্ষণে অশ্রুতে ফেটে পড়েন! সে-সময় ফেল্‌টনের পানে এমন করুণ-চোখে চান...দেখেন, ফেল্‌টনের মন গলছে কি না। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন না!

এমনি করে কাহিনী বলতে-বলতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ফেটে পড়ে মিলেডি চেপে ধরলেন ফেল্‌টনের দু'খানা হাত। গদগদ কণ্ঠে বললেন—কেউ না, কেউ না, আমার পানে দরদ-ভরে চেয়ে কেউ আমার মনের কথা বোঝবার চেষ্টা করেনি। এঁদের বয়স হয়ে গেছে, রাজনীতি নিয়ে সকলে মত্ত। মন বলে পদার্থ এঁদের কারো বুকে নেই! তুমি...তুমি, তুমি বয়সে তরুণ, দুনিয়ার বিষ তোমার মনে এখনো ঢোকেনি! তুমি...তুমি আমার পাশে দাঁড়াও, আমার বন্ধু হয়ে...দয়া করে আমাকে তুলে ধরো। আমাকে মানুষ করো, আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও—তোমার পায়ে নিজেকে আমি বিকিয়ে দেবো।

বলতে-বলতে দু'হাত দিয়ে ফেল্‌টনের গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন।

সবলে মিলেডির বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফেল্‌টন সরে গেল। বললে—ভুল করেছেন মিলেডি—এ-ফাঁদে এত সহজে ধরা দেবো, এমন নির্বোধ আমি নই!

আর একদণ্ডও ফেল্‌টন সেখানে দাঁড়ালো না—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে দরজাটা সশব্দে তালা-বন্ধ করলো।

মিলেডির চোখে আগুন জ্বললো। মনে-মনে গর্জন করলেন তিনি—এত তেজ! বুদ্ধির এত দর্প! দেখি, কার বুদ্ধি বড়—তোমার, না আমার?

আবারও পরের দিন—

ফেল্‌টন এলো হাতে একখানা বই নিয়ে। বইখানা মিলেডির হাতে দিয়ে বললে—বাইবেল! লর্ড উইন্টার বললেন, আপনি বাইবেল পড়বেন। তাঁর বিশ্বাস, বাইবেল পড়লে আপনার মন ভালো হবে! রোজ সকালে-সন্ধ্যায় নিয়ম করে যদি পড়েন, তাহলে দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্তি পাবেন! এমন কত লোকে পেয়েছে, কত পাপী উদ্ধার হয়েছে, আপনিও পাবেন, আপনিও উদ্ধার হবেন।

সাগ্রহে বাইবেলখানা নিয়ে মাথা ঠেকিয়ে, বুকে ঠেকিয়ে...চুম্বন করে, দু-চোখ বুজে মিলেডি বললেন—ঠিক ঠিক, তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন! আজ তিনি সত্যই আপন-জনের কাজ করেছেন, বন্ধুর কাজ করেছেন! আর তুমি...আমার তরুণ বন্ধু...তোমাকে ধন্যবাদ। আমার অন্ধ-চোখে তুমি আলোক দিলে!

ফেল্‌টন দাঁড়ালো না...তখনি ঘর থেকে চলে গেল। দরজা আবার তালা-বন্ধ হলো।

মিলেডি দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন—বাইবেল তাঁর কোলে! দরজা বন্ধ হবামাত্র বাইবেলখানা সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ফুঁসে উঠলেন তিনি—খেলনা দিয়ে ভুলোতে এসেছো আমাকে! বাইবেল! আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে! গর্দভ!—

www.BanglaBook.org

তবে হ্যাঁ, বুঝেছি, তোমাকে বশ করতে কি-মন্ত্র চাই! বুদ্ধির বড় দর্প! তোমার এ-দর্প যদি না চূর্ণ করতে পারি, তাহলে মিথ্যাই এতদিন দুনিয়ার বাজারে বেসাতি করে বেড়িয়েছি!

তারও পরের দিন—। তৃতীয় দিন।

দরজার তালা খোলার শব্দে মিলেডি বাইবেলখানা খুলে তার পাতায় একেবারে তন্ময়।

ফেল্‌টন এলো ঘরে। মিলেডির খেয়াল নেই, বাইবেলের পাতায় ডুবে আছেন একেবারে! ফেল্‌টন দেখলো...নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখলো—বাইবেলের পাতা থেকে মিলেডির আর চোখ সরে না! দেখে ফেল্‌টন অবাক!

অনেকক্ষণ পরে বই বন্ধ করে দু-চোখ বুজে বইখানা বুকে চেপে ধরে নিশ্বাস ফেলে মিলেডি চোখ খুললেন! চোখ খুলে তাকালেন ফেল্‌টনের দিকে। চমকে উঠলেন যেন...বললেন—ও! আপনি! কখন এলেন?

—এই খানিকক্ষণ।

—আমাকে ডাকলেন না কেন?

—ডাকিনি...আপনি বাইবেল পড়ছেন...বিরক্ত করা অন্যায় হবে—

—হুঁ!—মিলেডি নিশ্বাস ফেললেন, বললেন—এই বইখানি দিয়ে কি উপকার যে করেছেন, বলতে পারি না! মনে আমি কী শান্তিই যে পেয়েছি!...তা...হ্যাঁ, বসুন!

ফেল্‌টন বসলো।

মিলেডি বললেন—কতকাল পরে যে বাইবেল পড়লাম! সেই ছেলেবেলায় যা পড়েছি। আর উপাসনা?—ভুলেই গিয়েছিলাম সে-সব কথা! আপনাকে কি বলে যে মনের কৃতজ্ঞতা জানাবো, জানি না।

ফেল্‌টন কোন জবাব দিলে না। একাগ্র দৃষ্টি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে মিলেডির মনের গহন ভেদ করে দেখছে যেন সে!

মিলেডি বললেন—আমার সেদিনের দুর্বলতা ক্ষমা করবেন! আজ আর আমার মনে কোন ময়লা নেই! আপনার জন্যেই আজ আমি আমাকে চিনতে পেরেছি। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!

ফেল্‌টনের কি মনে হলো, সে জিজ্ঞাসা করলে—যদি কিছু মনে না করেন তবে জিজ্ঞেস করি, ধর্মে আপনি কোন্ মত মানেন? মানে, এই যে দেশে আজ নানা সম্প্রদায়...

তার মুখের কথা লুফে নিয়ে মিলেডি বললেন—আমি! আমি পিউরিটান! সেইজন্যই তো আজ আমার এমন বিপদ! সেইজন্যেই তো আমি আজ বন্দী!

—ও তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আপনি?

—পিউরিটান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—বটে! মিলেডির দু-চোখে যেন উল্লাসের দীপ্তি! তিনি বললেন—বুঝেছি এ-বাইবেল তাহলে আপনিই দিয়েছেন! নাহলে লর্ড উইন্টার? হুঁঃ! আমি তাই খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম! ওঁরা নামে প্রোটেস্ট্যান্ট, ধর্মের কোন ধার ধারেন না! নাহলে...না, কিন্তু আপনাকে এ-সব বলা মিথ্যা! আপনি ওঁদের কাজ করেন, ওঁদের হুকুম মেনে চলেন। আর তাই চলেন বলেই পিউরিটান হয়েও আমার উপর আপনি অত্যাচার করছেন!

ফেল্‌টন বললে—কিন্তু পিউরিটান বলেই যে আপনার অপরাধ হতে পারে না, আর তার জন্যে আপনাকে এঁরা বন্দীও করতে পারেন না, এ তো মেনে নেবার মতো কথা নয়! আমিও তো পিউরিটান, আমাকে তো বন্দী করেননি। আমাকে তো চাকরিতে পর্যন্ত বহাল রেখেছেন!

—ও! দু-চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে মিলেডি বললেন—আপনার কথা বলতে পারি না, কিন্তু ঐ ডিউক বাকিংহাম? আপনি হয়ত জানেন না, পিউরিটানদের কি ঘৃণাই না সে করে! তাই আমরা ওকে বলি, শয়তান! পিউরিটানদের অত বড় দুশমন ইংলন্ডে আর নেই!

—ডিউককে আপনি জানেন?

—জানি না? আমার জীবনে ডিউক যে কত বড় অভিশাপ! কোনদিন আমাকে শান্তি দেয়নি ও—তার জন্যেই তো আমি দেশছাড়া!

ফেল্‌টনের মনে কৌতূহল হলো, বললে—দয়া করে যদি বলেন, তিনি...

—আপনাকে বলবো? না...না! সে-কথা আপনাকে বলা উচিত হবে না বোধহয়—

—বলুন, দয়া করে বলুন। আপনি পিউরিটান—আমার বোন, আমার দিদি।

মিলেডি তখন মন-গড়া এক কাহিনী শোনালেন ফেল্‌টনকে।

সে-কাহিনী শুনে ফেল্‌টন দুঃখে-ক্ষোভে বিচলিত হলো ডিউকের জন্য...ডিউকের কথাতেই সারাজীবন ধরে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে মিলেডি দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে বাস করছেন—এ-কথা তার বিশ্বাস হলো। তখনি মিলেডির সামনে নতজানু হয়ে ফেল্‌টন বললে—দুঃখ করো না দিদি! যেমন করে পারি, এ-নির্যাতন থেকে তোমাকে আমি মুক্ত করবো!

তার মাথায় হাত রেখে বিগলিত কণ্ঠে মিলেডি বললেন—প্রভু তোমার মঙ্গল করুন!

ফেল্‌টন বললে—ডিউকের এ-কথা আগে আমি যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম, তাহলে এ-কাজে এঁদের সাহায্য করতে এখানে আসতাম না।

—দয়াময় প্রভুর ইচ্ছা! মিলেডি বললেন—পিউরিটানের নিগ্রহে তিনি ব্যথা পেয়েছেন, তাই আজ তোমাকে এনে দিলেন...আমার সহায় করে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেল্‌টন বললে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যেমন করে পারি আপনাকে আমি মুক্ত করবো।

সেইদিনই বৈকালে লর্ড উইন্টার এলেন মিলেডির কাছে, বললেন—কেমন আছো? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মিলেডি কোন জবাব না দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

পকেট থেকে এক-তাড়া কাগজ বার করে লর্ড উইন্টার বললেন—দ্যাখো, তোমার পাসপোর্ট, ফর্মের ঘরগুলো আমিই লিখে পূরণ করেছি—তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না! এখন কোথায় যাবে...কোথাকার জন্যে পাসপোর্ট, তোমাকে বলা আমার উচিত! আমি ঠিক করেছি, ইংলন্ড থেকে হাজার মাইল দূরে—যেখানে যে-দেশে যেতে চাও, সেইখানেই তোমায় পাঠাবো। কাজেই, কোন্ দেশ তোমার পছন্দ বলো...সেই দেশের নাম লিখে এ-ফাঁকটা পূরণ করে দেবো। আর তোমার নাম এতে দিচ্ছি, শার্লট্ বুর্শো। যেখানকার পাসপোর্ট, সেখানে গিয়ে এই নামেই তোমাকে থাকতে হবে। পালাবার চেষ্টা করলে বন্দুকের গুলিতে সাফ! বুঝলে?...এখন সই করে দাও তো তোমায় এই নতুন নামে!

দু-চোখে অগ্নি-বর্ষণ করে মিলেডি বলে উঠলেন—ও-নাম কেন? আমার নিজের নাম নেই...লেডি ক্লারিস উইন্টার?

—না! হেসে লর্ড উইন্টার বললেন—ও নামে তোমার কোন অধিকার নেই। তোমার প্রথম স্বামী এখনো বেঁচে আছেন। কাজেই আমার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে...আইনে-ধর্মে তা অসিদ্ধ...বাতিল। কাজেই লেডি ক্লারিস উইন্টার নামে তোমার কোন অধিকার নেই! তোমার প্রথম স্বামীর নাম বলো, তাহলে তাঁর পদবী ধরেই তোমার নাম লেখা হবে। না বলো তো, এই নতুন নামেই এখন থেকে তোমার পরিচয় হবে!

মিলেডি বললেন—দেখি কাগজ!

কাগজখানা উইন্টার তাঁর হাতে দিলেন।

দেখে মিলেডি বললেন—এ-আবার পাসপোর্ট নাকি! এতে অফিসারের নাম সই নেই, সীল-মোহর নেই! ভুয়ো কাগজ! যত্ত সব ধাপ্পা!

উইন্টার বললেন—ভুয়ো নয়...ধাপ্পাও নয়! তোমার নাম সই হলেই এ-কাগজ যাবে ডিউক অব বাকিংহামের দপ্তরে। সেখান থেকে সই আর সীল-মোহর হয়ে পরের দিন ফিরে আসবে তোমার কাছে। চব্বিশ ঘণ্টার ওয়াস্তা! আমি নিজে হাতে সব ঠিক করে দেবো, তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। পরশুর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও, কাগজখানায় তোমার নামসই করে দাও।

—দেবো...রাখো কাগজ!

—বেশ! ভেবো না যে এড়িয়ে যেতে পারবে! কাল আমি এ-কাগজ নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবো, পরশু ফেরত আসবে। আর তা হলেই পরশু তোমার যাত্রা। মনে রেখো।

লর্ড উইন্টার চলে গেলেন।

মিলেডি কৌচে বসলেন...ভাবলেন, পরশু! আজ...কাল...পরশু! তিনটি মাত্র দিন হাতে আছে! এর মধ্যেই ঐ আদর্শবাদী ছোকরা ফেল্টনকে দিয়ে সব কিছু করাতে হবে। আদর্শের জন্যে ও-বয়সের ছোকরাদের অসাধ্য কিছু নেই! হ্যাঁ, ওকে দিয়েই হবে...

দশম পরিচ্ছেদ

তারও পরের দিন...

দুপুরবেলা—মিলেডির খাওয়া কেবল শেষ হয়েছে, ফেল্টন এলো। বললে—আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি, আজ রাত্রেই আপনাকে এখান থেকে মুক্ত করে নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছে দেবো—ফ্রান্সে।

কুটিল কটাক্ষে তাকে একবার চকিতে দেখে নিয়ে নিশ্বাস ফেলে মিলেডি বললেন—জানো বন্ধু, আমাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা পাকা! তোমার মনিব পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি করে রেখেছেন। কাল আমার নির্বাসন! তিনি নোটিশ দিয়ে গেছেন।

ফেল্টন বললে—তার জন্যে ভাববেন না! আজ রাত্রেই আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারবেন।

—যদি ধরা পড়ি?

—কখনো না। আমি থাকতে তা হবে না।

—বেইমানি করবে?

—ধর্মের মান রাখতে এ কাজ করা যদি বেইমানি হয়, ধার্মিকের দুঃখ দূর করা যদি বেইমানি হয়...প্রভু নিশ্চয় আমার সে-বেইমানি ক্ষমা করবেন!

মিলেডির কি মনে হলো...তিনি বললেন—না না, আমার জন্যে শেষে তোমার যদি কোন বিপদ হয়! না বন্ধু, জীবনে আমার কাজ নেই। সারা জীবন শেয়াল-কুকুরের মতো অবজ্ঞা আর নিগ্রহ...তার চেয়ে মৃত্যু ভালো!

—মৃত্যু!

—হ্যাঁ মৃত্যু! মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমার হাতে একখানা ছুরি দাও...বন্ধুর কাজ করো!

হঠাৎ মিলেডি কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন...বললেন—দাও, দাও, আমাকে একখানা ছুরি দাও...

ফেল্টন অবাক!

মিলেডি বললেন...দেবে না? বেশ, চাই না। ঐ যে—বলতে বলতে ডিনার-

www.BanglaBook.org

টেবিলে ছিল ছুরি, সেই ছুরিখানা হাতে নিয়ে নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিলেন। ফেল্‌টন ছুটে গিয়ে তাঁর হাতখানা চেপে ধরলো, কিন্তু ধরবার আগেই মিলেডি মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন লর্ড উইন্টার! বললেন—ব্যাপার কি?

ফেল্‌টন চেয়ে দেখে লর্ড উইন্টার! সে বললে—ছুরি বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা।

শ্লেষ-ভরে লর্ড উইন্টার বললেন—রক্ত বেরিয়েছে কি? দেখেছো? বুকে ছুরি বিঁধলো, কিন্তু রক্ত কই?

যাতনাভরে মিলেডি প্রথমে কাত হয়ে তারপর উপুড় হলেন—মুখে খুব কাতর শব্দ! যেন কত কষ্ট!

হেসে লর্ড উইন্টার বললেন—অসম্ভব! পিশাচীদের দেহে রক্ত থাকে না; পড়বে কী? হ্যাঁ...পাসপোর্ট তৈরি...কাল এর নির্বাসন!

এ কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন।

মিলেডির দেহ বয়ে নিয়ে ফেল্‌টন তুললো পালঙ্কে...শয্যায়।

তারপর ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন—ছুরি ভিতরে তেমন বেঁধেনি—সামান্য একটু আঁচড়! চিন্তার কোন কারণ নেই!

ডাক্তার চলে গেলেন। কাতর চোখে মিলেডি তাকালেন ফেল্‌টনের দিকে।

ফেল্‌টন বললে—আজ রাত্রে...ঠিক বারোটায়, আপনি তৈরি থাকবেন। আমি সব ব্যবস্থা করেছি!

—ধন্যবাদ।

মিলেডির মনে ভাবনা ছিলো! উন্মাদ ছোকরা এখান থেকে তো তাঁকে মুক্ত করবে! কিন্তু এখানে যে-কাজ যে-কর্তব্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন, ফ্রান্সে ফিরে তার কি জবাব তিনি মন্ত্রীমশাইকে দেবেন? শুধু মুক্তি পেলেই তো তাঁর সব সমস্যার সমাধান হবে না।

তবু...তবু...এখান থেকে মুক্তি চাই এবং আজই! নাহলে উইন্টার কাল তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবেন। না পাঠিয়ে ইংলন্ড ত্যাগ করবেন না তিনি!

এমনি ধারা চিন্তার মেঘে মন ছেয়ে আছে...এদিকে বাইরের আকাশেও পুঞ্জ-পুঞ্জ কালো মেঘ পাহাড়ের মতো জমে উঠে বিকেলের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো...সেই সঙ্গে ঝড়! ঝড়-জলে পৃথিবী যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! মিলেডি প্রমাদ গণলেন। প্রকৃতিও শেষে এমন করে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালো! এখন উপায়? এ-দুর্যোগে সে ছোকরা কী আর করতে পারে?

ক্রমে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এলো...তারপর রাত্রি। প্রহর গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল আর ঝড়ের বেগ সমানে বেড়ে চলেছে! নৈরাশ্যে মন ভরে উঠেছে—না, আর আশা নেই! কোন আশা নেই!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডুং-ডুং-ডুং-ডুং! ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজলো। বাইরে ঝড়ের প্রমত্ত গর্জন। বৃষ্টি তেমনি জোরে পড়ছে! হঠাৎ বন্ধ জানলায় কী যেন শব্দ মনে হলো না!...ঝড়ের? না তো! উৎকর্ণ হয়ে জানলার দিকে চেয়ে আছেন মিলেডি। আবার শব্দ...আবার...আবার!

না না, ঝড় নয়! কে যেন জানলায় ঘা দিচ্ছে!...

খড়খড়ির কপাট খুললেন মিলেডি...ধীরে, অতি ধীরে! কড়কড় শব্দে কোথায় যেন বাজ পড়লো! বিদ্যুতের তীব্র ঝলক! বিদ্যুতের সে-আলোয় মিলেডি দেখেন—ফেল্‌টন...খড়খড়ির বাইরে।

—ফেল্‌টন! বন্ধু! এই জলে-ঝড়ে! এসেছো বন্ধু!

—হ্যাঁ! মৃদুকণ্ঠে ফেল্‌টন বললে—চমৎকার সুযোগ! কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে আছে দড়ির মই—বেশ মজবুত দড়ি, এই মই বেয়ে নামতে পারবেন?

মিলেডি শিউরে উঠলেন, বললেন—কেন, দরজা দিয়ে?

—না না! ওদিকে ঘরে-ঘরে...দালানে...সবখানেই পাহারা।

—তবে?

—এই খড়খড়ির গরাদ দিয়ে বেরিয়ে আসুন।

—অসম্ভব! যা মোটা সিক...এমন ঘন ঘন—

ফেল্‌টন বললে—সে উপায় আমি করছি। আপনি ততক্ষণ তৈরি হতে থাকুন।

এত ঝড় জল, তবু মিলেডি তৈরি হলেন। এ-সময়েও তাঁর ভালো করে প্রসাধনটি করা চাই-ই!

তারপর একঘণ্টা পার হয়ে গেল। ফেল্‌টন নেই, কোথাও গেছে নিশ্চয়। নিরুপায়, প্রতীক্ষা করতেই হবে। বাইরে ঝড়ের প্রলয়-মাতন। পৃথিবীর উপর যেন তার দারুণ আক্রোশ। পৃথিবীকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। উৎকর্ণ হয়ে বসে আছেন মিলেডি, মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে—বিদ্যুতের লেলিহান শিখার ক্ষণিক দপদপানি!

একঘণ্টা পরে ফেল্‌টন ফিরলো—তার হাতে যন্ত্র। যন্ত্র দিয়ে সে গরাদের সিক কাটলো। পথ তৈরি হলো—মানুষ গলে বেরুতে পারে, এমন ফাঁক।

ফেল্‌টন বললে—ব্যস্! আপনি তৈরী?

—নিশ্চয়! সঙ্গে কিছু নেবো না?

—শুধু টাকাকড়ি। মালপত্র নেবেন না।

—না। মালপত্র তেমন আনিওনি, লুকিয়ে এখানে এসেছিলাম!

—আসুন। ধরুন আমার হাত। কোন ভয় নেই!

ফেল্‌টনের হাত ধরে গরাদের ফাঁক দিয়ে মিলেডি বেরুলেন। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো—সে আলোয় চেয়ে দেখেন, নিচে কোথায় কোন্ অতল পাতালে দেখা যায়—মাটি!

মইয়ের এক প্রান্ত সিকে বাঁধা, আর-এক প্রান্ত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিচে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব লম্বা মই!

বুক কেঁপে উঠলো। যদি পড়ে যান?

ফেল্‌টন বললে—আমি এক হাতে ধরে থাকবো মইয়ের দড়ি...আর এক হাতে আপনাকে ধরবো। আপনি তেমনি এক হাতে আমাকে ধরুন, আর এক হাতে ধরুন দড়ি। হ্যাঁ—এবার নামুন। তার চেয়ে বরং...

মিলেডির হাত কাঁপছে, তিনি ইতস্তত করছেন। এ যে অসমসাহসের কাজ—এমন করে নামা সম্ভব হবে কি?

ফেল্‌টন বুঝলো, ওঁর ভয় হচ্ছে। একটু ভেবে সে বললে—এক কাজ করুন, আমি দু-হাতে দড়ি ধরে নেমে যাবো—আপনাকে ধরবো না। আপনিও দড়ি ধরবেন না। দু-হাতে আপনি আমার গলা জড়িয়ে ধরুন। ভয় নেই। আমার ঘাড় বেশ মজবুত—যুদ্ধে দড়ি ধরে কত পাহাড়ে ওঠা-নামা করেছি। বিশ্বাস করতে পারেন, আপনাকে ফেলে দেবো না।

মিলেডি জড়িয়ে ধরলেন ফেল্‌টনের গলা বেশ জোরে। ফেল্‌টন দড়ি ধরে নামতে লাগলো।

হঠাৎ কোথায় আওয়াজ—হুকুমদার। কে যায়?

—ঐ!—ভয় পেয়ে চাপা গলায় মিলেডি চেঁচিয়ে উঠলো।

—ভয় নেই। বাইরে এই দুর্যোগ, এর ভেতর কেউ দেখতে পাবে না আমাদের। কারো কোন সন্দেহ হবে না।

—নিচের পাহারা?

—এ দুর্যোগে তারা বাইরে থাকতে পারে না। তাছাড়া আমি দেখছি, এদিকে কেউ নেই!

মিলেডি ভয়ে দু-চোখ বুজে আছেন। মনে হচ্ছে, মৃত্যু যদি হয়—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরী হয়ে থাকার চেয়ে সে ঢের ভালো।

ফেল্‌টন নামছে...নামছে। খুব হুঁশিয়ার হয়ে নামছে অতি ধীরে...ধীরে...

অবশেষে পায়ে মাটির স্পর্শ!

আঃ! ফেল্‌টনের গলা ছেড়ে দিয়ে মিলেডি দাঁড়ালেন...দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেললেন।...মুক্তি! আঃ।

ফেল্‌টন বললে—ভয়ানক অন্ধকার...আমার হাত ধরে আসুন।

উঁচু-নিচু জমি, সরু গলি, খানা-খোন্দল। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হলো, চোখের সামনে অসীম ধূসরতা। গায়ে লাগলো লোনা বাতাস!

ফেল্‌টন বললে—সমুদ্রের ধারে এসে গেছি। আর কোন ভয় নেই!

বিদ্যুৎ চমকালো। বিদ্যুতের আলোয় মিলেডি দেখেন—ঐ অসীম ধূসরতা আর কিছু নয়, ও অপার অনন্ত সাগর। নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—আঃ! সত্যি সত্যিই কি তাহলে মুক্তি?

www.BanglaBook.org

—হ্যাঁ, মুক্তি। বলে ফেল্‌টন আবেগ-ভরে দু-হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। আবার তখনি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললে—হ্যাঁ, সবই প্রভুর কৃপা।

মিলেডি বললেন—দূরে ওই যে ভাসছে, একখানা জাহাজ না?

—হ্যাঁ, আপনার জন্যে ঠিক করে রেখেছি।

—এ-জাহাজে এখন কোথায় যেতে হবে আমাকে?

—যেখানে আপনার খুশি! যাবার পথে আমি পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে নেমে যাবো।

—সেখানে কেন?

—লর্ড উইন্টার একটা কাজের ভার দিয়েছেন...সে কাজ করতে।

—কি কাজ, জানতে পারি কি?

—আপনার ভার আমার উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি...নিজেও আপনার পাহারাদারী করেছেন। বাকিংহামের নাম সই আর সীলমোহরের জন্য তিনি নিজেই আসবেন কথা ছিল। কিন্তু আপনার পাহারাদারী করবেন বলে তিনি প্রাসাদে রইলেন...আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই কাগজটা নিয়ে ডিউকের সঙ্গে দেখা করে তাতে তাঁর দস্তখত আর মোহর করিয়ে নিয়ে যেতে।

মিলেডি বললেন—আপনাকেই অবিশ্বাস হলো যদি তো কাগজখানা কি-বিশ্বাসে আপনার হাতে দিলেন?

—তার কারণ বোধহয় এই যে—এ কিসের কাগজ...আমি জানি না তো।

—ও...এই কাজে তাহলে আপনি পোর্টস্‌মাউথ যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কেন না, ডিউক কালই ফৌজ নিয়ে রওনা হবেন।

—ডিউক কোথায় যাচ্ছেন ফৌজ নিয়ে জানেন কি?

—হ্যাঁ, ফ্রান্সে।

মিলেডি যেন কতক আত্মগতভাবে বলে উঠলেন—না, কাল ওঁর যাওয়া হতে পারে না, কিছুতেই না...এ যাওয়া...

—তার মানে?

—গেলে পিউরিটানদের সর্বনাশ! এ যাওয়া বন্ধ করতেই হবে যে ভাবে হোক।

একটা বোট এসে তীরে দাঁড়ালো, ফেল্‌টন বললে—চলুন, বোট এসেছে—ওতে করে আমরা গিয়ে জাহাজে উঠবো।

দু'জন বোটে চড়ে এসে জাহাজে উঠলেন। জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে মিলেডির পরিচয় করিয়ে দিয়ে ফেল্‌টন বললে—এঁর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এঁকে নিরাপদে ফ্রান্সে পৌঁছে দিতে হবে আপনাকে।

কাপ্তেন বললেন—কিন্তু হাজার পৌঁড় নেবো...তা তো আগেই আপনাকে বলেছি।

—তার পাঁচশো তো আপনাকে আগাম দিয়েছি।

মিলেডি নিজের থলি থেকে মোহর বার করে বললেন—আর এই নিন বাকি পাঁচশো...আমিই দিচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাপ্তেন সে মোহর নিলেন না, বললেন—না, এখন নয়। কথা আছে, আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার পর বাকি পাঁচশো নেবো।

—বেশ, এ মোহর এখন আমার কাছে রইলো—পৌঁছে দিয়েই নেবেন।

ফেল্‌টন বললে—যাবার পথে পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিতে হবে—মনে আছে?

—দেবো নামিয়ে।

জাহাজ চললো। মাঝপথে ফেল্‌টন নামলো বোটে—বোটে চড়ে বন্দরে নামবে। বিদায়ক্ষণে মিলেডি বললেন—আবার দেখা হবে তো?

—হবে। যদি ফাটকে বন্ধ না হই, তাহলে ফ্রান্সে যাবো। আপনি যেমন বলেছেন সেখানে গিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করবো, নিশ্চয়।

বোট চললো ফেল্‌টনকে নিয়ে বন্দরের ঘাটে—মিলেডিকে নিয়ে জাহাজ পাড়ি দিল ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফেল্‌টন এসে যখন তীরে নামলো—তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঝড়-জল থেমেছে, কিন্তু জলে ভিজে কাদা মেখে ফেল্‌টনের যা মূর্তি হয়েছে তা বলবার নয়! একটু আগেই যে-কাজ সে করে এসেছে তার কথা ভাবতে গেলেই সে অবাক হয়ে যায়! এতবড় অ্যাডভেঞ্চার এমন চকিতে, এমন নিঃশব্দে চুকে গেল! তার মনে হচ্ছিল, পুণ্যকাজ বলেই এটা সম্ভব হয়েছে! ঠিক ঝড়-জলের সঙ্গে তাল রেখেই যেন ঘটনাটা ঘটেছে! সে ধীরে ধীরে এসে পথের উপর দাঁড়ালো।

ভোরের আলো ফুটছে। জল-ঝড় গত রাতে পৃথিবীর উপর যে বিপর্যয় প্রলয় ঘটিয়ে গেছে, তার চিহ্ন চারদিকে! গাছপালা পড়ে গেছে—এখানে-ওখানে রাজ্যের ডাল-পালা—পথে কত পাখি মরে পড়ে আছে। চারদিকে কাদায় আর জঞ্জালে অত্যন্ত কদর্য দৃশ্য! এখান থেকে বন্দরের নৌ-বাহিনীর অফিস একটু দূরে। এত ভোরে পথে গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্ন নেই। ফেল্‌টন হেঁটেই চললো সেখানে। নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ডিউক অব বাকিংহামের একবার কথা সেইখানেই।

ফেল্‌টন চলেছে হেঁটে। মনে তার নানা চিন্তা উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে! ভাবছে—সকল দিক দিয়ে যাঁকে সে আদর্শ চরিত্র ভাবতো, তিনি এমন নিষ্ঠুর!...পিউরিটানদের উপর অকারণে তিনি এমন নির্যাতন করেন! ভাগ্যে এই পুণ্যবতী ভদ্রমহিলাটি তাকে সব কথা বলে তার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেলেন! না হলে তাঁর উপর কী অত্যাচারই না হতো!

তার কাছে লর্ড উইন্টারের দেওয়া কাগজ রয়েছে। সে-কাগজ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁকে...ডিউকের স্বাক্ষর আর মোহর করিয়ে! কে জানে, এ কাগজে

www.BanglaBook.org

কি লেখা আছে!

এমনি ভাবতে-ভাবতে শহরের পথ ধরে চলেছে ফেল্‌টন। ওদিক থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে একদল সৈনিক আসছে। এদিকে ব্যান্ডে মার্চের সুর—ফৌজ আসছে বীর-দর্পে! বুঝতে পারলো, এরা চলেছে জেটিতে। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে রওনা হবে ফ্রান্সের উপকূলে—রণক্ষেত্রে! পথে দু-চারজন লোক চলছে—চারদিকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে জীবনের স্পন্দন!

ফেল্‌টন এসে পৌঁছুলো ডিউকের অফিসে। দ্বারে সান্ত্রী-পাহারা, ফেল্‌টনের কাদা-মাখা মূর্তি দেখে সান্ত্রী তাকে রুখলো—খবর্দার!

ফেল্‌টন বললে, সে আসছে লর্ড উইন্টারের কাছ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে—সে প্রয়োজনের কথা ডিউক জানেন।

তার মূর্তি দেখে সান্ত্রী ভাবলো, পাগল! তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সান্ত্রী বললে—বটে!

এই নোংরা পোশাকপরা লোকটাকে দিয়ে যে কোন প্রয়োজন থাকতে পারে ডিউকের, তা বিশ্বাস হলো না! প্রয়োজন হয়ত এরই আছে—কিছু অর্থভিক্ষা!

সান্ত্রীকে অটল দেখে ফেল্‌টন বললে—তুমি এক কাজ করো। ডিউকের খাস আর্দালীকে খবর দাও...বলো, জরুরি কাজে লর্ড উইন্টারের কাছ থেকে লোক এসেছে।

সান্ত্রী তবু নড়তে চায় না! ফেল্‌টন কঠিন স্বরে বললে—যাও তাকে ডেকে দাও, নাহলে আমি রিপোর্ট করবো—তাতে তোমার চাকরি যেতে পারে।

এ-কথা শুনে সান্ত্রী গেল খাস আর্দালীকে ডেকে দিতে।

আর্দালী তখনি এলো সান্ত্রীর সঙ্গে—ফেল্‌টনকে দেখে অভিবাদন করে সবিস্ময়ে সে বললে—আপনি! মিস্টার ফেল্‌টন! এত সকালে! এমন চেহারা!

ফেল্‌টন বললে—রাত্রে-ঝড়ে-জলে ধুলো-কাদা মেখে এই অবস্থা! ডিউক আছেন? লর্ড উইন্টার আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে—জরুরি কাজ।

ফেল্‌টনকে আর্দালী ভালো করেই জানে। সে বললে—আসুন আসুন!

ওরা দু'জনে ভেতরে ঢুকে সোজা চলে এলো দোতলার ডিউকের খাস-কামরার সামনে। দরজার সামনে ফেল্‌টনকে দাঁড়াতে বলে আর্দালী ঘরে ঢুকলো খবর দিতে। আবার তখুনি বেরিয়ে এসে বললে—আপনি আসুন।

ফেল্‌টন খাস-কামরায় প্রবেশ করলো—প্রবেশ করে দেখে, ফ্রান্সে যাবার জন্য ডিউক নৌ-সেনাপতির পোশাক পরে প্রস্তুত—গায়ে ক্লোক চড়াচ্ছেন। ফেল্‌টনকে দেখে তিনি বললেন—তুমি এসেছো উইন্টারের নিজের আসবার কথা ছিল যে?

অভিবাদন করে ফেল্‌টন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি আসতে পারলেন না—কারণ, প্রাসাদে এক বন্দী আছে। সে বন্দীর ভার কারো উপর বিশ্বাস করে তিনি দিতে পারবেন না! তাই নিজে সেখানে রইলেন তার উপর নজর রাখবেন বলে।

www.BanglaBook.org

আর আমার হাতে এই কাগজ পাঠিয়েছেন আপনার দস্তখত আর মোহরের জন্যে।

একথা বলে সেই কাগজখানা ফেল্‌টন দিলে ডিউকের হাতে, বললে—সেই বন্দীর দ্বীপান্তরের হুকুমনামা।

ডিউক বললেন—আমি জানি। তুমি দাঁড়াও, আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ডিউক টেবিলের দিকে এগুলেন—ফেল্‌টন সবিনয়ে বললে—আপনার সহি করবার আগে আমার একটু নিবেদন আছে—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফেল্‌টনের দিকে চেয়ে ডিউক বললেন—বলো।

—আজ্ঞে, নিবেদনটুকু শুধু আপনার কাছেই করতে চাই। আর কারো সামনে...

—ও! ডিউক চাইলেন তাঁর আর্দালীর দিকে, বললেন—তুমি একটু বাইরে যাও প্যাট্রিক, তবে কাছাকাছি থেকো—বেল টিপলেই যেন পাই।

সেলাম করে প্যাট্রিক গেল ঘরের বাইরে। তখন ডিউক বললেন—বলো, কি তোমার নিবেদন! কিন্তু চটপট!

ফেল্‌টন বললে—এ হুকুমনামার কিন্তু গলদ আছে।

—গলদ!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ! এতে বন্দীর নাম দেওয়া হয়েছে শার্লৎ বুশোঁ...কিন্তু তাঁর আসল নাম তা নয়! তাছাড়া ইনি কোন অপরাধও করেননি! খুব ভালো লোক...যাকে বলে পুণ্যবতী, ইনি তাই।

বিস্ময়ে ডিউকের দু-চোখ বিস্ফারিত! তিনি বললেন—তোমার কি মাথা খারাপ? পাগলের মতো কি যা-তা বকছো?

ফেল্‌টন সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে না, আমি পাগল নই। আমি খাঁটি কথাই বলছি। ও-কাগজে সহি-মোহর না দিয়ে আপনি বরং এই কাগজে সই করে আপনার মোহর দিন।—এই বলে ফেল্‌টন পকেট থেকে একখানা লেখা কাগজ বার করলো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ডিউক বললেন—এ আবার কিসের কাগজ? এতে কি লেখা?

—ঐ বন্দীর খালাসের হুকুম...আপনি এই কাগজে আপনার নাম সই করে দিন।

ডিউক রাগে জ্বলে উঠলেন...বললেন—তোমার আস্পর্ধা বড় বেশি দেখছি! আমাকে তুমি হুকুম করো! তোমার হুকুমে আমায় চলতে হবে? যাও, বেরিয়ে যাও!

—বেরিয়ে যাবো...এই কাগজে আপনার সহি নিয়ে তবে, তার আগে নয়। আপনি সহি করুন।

—কী! চোখ রাঙিয়ে ডিউক হুংকার দিলেন।

ফেল্‌টন বললে—সহি আপনাকে করতেই হবে। নাহলে আমি ছাড়বো না।

—খটে!

ডিউক এদিকে-ওদিকে তাকালেন। কলিং-বেলটা নাগালের বাইরে রয়েছে, তলোয়ারখানাও দূরে। তলোয়ার নেবার জন্য তিনি সেইদিকে এগুলেন। অমনি কোমর থেকে ক্ষিপ্রহাতে ফেল্‌টন তার খাটো তলোয়ারখানা টেনে বার করে রুখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়ালো তাঁর দিকে, তারপর রুক্ষস্বরে হাঁকলো—করুন নাম সই!

তলোয়ার দেখে ডিউকের মনে হলো—পাগল এখনি যদি—

তিনি চিৎকার করে ডাকলেন—প্যাট্রিক...

ফেল্‌টন জানে আর্দালী প্যাট্রিক দূরে যায়নি, কাছাকাছিই আছে—এখনি এসে পড়বে! সে আর চিন্তা মাত্র না করে তলোয়ার উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডিউকের উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারখানা সজোরে আমূল বিঁধিয়ে দিলে তাঁর বুকে!

একটা আর্তনাদ! বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো! ডিউক অব বাকিংহামের দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো!

ফেল্‌টন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে—দরজায় প্যাট্রিক! তখন খোলা খড়খড়ির ধারে এসে ঝাঁপ দিয়ে সেখান থেকে লাফিয়ে সে পড়লো নিচে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেখানে দাঁড়িয়ে লর্ড উইন্টার। তিনি তখন আসছিলেন দ্রুতপদে উপরে। হঠাৎ একটা মানুষকে উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখে ছুটে তিনি সেইখানে গেলেন—গিয়ে দেখেন, ফেল্‌টন! তার হাতে রক্ত। শিউরে উঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি? এমন করে তুমি...

ফেল্‌টনের মনে আর কোন ভয় নেই, আছে গর্ব! পুণ্যকাজ করেছে—এক নিষ্ঠুর অত্যাচারীকে চরম শাস্তি দিয়েছে! ফেল্‌টন সব কথা খুলে বললে! বললে, সেই বন্দিনী মহিলার কাছে সে শুনেছে সমস্ত কাহিনী! সে পিউরিটান বলে ডিউক চিরদিন নির্যাতন চালিয়েছেন তার উপর। আর সেই কারণেই তার উপর লর্ড উইন্টারের এত আক্রোশ...! সবশেষে সগৌরবে ফেল্‌টন তাঁকে জানিয়ে দিল যে সে তাকে মুক্ত করে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুনে লর্ড উইন্টার চমকে উঠলেন, বললেন—কী সর্বনাশ! এত বড় আহাম্মক তুমি! তোমাকে অত সাবধান করা সত্ত্বেও তুমি ঐ কুহকিনীর কথা বিশ্বাস করে শেষে ডিউককে খুন করলে! ছি-ছি-ছি...এই তোমার আদর্শবাদ?...এমনি ভুয়া আদর্শবাদে অন্ধ হয়ে মানুষ দুনিয়ার কত ক্ষতি করে আসছে চিরকাল—তুমিও শেষে তাই করলে?

তখুনি সান্ত্রীদের ডেকে লর্ড উইন্টার আদেশ দিলেন—হাতকড়া লাগিয়ে একে গারদে নিয়ে যাও...তারপর বিচারে যথাযোগ্য সাজা হবে!

সান্ত্রীরা ফেল্‌টনের হাতে হাতকড়া লাগালো। লর্ড উইন্টার বললেন—তোমার সাজা হবে চরম সাজা! আর জেনো, ঐ কুহকিনীরও নিস্তার নেই! যেখানে থাক, তাকে আমি সন্ধান করে বার করবোই। সেজন্য আমাকে যদি সর্বস্ব খোয়াতে হয়, হটবো না! তারপর যে-সাজা তাকে দেবো—দুনিয়ার ইতিহাসে সে-সাজার কথা লেখা থাকবে চিরদিনের মতো—আগুনের অক্ষরে।

ফেল্‌টনকে নিয়ে সান্ত্রীরা চলে গেল।

লর্ড উইন্টার ছুটতে ছুটতে দোতলায় এলেন...একেবারে ডিউকের খাস-কামরায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে দেখেন, বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে ডিউকের দেহ, পাশে বসে আছে প্যাট্রিক...তার দু-চোখে জল...সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার।

লর্ড উইন্টার মৃদুকণ্ঠে ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন—কী রকম দেখছেন?

নিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন—মোক্ষম মার! দেহে প্রাণ নেই।

এখন মিলেডি...?

জাহাজ থেকে ফ্রান্সের কূলে নেমে এক মঠে গিয়ে উঠেছেন। মঠের পরিচালিকার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছেন,—বড় ঘরের মেয়ে, নিজেও কাউন্টেস্ কিন্তু অতি দুর্ভাগিনী। আজীবন আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে কেবল দুঃখ-যন্ত্রণাই পেয়ে এসেছেন। আর সংসারে থাকবার ইচ্ছে মোটেই নেই। তাই এখন তিনি এই মঠে একটু আশ্রয় চান। ব্রতচারিণী হয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন।

একথা শুনে মেয়েটির দুঃখে বিগলিত হয়ে পরিচালিকা বললেন—বেশ তো মা, তুমি এখন থেকে এইখানেই থাকো...শান্তি পাবে।

মিলেডিকে পরিচালিকা একখানা ছোট কামরা দিয়েছেন। সে-কামরা তিনি নিজের ঘরের মতনই ব্যবহার করবেন।

মিলেডি এই মঠে যেদিন আশ্রয় পেলেন, তার পরের দিন পরিচালিকা বললেন—ছোট নিরালা মঠ—এখানে ক'জনেরই বা ঠাঁই হয়। আর একটি মেয়ে এখান আছে—তোমার বয়সী। সে-ও অনেক জ্বালা-যাতনা পেয়ে এখান এসে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে এসে ভালোই আছে।

সরল শান্ত-কণ্ঠে মিলেডি প্রশ্ন করলেন—ও, তার নাম কি মা?

পরিচালিকা বললে—তার নাম কন্তাঁ।

মিলেডির ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। মনে মনে বললেন, এতদিন পরে আমি কন্তাঁকে পেয়েছি খুঁজে। প্রতিশোধ কাকে বলে মিলেডি এবারে তা দেখিয়ে দেবে। এদিকে ঠোঁটে হাসির মৃদু ঝিলিক...পরিচালিকা এসব লক্ষ্য করলেন না। মিলেডি তখন বললেন—তার সঙ্গে যদি ভাব করি। আপত্তি আছে?

পরিচালিকা বললেন—না না, আপত্তি কিসের। সে এখন কতকগুলো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে...সেজন্য তাকে বাইরে যেতে হয়। সে সব কাজ শেষ হতে আরো একদিন সময় লাগবে। পরশু আমি তাকে নিয়ে আসবো।

কিন্তু পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা মিলেডি বিছানায় শুয়ে আছেন। মনে ফন্দির পর ফন্দি চলেছে ঢেউ তুলে। ঘরের ভেতর একটা বাতির আলো মিট মিট করে জ্বলছে। তাতে আঁধার ঠিক কাটছে না।

এমন সময়ে সন্ন্যাসিনীর পোশাক-পরা এক যুবতী এসে মিলেডির ঘরে প্রবেশ

www.BanglaBook.org

করলো, বললে—আমি কন্তাঁ, আমার সঙ্গে আপনি আলাপ করতে চেয়েছিলেন, তাই এসেছি। কন্তাঁ কিন্তু সেই আবছা আলোতে তার ভূতপূর্ব কর্ত্রীকে চিনতে পারলো না।

তাকে দেখে মিলেডি বিছানায় উঠে বসলেন, বললেন—এসো, বসো, আলাপ করা যাক।

দু'এক কথার পর এক ফাঁকে মিলেডি বললেন—মন্ত্রী রিশল্যু আমার ওপর খুব চটে গেছেন। কী যে তাঁর বিষ-দৃষ্টি! অত্যাচারের সীমা ছিল না! যেখানে গেছি, তাঁর চরেরা ঠিক সন্ধান পেয়েছে! কোথাও থাকতে পারিনি। শেষে এই নিরাপদ মঠে এসে—

আলোচনা চলছে, এমন সময় এক দাসী এসে খবর দিলে, কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন।

—ও! কন্তাঁর দিকে চেয়ে তিনি বললেন—তুমি একটু বসো। কে এলো, কিসের জন্য, দেখে আমি এখনি আসছি।

মিলেডি এলেন, মঠবাড়ির প্রবেশ-মুখেই বসবার কামরা—সেই কামরায়। এইখানেই ভদ্রলোক বসে আছেন। মিলেডিকে তিনি প্রশ্ন করলেন—ওখানকার কি খবর?

মৃদুকণ্ঠে মিলেডি বললেন—ভালো। মন্ত্রীমশায়কে বলবেন, এক খ্যাপা ছোকরাকে দিয়ে বাকিংহামকে জন্মের মতো দুনিয়া থেকে সরানোর ব্যবস্থা করেছি! সেই সঙ্গে বলবেন, এখানে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মাস্‌কেটিয়ার পোর্থস, আথস্‌, আরামিস্‌ আর দারতাঁয়া—শুধু তাঁর নয়—এরা ফ্রান্সের শত্রু।

—এ ছাড়া আর কোন খবর নেই?

—একখানা গাড়ি যেন আমার জন্যে পাঠানো হয়...সেই সঙ্গে একজন সাত্রী।...আপনার সঙ্গে এর পর দেখা হবে আরমেন্টিয়ায়।

—নামটা আপনি কাগজে একটু লিখে দিন—যদি ভুলে যাই।

মিলেডি কাগজে জায়গার নাম লিখে ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম রোশেলো। কাগজখানা ভাঁজ করে তিনি সেটি রাখলেন টুপির মধ্যে। তারপর বিদায় চাইলেন। মিলেডি বললেন—গাড়ি পাঠাবার কথা ভুলবেন না যেন!

—না, না,...এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি আসবে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। মিলেডি গেলেন তাঁর নিজের কামরায়। কন্তাঁ চুপ করে বসে আছে। মিলেডি বললেন—যা ভয় করেছি, তাই! মন্ত্রী লোক পাঠাচ্ছেন আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে।

কন্তাঁ বললে—কি করে জানলে?

—আমার ভাই এসেছিল খবর দিতে। সে বলে গেল। এখনি গাড়ি নিয়ে সে আসবে—এখান থেকে চুপি চুপি আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কন্তাঁর ভয় হলো। বললে—তাহলে আমার উপায়? আমাকে যদি এখানে ওরা দেখতে পায়? আমার উপরও তো অত্যাচার করতে পারে?

—তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আমার ভাই তো এখনি গাড়ি নিয়ে আসছে। চট করে তুমি কিছু খেয়ে নাও, তারপর তৈরি হয়ে থাকো। ভাই গাড়ি নিয়ে এলেই দুজনে বেরিয়ে পড়ব।

—আমি কিছু খাবো না। তৈরি হবারই বা কি আছে! ততক্ষণ এসো, দু'জনে গল্প করি!

কন্তাঁ তার দুঃখময় জীবনের কথা বলতে আরম্ভ করলো।

ইতিমধ্যে ওদিকে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে...

কনভেন্ট থেকে বেরিয়ে রোশেলো চলছিল ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি মন্ত্রীমশাইকে মিলেডির খবর পৌঁছে দেবার জন্য। আপাদমস্তক তার কাপড়ে ঢাকা, চোখের কাছে সে-ঢাকায় দুটি ফুটো।

এদিকে দারতাঁয়া আসছিল সেই পথে ঘোড়ায় চড়ে। দারতাঁয়াকে ঘোড়ায় চেপে আসতে দেখে সে ভদ্রলোক ঘোড়া ফিরিয়ে উল্টোদিকে ছুটলো প্রাণপণে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হাওয়া লেগে তার টুপিটা ছিটকে পড়লো পথে! কিন্তু তখন টুপি তোলা চলে না! পথে টুপি ফেলেই সে ছুটলো।

দারতাঁয়া সে পথে এসে দেখতে পেলো পথের ওপর একটা টুপি পড়ে আছে, আর একটা মানুষ তীরের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি? ও পালাচ্ছে কেন? যাহোক, এখন আর ওকে ধরা যাবে না। পিছনে ছোটা বৃথা। ঘোড়া থামিয়ে নেমে দারতাঁয়া টুপিটা তুললো। টুপিটা তুলতেই সেই কাগজখানা টুপির ভিতর থেকে খসে পথের উপর পড়লো। কাগজখানা তুলে সে দেখে, মিলেডির হাতের লেখা...শুধু আরমেটিয়া নাম লেখা রয়েছে।

দারতাঁয়ার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। বুঝলো, এখানে নতুন কোন চক্রান্ত চলছে! তখনি সে এলো বন্ধুদের কাছে...তাদের বললো সব বৃত্তান্ত। তখনি চারজন একসঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরুলো পথে...

এই পথেই মঠ...কামরায় বসে মিলেডি আর কন্তাঁ...। ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেয়ে মিলেডি চমকে উঠলেন! সন্তর্পণে জানালার পর্দা সরিয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখেন, যাদের ভয় তিনি করছিলেন তারাই...সে দারতাঁয়ার দল!

ওরা কিন্তু চলে গেল সোজা। এদিকে কেউ ফিরেও তাকালো না! কিন্তু কে জানে, যদি সন্ধান পায়! এদিকে যখন এসেছে—বিপদ ওরা ঘটাতে পারে। মিলেডির মাথায় বিদ্যুতের চমক—যা কিছু কাজ বাকি আছে এখুনি করা চাই, নাহলে কোনদিন আর হয়ত করা হয়ে উঠবে না। এখনই করা সুবিধা, কারণ কন্তাঁ তাঁকে এখনও চিনতে পারেনি!

www.BanglaBook.org

সওয়াররা চলে গেলে মিলেডি বললেন—নিশ্চয় মন্ত্রীর চর এরা! আমাকেই খুঁজছে! মঠ ঠাহর পায়নি, বোধহয়! আর সবুর করা চলে না! এখনি সরে পড়া চাই!

মিলেডির ব্যস্ত ভাব!

কন্তাঁ বললে—আমিও যাবো। আমার দেহ কাঁপছে...দু-পা অবশ হয়ে আসছে!

—তাহলে...কিন্তু কি করে যাবে? গাড়ির জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। এখনি পালানো চাই।

মিলেডির মাথায় আবার বিদ্যুতের চমক। তিনি বললেন—দাঁড়াও, ভালো মদ আছে, একটু খাও—দেহে-মনে জোর পাবে।

বলেই মিলেডি একটা গ্লাসে ঢাললেন মদ—পুরোপুরি গ্লাস, তারপর কন্তাঁর অলক্ষ্যে সে-পাত্রে মেশালেন বিষ। গুঁড়ো বিষ। এ-বিষ সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকে। বিষ মিশিয়ে সুরার পাত্র দিলেন কন্তাঁর হাতে।

—এক চুমুকে খেয়ে ফ্যালো। এখনি বল পাবে।

মনে কি আনন্দ! বদমায়েশ দাসী, তোর জন্যে আমার অত বড় শত্রু দারতাঁয়া আজো বেঁচে আছে! নাহলে...

কন্তাঁর মনে এতটুকু সন্দেহ নেই...এক চুমুকে তখনি পাত্র নিঃশেষ করলো।

কড়া বিষ! পান করার সঙ্গে সঙ্গে কন্তাঁর মনে হলো—শিরায়-শিরায় আগুনের স্রোত বইছে। দেহের মধ্যে চলছে যেন মহাযুদ্ধ...মাথার মধ্যে ভয়ানক ঘূর্ণি...পৃথিবী টলমল করে দুলছে যেন!

বাইরে পথে আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ওদিক থেকে ওরা ফিরছে। মিলেডি চমকে উঠলেন—আর এক-পলক এখানে থাকা নয়!

ওদিকে চিৎকার—এই তো কনভেন্ট!

দারতাঁয়ার কণ্ঠ। সর্বনাশ! পিছনের দরজা খুলে উল্কার বেগে মিলেডি এলেন পথে...

এ-কণ্ঠ কন্তাঁও শুনেছে...চকিতের চমক...এই কণ্ঠস্বর শুনে সে পেলো শক্তি! কোনমতে চেয়ারখানা ধরে মাথা তুলে তাকালো দরজার দিকে...

ঘরে ঢুকলো দারতাঁয়া—সদলে, সঙ্গে কনভেন্টের পরিচালিকা।

কন্তাঁর মাথা হেলে পড়লো, পরিচালিকা ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দারতাঁয়া চিৎকার করে উঠলো—কন্তাঁ!

কন্তাঁর মুখ তখন নীল হয়ে গেছে।

পরিচালিকা বললেন—এ কি! এ এমন নীল বর্ণ হয়ে গেল কেন? বিষ! কন্তাঁ...কন্তাঁ...কিছু খেয়েছো?

—হ্যাঁ...জড়িত কণ্ঠে কন্তাঁ বললো। বললে—সে আমাকে দিলে—দিয়ে বললে, এক চুমুকে খেয়ে ফ্যালো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেঝেয় পড়ে আছে পাত্র, সেটা তুলে তার ঘ্রাণ নিয়ে আথস্ বললে—বিষ।

দারতাঁয়া বলে উঠলো—কে, কে তোমাকে দিলে খেতে?

—সে...সে,...কস্তাঁর কণ্ঠ আরো জড়িত...দু'চোখ নিমীলিত প্রায়।

—কে সে?

পরিচালিকা বললেন—কাউন্টেস্ উইন্টার, কাল তিনি এখানে এসেছিলেন।

—বটে! কোথায়? কোথায় সে পিশাচী?

আথস্ ছুটলো মিলেডির সন্ধানে।

কস্তাঁ বললে—চোখে আমার সব ঝাপসা হয়ে আসছে যে...

দারতাঁয়া তাকে টেনে নিলে পরিচালিকার কাছ থেকে, বললে—হাত-পা ঠাণ্ডা যেন বরফ, নেতিয়ে পড়ছে! আরামিস্...পোর্থস্...দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো...

ক'জন মিলে কত শুশ্রূষা-পরিচর্যা! কিন্তু সব মিথ্যা হলো। কস্তাঁর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো! দারতাঁয়া নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলো না।...তার দু-চোখে জল...

সে বললে—বুঝেছি, আমার জন্যে! আমার উপর তার যত আক্রোশ—এ-বেচারীর উপর তার শোধ নিয়েছে!

আথস্ এলো ফিরে, বললে—পালিয়েছে। পাওয়া গেল না। কিন্তু যাবে কোথায়? মাটির নিচে যায় যদি, সেখান থেকেও তাকে তুলবো...তুলে পিশাচীর উচিত সাজা দেবো।

দারতাঁয়ার কোলে কস্তাঁর মাথা। দারতাঁয়ার দু-চোখে জল। তার পৃথিবী যেন কোথায় কোন্ ছায়ায় মিলিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

আথস্ ডাকলো—বন্ধু...

দারতাঁয়া শুধু তাকালো তার পানে...মুখে কথা নেই...জল-ভরা দৃষ্টি।

আথস্ বললে—পুরুষ-মানুষের কান্না সাজে না...কাঁদে মেয়েরা। কারণ চোখের জল ছাড়া তাদের আর কোন সম্বল নেই! কিন্তু তুমি পুরুষ-মানুষ, তোমার শক্তি আছে! তোমার জন্যে যখন এ মেয়েটি মরেছে, এ-মৃত্যুর শোধ নিতে হবে তোমাকেই। এ-কাজে আমরা তোমার সহায়!

দারতাঁয়া কোন জবাব দিলে না...জল-ভরা উদাস দৃষ্টিতে তেমনি তাকিয়ে আছে আথসের পানে।

বাইরে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। সকলে সচকিত হয়ে উঠলো! কে আসে?

ঘোড়া থামলো এসে মঠের সামনে। পোর্থস্ দেখলো জানালার পর্দা সরিয়ে—লর্ড উইন্টার।

লর্ড উইন্টার এলেন ঘরে, বললেন, ব্যাপার কি?

আথস্ তাঁকে বললো সব বৃত্তান্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনে তিনি বললেন—সে-পিশাচী কোথায়?

—ফেরার...আমাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে পালিয়েছে।

—কোথায় পালাবে? তাকে খুঁজে বার করতে হবে! তাকে পাওয়ার আগে আর কোন কাজ নয়! কি-বিষ ছড়িয়ে কতদিকে কত সর্বনাশ যে করে বেড়াচ্ছে!

আথস্ বললে—বুঝেছে, লীলাখেলা তার শেষ হয়ে এসেছে...তাই এখন হন্যে হয়ে যেখানে-সেখানে মরণ-কামড় দিচ্ছে!

—ঠিক তাই! কিন্তু আর দেরি নয়!

—না। আথস্ তাকালো দারতাঁয়ার দিকে, বললে—ওঠো বন্ধু! আমাদের এখন কঠিন কর্তব্য। যে গেছে, তার জন্যে চোখের জল এখন নয়...তার এ-মৃত্যুর শোধ নেওয়া চাই। ওঠো।

দারতাঁয়া অতি-সন্তর্পণে কন্তাঁর দেহ নামিয়ে রাখলো।

আথস্ বললে মঠের পরিচালিকাকে—আপনি এর সৎকারের ব্যবস্থা করুন। এ আমাদের বোন। আমরা এখন যাচ্ছি, এ-মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। পরে এসে বোনের আত্মার জন্যে এখানে সকলে একসঙ্গে প্রার্থনা করবো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেরুবার সময় আথস্ দিলে লর্ড উইন্টারের হাতে সেই পলাতকের টুপি থেকে পাওয়া কাগজটুকু।

দেখে উইন্টার বললেন—আর্মেন্তিয়া!

আথস্ বললে—বেনুঁয়ে গ্রামে।

—এখনি চলুন সেখানে...এই রাত্রির অন্ধকারেই।

পাঁচজনে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে...

যাবার পথে আথস্ বললে—একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আপনারা দাঁড়ান। আমি একা যাবো...সঙ্গে একজন ভৃত্য।

তাই হলো। ভৃত্যকে নিয়ে আথস্ এলো একা নির্জন পল্লীর পথে। চারদিকে অরণ্য—অরণ্যের বুকে ভুতুড়ে বাড়ির মতো ভাঙা একখানা বাড়ি। ভৃত্যকে ঘোড়ার খবরদারি করবার জন্য রেখে আথস্ এলো নিঃশব্দে সেই বাড়ির দরজায়। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মেরে আথস্ মৃদুকণ্ঠে বললে—আমি এসেছি।

জবাব এলো—ভিতরে এসো।

আথস্ ভিতরে এলো...এসে দেখে, যার উদ্দেশে আসা সে টেবিলের সামনে ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। মুখে দীর্ঘ দাড়ি, জোয়ান চেহারা। কাজ? এক নর-কঙ্কালের আলগা টুকরোগুলি তার দিয়ে বেঁধে বেঁধে খাড়া করছে সে।

দু'জনে কথা হলো। আথস্ তাকে দেখালো সে লেখা কাগজটুকু, বললে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার হাতের লেখা।

সে-লোক বললে—ঠিক আছে। আর্মেতিয়া! আমি তৈরি।

—বেশ! আমি তাহলে চললাম।

আথস্ ফিরলো একটা সরাইখানায়...এইখানে সকলে অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

লর্ড উইন্টার বললেন—এখন আমাদের কাজ?

আথস্ বলল—অভিযান।

সকলে অস্ত্রশস্ত্রগুলো ভালো করে পরখ করে নিলে, তারপর যে-যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো।

ঘোড়া ছুটছে, হঠাৎ আথস্ বললো—সবুর। একজনকে আরো চাই। তোমরা তৈরি হয়ে থাকো...আমি তাকে নিয়ে আসি।

সকলে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আথস্ নক্ষত্রবেগে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই সে ফিরলো, সঙ্গে ঘোড়ায়-চড়া আর একজন লোক। তার পরিচয় জানবার অবসর হলো না। আথস্ পরিচয় করিয়ে দিলে না, এসেই বলে উঠলো—এবার যাত্রা শুরু...

রাত্রির আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে তেজী ছ'টা ঘোড়ার পিঠে ছ'জন সওয়ার।

পথে দেখা গ্রিমোর সঙ্গে...আথসের ভৃত্য। সেই ভুতুড়ে বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় আথস্ তাকে পাঠিয়েছিল আর্মেতিয়ায় মিলেডির সন্ধান নিতে। তাকে দেখে আথস্ বললে—কি খবর? আছে সেখানে?

—আছে।

—এখান থেকে কত দূর হবে?

—মাইল-খানেক হবে।

—বহুত আচ্ছা!

আকাশে মেঘ জমেছে। সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই। হঠাৎ গুড়-গুড় মেঘের গর্জন—বিদ্যুতের চমক! বিদ্যুতের আলোয় সকলে দেখে, সামনে নদী। নদীর কূলে একখানা বাড়ি, অন্ধকারে মনে হয় একটা পাথরের স্তূপ যেন।

আথস্ বললে—সবুর!

সকলে থামলো।

সে বললে—তোমরা সকলে দাঁড়াও...আমি আগে দেখে আসি।

চুপিচুপি সে এলো বাড়ির সামনে। একটা মাত্র জানালা বাড়িটার। জানালাটা খোলা। ঘরে বাতির মৃদু আলো, উনুনে আগুন নিবু-নিবু। জানালা দিয়ে দেখা গেল, ভিতরে এক নারী! কি করছে দেখবার জন্য ঘোড়া থেকে নিঃশব্দে নেমে সে এলো জানালার একেবারে পাশে, দেখলো—মিলেডি!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন সময় হঠাৎ তার ঘোড়া ডেকে উঠলো—চিহিঁহিঁ...

সে-শব্দে চমকে মিলেডি ঘাড় ফিরিয়ে পথের দিকে তাকালেন, তাকিয়েই চিৎকার করে উঠলেন!

আথস্ সবলে জানালায় মারলো ধাক্কা। বহুকালের পুরানো কাঠের জানালা, তার সবল হাতের আঘাতে তখনি মড়-মড় শব্দে ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে গলে আথস্ লাফিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে।

দু'জনে সামনা-সামনি!

—কে?—কে?...কি চাও তুমি?

—তোমাকে চাই, সুন্দরী! চিনতে পারছো না? আমরা সকলেই এসেছি! তোমার বিচার করে তোমাকে দণ্ড দিতে হবে এবার! দাঁড়াও...

মিলেডি উঠে দাঁড়ালেন—সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপছে। চোখে তবু আগুনের শিখা। আক্রোশের আগুন। কিন্তু সে আগুন সত্ত্বেও আজ তাঁর একটা হতাশার ভাব।

আথস্ বাঁশিতে দিল ফুঁ—মুহূর্তে সকলে এসে ঘরে ঢুকলো।

মিলেডির মনে হলো, যেন স্বপ্ন দেখছেন।

আথস্ বললে—সব-আগে তুমি বলো দারতাঁয়া, এর নামে তোমার কি নালিশ...

দারতাঁয়া বললে—আমার নালিশ, এ-পিশাচী এখনি একটু আগে মঠে নিরীহ সরলা কন্যাকে বিষ খাইয়ে মেরে এসেছে। তার সাক্ষী মঠের পরিচালিকা! এ-ছাড়া আমাকে মারবার জন্য দু-দু'বার চেষ্টা করেছিল...সাক্ষী আছে পোর্থস্, আরামিস্ আর ব্লাঁশে!

আথস্ গর্জন করলো—অস্বীকার করতে পারো?

ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টিতে মিলেডি তাকালেন তার পানে...কোন জবাব দিলেন না।

লর্ড উইন্টার বললেন—এবারে আমার নালিশ! এক হতভাগা স্ত্রীলোককে ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে তাকে দিয়ে ডিউক অব বাকিংহামকে এ-পিশাচী খুন করিয়েছে! তার আগে আমার ছোট ভাইকে রূপের কুহকে ভুলিয়ে বিয়ে করে তার সম্পত্তির লোভে বিয়ের তিনমাসের মধ্যে বিষ খাইয়ে তাকে মেরেছে!

আথস্ বললে—কী, অস্বীকার করো?

সবেগে মাথা নেড়ে মিলেডি তাকালেন অন্য দিকে।

আথস্ বললে—এবারে আমার নালিশ। এই স্ত্রীলোককে আমি একদিন বিয়ে করেছিলাম। এর রূপে ভুলে, কুহকে মজে এর জন্যে কি না করেছি! আমার মান, আমার ইজ্জত...আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ, আমার সুনাম, আমার ঐশ্বর্য সম্পত্তি—এর জন্য সব জলাঞ্জলি দিয়েছি আমি! তারপর হঠাৎ একদিন দেখি, ওর কাঁধে লিলির মার্কা দেগে দেওয়া! আপনারা সকলে জানেন, অতি-বড় ঘাগী-দাগী শয়তান অপরাধীর সাজার এ-ব্যবস্থা ফ্রান্সে প্রচলিত আছে! এ বদমায়েশ দাগী বলেই...

এতক্ষণে বাধা দিয়ে গর্জন করলেন মিলেডি—সারা ফ্রান্সে যত কাছারি আদালত

www.BanglaBook.org

আছে, সে-সব আদালতের বিশ-পঁচিশ বছরের নথি-পত্র খুলে দেখাতে পারো—কোন আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় কখনো আমাকে দাঁড় করানো হয়েছিল কিনা? এ-দাগে আমাকে দেগে দেবার কোন হুকুম...কোন হাকিমের হুকুম দেখাতে পারো কেউ?

যে অজানা ভদ্রলোককে আথস্ সঙ্গে এনেছে, আপাদমস্তক আঙ্গরাখায় ঢাকা সে ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এলো, মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললে—ঠিক কথাই বলেছেন ইনি। কোন হাকিমের হুকুমে ওঁর ঘাড়ে এ লিলির দাগ দেগে দেওয়া হয়নি। এ দাগ দেগে দিয়েছি আমি নিজ হাতে!

সকলে সকৌতূহলে তাকালো সে ভদ্রলোকের পানে...

ভদ্রলোক বললে—সে এক অপূর্ব কাহিনী! শুনুন...আমি বলি...

মিলেডির পানে সকলে একবার তাকালো, চকিত দৃষ্টি...মিলেডি ফুঁসছে—পিঁজরায় পোরা বাঘ যেন!

ভদ্রলোক বললে—এই স্ত্রীলোকের তখন প্রথম যৌবন। থাকতো এক মঠে। কুমারী মেয়ে, ব্রতচারিণী। সেই মঠে ছিল এক কিশোর সন্ন্যাসী। ছলায় কলায় তাকে ভুলিয়ে তার ব্রহ্মচর্য, তার সন্ন্যাস চূর্ণ করে দেয়। এ তাকে বলে, মঠ থেকে বেরিয়ে দু'জনে বিয়ে করবে—বিয়ে করে সুখের সংসার পাতবে! কিন্তু তার জন্যে টাকাকড়ি চাই তো! সন্ন্যাসী ব্রতচারী টাকা পাবে কোথায়? এ তখন মঠের বাসনকোসন চুরি করে সে সব বেচে টাকার যোগাড় করে। তারপর দু'জনে মঠ ছেড়ে পালায়।

কিন্তু পালিয়ে ক'দিন থাকবে? পুলিশের হাতে দু'জন ধরা পড়ে। আদালতের বিচারে দু'জনের হয় কারাদণ্ড। দশ বছরের কারাদণ্ড। তারপর গারদের অধ্যক্ষের ছোকরা ছেলেকে রূপের কুহকে ভুলিয়ে এ স্ত্রীলোক গারদ থেকে পালায়—পালিয়ে নিরুদ্দেশ!

মঠের সে-সাধু দশ বছর পরে খালাস পায়—হাতে লিলির দাগ নিয়ে। আমিই তার কাঁধে ও দাগ দিই। তার কারণ, আমি তখন সরকারের গারদে ঘাতকের চাকরি করি। সাধুর হাতে দাগ দেবার পর তারই মুখে শুনলাম এই স্ত্রীলোকটির কাহিনী! আমার মনে হলো—একই অপরাধে সাধুর কাঁধে যখন লিলির দাগ দিয়েছি, তখন এরও দেহে সে-দাগ এঁকে দিতে আমি ধর্মত বাধ্য। তাই সেইদিন থেকে আমার হলো পণ—যেমন করে পারি, এই স্ত্রীলোকটিকে খুঁজে বার করে এই শয়তানির সাজা দেবো! আমার রাগের আরও কারণ ছিল! সে-কারণ, ঐ কিশোর সাধু ছিল আমার ছোট ভাই।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক তাকালো মিলেডির দিকে...বললে—কি, আমার ভুল হয়েছে? না, বাড়িয়ে কোন কথা বলেছি?

মিলেডি মুখ নামালেন—কোন কথা বললেন না!

সকলে বললে—তারপর?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক বললে—এ-ঘটনা ঘটে লিঁয়ে শহরে। তারপর সন্ধান করতে করতে ক'বছর পরে আমি ওকে পাই। তখন ওকে ধরে ওর ঘাড়ে আমি লিলির মার্কা দেগে দিই! তারপর আর কোন খবর রাখিনি এর। পরে শুনি, এ নাকি এক ধনী কাউন্ট ছোকরাকে বিয়ে করেছে।

আথস্ বললে—সে-ভাগ্যবান কাউন্ট হচ্ছি আমি নিজে!

আথস্ তাকালো দারতাঁয়ার দিকে...বললে—এর কি সাজা তুমি চাও?

দারতাঁয়া বললে—মৃত্যু।

—লর্ড উইন্টার, আপনি কি সাজা দিতে বলেন?

—মৃত্যু!

—পোর্থস্? আরামিস্?

—মৃত্যু! মৃত্যু!

আথস্ ডাকলো তার ভৃত্যদের, বললে—এর হাত বাঁধো...বেঁধে নিয়ে চলো নদীর ধারে।

ভৃত্যেরা তখন মিলেডির হাত বাঁধলো। তারপর হাত-বাঁধা মিলেডিকে নিয়ে তারা এলো নদীর ধারে। সকলে সঙ্গে এলেন...খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে!...পালাতে না পারে!

নদীর তীর...তীরে একখানা নৌকো। আথস্ বললে—ঐ নৌকোয় ওকে তোলো।

মিলেডি বললেন—কোথায় আমাকে মারতে চাও?

আথস্ বললে—নদীর ওপারে।

মিলেডিকে নৌকোয় তোলা হলো।

কিন্তু এ ব্যাপারে দারতাঁয়ার মন কাতর হয়ে পড়লো—না না, যত অপরাধই করুক, আহা তবু ও স্ত্রীলোক! এমন করে একটা স্ত্রীলোককে...

দারতাঁয়া এলো নৌকোর কাছে, বললে—না না,...একজন স্ত্রীলোককে এমন করে মারা উচিত হবে না!

আথস্ তলোয়ার তুলে বললে—ক্ষমা করো বন্ধু! যদি বাধা দাও...এ তলোয়ার তোমার গায়ে তুলতে আমার হাত এতটুকু কাঁপবে না! তুমি চোখে দেখতে না পারো, সরে যাও...

দারতাঁয়া সেইখানে বসে পড়লো...বসে হাঁটুজানু হয়ে ভগবানের নাম করতে লাগলো।

ঢেউয়ে দুলতে দুলতে নৌকো তীরে ওপারে লাগলো...নৌকোয় মিলেডি আর সেই ভদ্রলোক...লিঁয়ের সেই ঘাতক।

নৌকোয় যেতে-যেতে মিলেডি ঘাতকের অলক্ষ্যে দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন-দড়ি কেটেছেন। হাত তাঁর এখন মুক্ত! নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়তে যাবেন...নৌকোর খোলের কাঠে পা পিছলে পড়ে গেলেন! লিঁয়ের ঘাতক তখনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁকে ধরে ফেললো। ধরে হাতে-পায়ে আবার দড়ির বাঁধন দিলে বেশ শক্ত করে...

তারপর ওপারে—ডাঙা...

এপার থেকে সকলে দেখছে। মেঘ কেটে আকাশে ফালি চাঁদ, অসংখ্য নক্ষত্র। সে-আলোয় এপার থেকে সকলে দেখছে,—ঘাতক নৌকো থেকে নামলো মিলেডিকে কাঁধে করে। নেমে ঐ চলেছে! উঁচু জমিতে উঠলো...উঠে জমিতে মিলেডিকে বসিয়ে দিলে তাঁর দু' হাঁটু মুড়ে...দু'হাত পিছন দিকে বাঁধা। মিলেডির মুখের উপর ঘোমটার মতো একখানা কাপড় দিলে ঝুলিয়ে। সুন্দর ঘাড়ের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্নার আলোয়। ঘাতক দাঁড়ালো কায়দা করে। দু'হাতে ধরেছে তলোয়ার...সে-তলোয়ার উঁচু করে ঐ তুলেছে। জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করে উঠলো তলোয়ার। তারপর দু'হাতে সে-তলোয়ার উঁচু করে তুলে...

একটা আর্ত-চিৎকার! সকলে চোখ বুজলো...চকিতের জন্য!

যখন চোখ খুললো, সবাই দেখলো ওপারে দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে...মাথাটা দেহ থেকে একটু দূরে।

দারতাঁয়া হাত দুটি জোড় করে আকাশের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো—ওকে মার্জনা করো ভগবান! ওর সদ্‌গতি হয় যেন। যতদিন পৃথিবীতে ছিল, সব জ্বালিয়ে ছারখার করেছে। নিজেও জ্বলেছে চিরদিন। কখনোও শান্তি পায়নি। এখন ওকে শান্তি দিয়ো তুমি প্রভু!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপসংহার

এর ক'দিন পরের কথা...

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। রোশেঁ অঞ্চল এখন ফরাসীদের দখলে। বিজয়ী সেনাদের নিয়ে রাজা ল্যুই রাজ্যে ফিরলেন।

সেনাপতি ত্রেভিয়ে বললেন মাস্কেটিয়ারদের—তোমরা ছ'দিন বিশ্রাম করো। ছুটি তোমাদের। সাতদিনের দিন আমার সঙ্গে সকলে দেখা করবে।

সকলে বিরাম সুখ উপভোগ করছে—এমন সময় এক দূত এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালো।

দূতকে দারতাঁয়া চিনলো, এ সেই মন্ত্রীমশায়ের দূত। সেই শয়তান, যে তার চিঠি চুরি করেছিল। যাকে সে এতদিন চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি।

আর যায় কোথায়! লাফিয়ে উঠে তলোয়ার খুলে ছুটে এল দারতাঁয়া, বললে—তুমি! কোথায় না তোমাকে এতকাল খুঁজেছি। আমাকে যে-অপমান করেছিলে, তার কৈফিয়ত দিতে হবে আজ তোমাকে।

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে দূত বললে—আরে, আমি পালাবো না! আমার কৈফিয়ত নেবার অবসর পাবে। তার আগে এই দ্যাখো, সম্রাটের হুকুমনামা—মন্ত্রীমশায়ের হুকুমে তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি। এ-হুকুমনামায় রাজার সীলমোহরখানা দেখছো! হুঁ, চল তোমাকে এখুনি আমার সঙ্গে আসতে হবে!

দারতাঁয়া অবাক! কি তার অপরাধ, যার জন্য...

তলোয়ার নামিয়ে ফেললো দারতাঁয়া। আথস্, পোর্থস্, আরামিস্ সবাই ছিল সেখানে...তারা বললে—চলো, ভয় নেই। কী তুমি করেছো, যার জন্যে ভয় করতে হবে? চলো, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

সকলেই এলো দূতের সঙ্গে মন্ত্রীমশায়ের দরবারে।

দারতাঁয়াকে নিয়ে দূত ঢুকলো মন্ত্রীর খাস-কামরায়—বন্ধুরা রইলো বাইরে।

মন্ত্রীমশায়কে দারতাঁয়া সসম্মানে অভিবাদন করলো।

মন্ত্রী বললেন—আমার হুকুমে তুমি বন্দী!

দারতাঁয়া বললে—আজ্ঞে, দূত আমাকে সে-কথা বলেছে।

—কেন বন্দী করা হয়েছে, জানো?

—আজ্ঞে, না।

www.BanglaBook.org

—তুমি নাকি শত্রুর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেছিলে?

—মিথ্যা কথা। আমি জানি, মিথ্যা করে কে এ-কথা আপনাকে বলেছে!

—কে?

—এক স্ত্রীলোক। কিন্তু তাকে স্ত্রীলোক বললে স্ত্রী-জাতির অপমান করা হবে। সে পিশাচী...শয়তানী! আপনি তা জানেন না—আশ্চর্য।

—কার কথা তুমি বলছো? কে সে পিশাচী?

—লর্ড উইন্টারের ভাইয়ের সঙ্গে যার বিবাহ হয়েছিল। ইংলন্ড ফ্রান্সে—দুটো দেশে যে নানা কুকীর্তি করে বেড়িয়েছে। আর ঘাড়ে ছিল লিলির মার্কা—মিলেডি বলে যাকে এখানে সকলে জানতো!

মন্ত্রীমশাই ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, বললেন—এ সব কি বলছো তুমি! এ-কথা কি সত্যি?

—এর অনেক প্রমাণ আছে, স্যার! সাক্ষীও আছে।

—বেশ, একথা যদি সত্য হয় তাহলে তাকে যোগ্য শাস্তি দেবো!

—কিন্তু সে এখন আপনার শাস্তির বাইরে।

মন্ত্রী ভ্রূকুটি করলেন, বললেন—তার মানে?

—তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

—কার বিচারে তার এ-দণ্ড হলো?

—যাদের উপর সে অকথ্য অত্যাচার করেছিল। যাদের আত্মীয়দের সে খুন পর্যন্ত করেছিল—তারা!

পরুষ-কণ্ঠে মন্ত্রী বললেন—তোমরা?

বিনীত ভঙ্গিতে মাথা আনত করে দারতাঁয়া বললে—তাই, হুজুর!

—এত বড় স্পর্ধা! রাজা, সরকার, রাজ্য, সরকারের আইন-কানুন, আদালত, হাকিম থাকতে তোমরা বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেবার কে? এ তো রাজদ্রোহ!

—আজ্ঞে না, রাজদ্রোহ এ হতে পারে না। কারণ আমরা যা করেছি তা আপনার আদেশেই করেছি। দেশের মঙ্গলের জন্যই করেছি। আর সবে আদালত, সব হাকিমের উপরে তো আপনি!

—আমার আদেশে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! এই দেখুন আপনার হুকুমনামা।

একখণ্ড কাগজ দারতাঁয়া দিল মন্ত্রী রিশল্যুর হাতে। সবিস্ময়ে মন্ত্রীমশাই দেখলেন—তাতে লেখা আছে—

"এ-লোক যে কাজ করেছে, তা আমার হুকুমে—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য।—রিশল্যু।"

এ সেই কাগজ—সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এক গ্রামের সেই সরাইখানায় বসে একদা রাত্রে যা মিলেডির হাত লিখে দিয়েছিলেন মন্ত্রীমশাই, আর আথস্

www.BanglaBook.org

মিলেডির হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে এসেছিল।

অনেকক্ষণ ধরে নীরবে চিন্তা করলেন মহামন্ত্রী। তাঁরই অস্ত্রে তিনি আহত হয়েছেন। ধর্ম হয়েছে বিজয়ী। ধর্মপথের পথিক এই যুবক সৈনিক—এ শাস্তির যোগ্য নয়। একটা কাগজ টেনে নিলেন মন্ত্রী। কী যেন লিখলেন তাতে। তারপর কাগজে সই করে, সীলমোহর মেরে সে-কাগজ দিলেন দারতাঁয়ার হাতে। দিয়ে বললেন—শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে—পড়ে দ্যাখো, কি শাস্তি।

দারতাঁয়া পড়লো। পড়ে বিহ্বল, অবাক! শাস্তি নয়—এ-কাগজে সীল-সহি-মোহর নিয়ে দারতাঁয়াকে মন্ত্রী করেছেন রক্ষী-বাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট!

দারতাঁয়া নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো। মন্ত্রীর আঙরাখার প্রান্ত চুম্বন করে বললে—এত বড় সম্মানের যোগ্য আমি নই, হুজুর! আমার তিন বন্ধু—আথস্, পোর্থস্, আরামিস্—তারা বাইরে আছে। আমার চেয়ে তারা এ-পদের আরো বেশি যোগ্য।

হেসে মন্ত্রী বললেন—তুমি যদি চাও, তোমার বদলে তাদের কাকেও এ-পদ দিতে পারো—এ অধিকার আমি তোমাকে দিলাম! তুমি যাকে বলবে, তাকেই আমি দেবো এই লেফ্‌টেনান্টের পদ।

দারতাঁয়া বাইরে এলো—সব কথা বন্ধুদের বললে।

তারা বললে—তুমি পাগল হয়েছো! তোমার দাম তুমি জানো না, কিন্তু আমরা জানি বন্ধু! আমাদের চারজনের মধ্যে যোগ্যতম যদি কেউ থাকে, সকলের সেরা—তো সে তুমি। তুমিই লেফ্‌টেনান্ট—আমরা তোমার সাথী, সহচর।

BanglaBook.org

সমাপ্ত